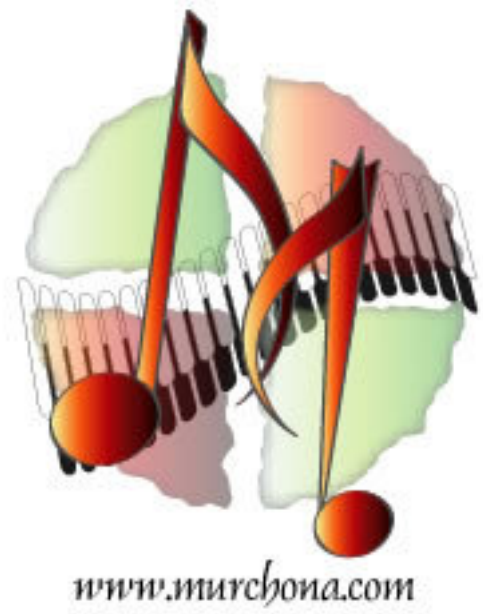

Baunduley.7 by Sumanta Aslam

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

বাউণ্ডুলে ৭

সুমন্ত আসলাম

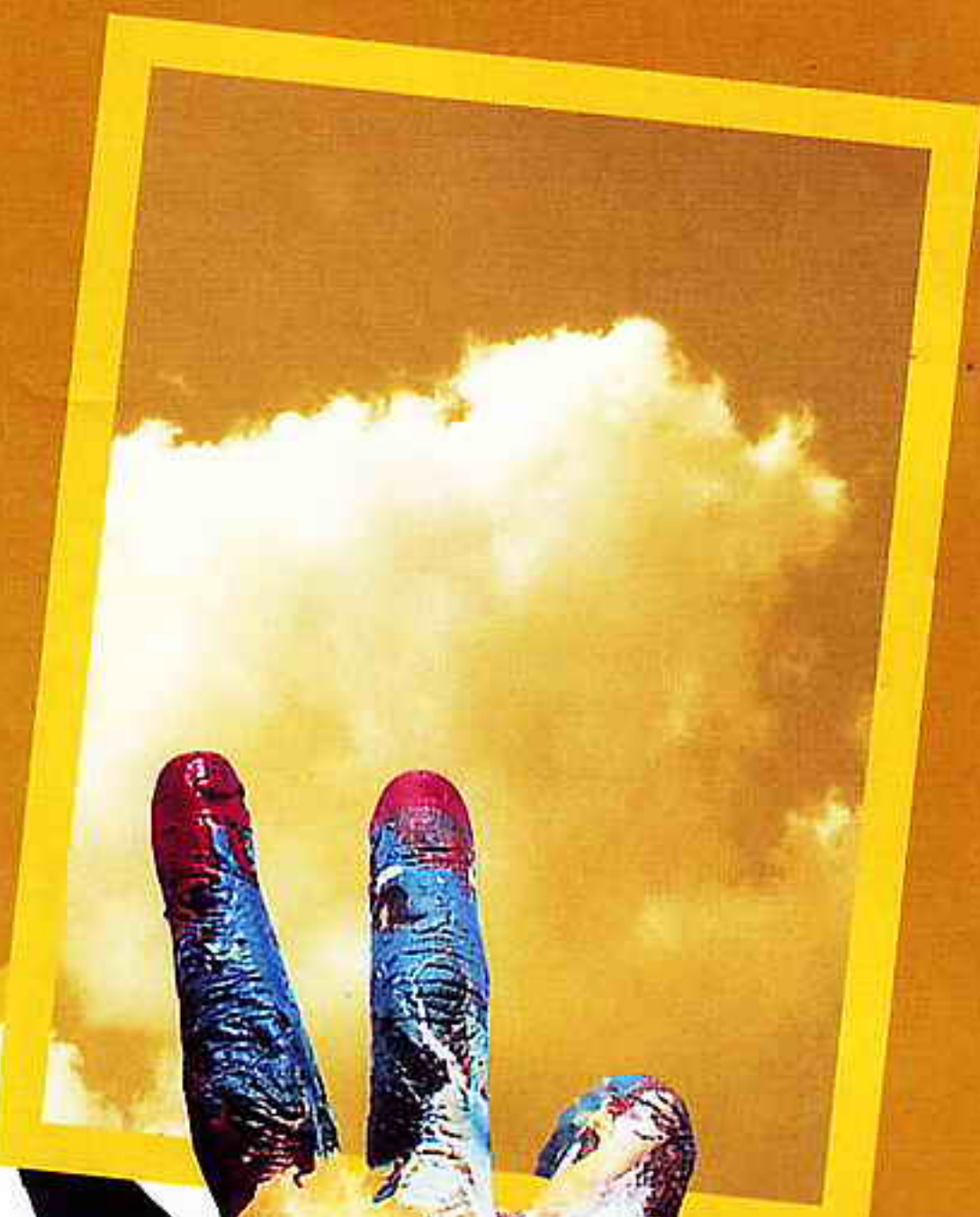

উৎসর্গ

তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই তিনি খুব আন্তরিকভাবে বলেন, 'সুমন্ত, তোমার বাউণ্ডুলে লেখাটা আমি নিয়মিত পড়ি। কিছু কিছু লেখা আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে।'

বইমেলায় চ্যানেল আইয়ের সরাসরি একটা প্রোগ্রামে উপস্থাপক ছিলেন তিনি, আমিও ছিলাম সেখানে। দর্শকদের সামনে তিনি আমাকে লেখক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেন, সেটা উপস্থিত দর্শকরা দেখলেন-শুনলেন, ক্যামেরা হয়ে টিভির মাধ্যমে সেটা পৌঁছে গেল সারা দেশের দর্শকদের মাঝেও। ভীষণ লজ্জা পেয়েছিলাম আমি সেদিন। একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক যে একজন নবীন লেখককে এত প্রশংসা করতে পারেন, জানা ছিল না তা আমার!

প্রিয় ইমদাদুল হক মিলন, প্রিয় মিলন ভাই

মানুষকে প্রশংসা করার জন্য আলাদা রকমের একটা হৃদয় থাকতে হয়, সেটা অনেকেরই নেই। আপনার আছে।

ভালোবাসা সবাই পায় না, খুব কৃতজ্ঞচিত্তে বলছি—আমি পেয়েছি। বাউণ্ডুলের পাঠকরা আমাকে ভালোবেসেছেন বলেই হয়তো আমি এখন উপন্যাস লিখছি, নাটক লিখছি, গল্প লিখছি। আমি খুব কষ্ট নিয়ে বলছি, তাঁদের সেই ভালোবাসার দাম আমি কখনোই দিতে পারব না। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

বাউণ্ডুলে এবার সাত বছরে পা দিল। সমন্তবত এটা আরো অনেক বছর বাঁচবে, আবার নাও বাঁচতে পারে। যদি না বাঁচে তাহলে বাউণ্ডুলের পাঠকরা আমাকে ভুলে যাবে? এবারও আমি বলছি—না। কারণ যাকে একবার সত্যিকারের ভালোবাসা যায়, তাকে কি কখনো ভোলা যায়? নাকি কেউ পারে?

বাউণ্ডুলে নিয়ে আমি অনেক অনেক চিঠি পেয়েছি, যার একটারও উত্তর দেইনি আমি কখনো। প্রচণ্ড ব্যস্ততার কারণে দেওয়া হয়ে ওঠেনি কিংবা আলসেমী অথবা অন্য কিছু। এ বইয়ের শেষের দিকে ভালোবাসা মিশ্রিত সেইসব চিঠির কিছু চিঠি ছাপা হলো।

কোথায় যেন পড়েছিলাম—যে একবার ভালোবাসা পায় সে সারাজীবনই পেতে চায়। আমিও পেতে চাই। আপনাদের সেই ভালোবাসার প্রত্যাশায় আমার প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত।

মমত্ব মেশানো ভালোবাসায় জেগে উঠুক আমাদের চারপাশ। দেখা হবে বাউণ্ডুলে ।৮-এ। ততদিনে ভালো থাকুন, খুব ভালো।

সুমন্ত আসলাম
Sumanto_aslam@yahoo.com

সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসির শোকে ভারতের এক কিশোরী মুনমুন আত্মহত্যা করেছে। তার আগে মুনমুন বলেছে, 'ইরাক সরকার একজন দেশপ্রেমিককে ফাঁসি দিয়েছে। সাদ্দামকে ফাঁসি দেওয়ার সময় তিনি যে কষ্ট পেয়েছেন, সেই কষ্টটা অনুভব করতে চাই, আমিও।' তারপর সেই মায়াবতী কিশোরীটি চুপি চুপি ঝুলে পড়ে একটা সিলিং ফ্যানের সঙ্গে।

সাদ্দামের ফাঁসির ভিডিও চিত্র দেখে মারা গেছে দুটো কিশোরও, একজন যুক্তরাষ্ট্রের, আরেকজন পাকিস্তানের। মোবাইল ফোন ক্যামেরা থেকে তোলা সাদ্দামের ভিডিও চিত্র দেখে যুক্তরাষ্ট্রের কিশোরটি ফাঁসি ফাঁসি খেলতে গিয়েছিল, আর পাকিস্তানের কিশোরটি করেছিল সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসির নকল!

অথচ নিকৃষ্টতম সত্য কি জানো—সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসির ছয় দিন পর বাংলাদেশ দুঃখ প্রকাশ করেছে। এতদিন কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখানো হয়নি সরকারিভাবে। দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা থেকেছেন নীরব। খুব লজ্জাজনক সত্য হচ্ছে—যে দেশটা স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, এই ইরাকই হচ্ছে সেই তৃতীয় দেশ, আর আটাশির প্রলয়ঙ্করী বন্যায় প্রথম সাহায্যকারী দেশ!

বছরের প্রথম দিনে কোরবানি ঈদে আমরা যা-ই কোরবানি দিই না কেন, আমরা সেদিন প্রথম কোরবানি দিয়েছি আমাদের বিবেক!

ছোট্ট একটা স্বপ্ন ছিল,
তোমার স্বপ্নের সঙ্গে

www.MurchOna.com

দয়া করে চোখ ভেজাবে না, কোরবানি হওয়ার আরও কিছু সত্য বলব তোমাকে।

ছোট্ট একটা ঝুপড়ি ঘরে ঢাকার আশুলিয়ার পোশাকশ্রমিক হনুফা আর কদম আলীর সংসার। হনুফার বিয়ে হয়েছে আট মাস হলো। খুব গোপন একটা শখ ছিল তাঁর—এবার ঈদটা তিনি শ্বশুরবাড়িতে করবেন। কিন্তু তাঁর সে শখটি পূরণ হয়নি। ঈদের আগে মালিক নভেম্বর মাসের বেতন ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। ওই টাকায় ঝুপড়ির ভাড়াসহ মুদি দোকানের বাকি শোধ করেছেন তাঁরা। খালি হাতে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার লজ্জা এড়াতে তাঁরা কোথাও যাননি, এমনকি ঘর থেকে বেরও হননি ঈদের দিন! কেবল দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হনুফা বলেছেন, 'ঈদে আত্মীয়স্বজন ছাড়া কি মন টিকে? কখনো শ্বশুরবাড়ি যাইনি, খুব ইচ্ছা ছিল যাবই! কিন্তু ট্যাকা না থাকলে ক্যামনে যাওয়া যায় কন?'

বছরের প্রথম দিনে কোরবানি ঈদে আমরা যা-ই কোরবানি দিই না কেন, আমরা এবার কোরবানি দিয়েছি আমাদের মানবতা!

তোমাকে না বলেছি চোখ ভেজাবে না, কোরবানির আরও কত গল্প আছে!

বিয়ের সময় প্রতিশ্রুত যৌতুকের টাকায় স্বর্ণালংকার কেনার জন্য স্বামী চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার আনোয়ার হোসেন তাঁর স্ত্রী নাসিমা আক্তারকে বাবার বাড়িতে পাঠান। তাঁদের বিয়ে হয়েছিল পনের মাস আগে। কিন্তু বাবার বাড়িতে গিয়েই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন নাসিমা আক্তার।

তুমি কি জানো—নাসিমা আক্তার কবে আত্মহত্যা করেছেন। ঈদের দিন!

বছরের প্রথম দিনে কোরবানি ঈদে আমরা যা-ই কোরবানি দিই না কেন, আমরা এবার কোরবানি দিয়েছি আমাদের মনুষ্যত্ব!

স্কুলে যাওয়ার পথে প্রায়ই তাকে বলা হতো—তোকে আমি বিয়া করমু। ১৪ বছরের মিতু তখন কিছু বলত না, কেবল মাথা নিচু করে হেঁটে যেতে আর ভাবত—কবে মুক্তি পাবে সে এ বিপদ থেকে।

একদিন সে সত্যি সত্যি মুক্তি পায়। কারা যেন মিতুকে মেরে ফেলে মুক্তি দিয়ে দেয় জীবন থেকে, জীবনের সব জটিলতা থেকে। পটিয়ার মিতুকে কেউ আর বলে না—তোকে আমি বিয়া করমু।

বছরের প্রথম দিনে কোরবানি ঈদে আমরা যা-ই কোরবানি দিই না কেন, আমরা এবার কোরবানি দিয়েছি আমাদের লজ্জাকে, লজ্জিত হওয়ার হৃদয়কে!

www.MurchOna.com

শরীরটা এখন গরম করা দরকার তাঁর, ৬০ বছরের শরীর। প্রচণ্ড শীত সারা দেশে, শীত মাদারীপুরের ভরুয়াপাড়া গ্রামেও। একটু উষ্ণতার জন্য রাহাতন বেগম খড়-কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সে আগুনে শরীরটাকে গরম করতে থাকেন। কিন্তু আগুন যেন করুণা করে ওঠে, রাহাতন বেগমের শরীরে সরাসরি এসে সে ঠাঁই নিতে চায়। অতঃপর দগ্ধ হয়ে রাহাতন বেগম শীত-গরমকে পেছনে ফেলে চলে যান বহু দূরে!

প্রচণ্ড শীতে সারা দেশে মারা যাচ্ছেন অনেক মানুষ, আমরা অনেকেই এখনো দামি কম্বলের নিচে শুয়ে সে খবরগুলো শুনছি, আর গরম গরম চা-কফি খাচ্ছি!

বছরের প্রথম দিনে কোরবানি ঈদে আমরা যা-ই কোরবানি দিই না কেন, আমরা এবার কোরবানি দিয়েছি আমাদের মানবিক অনুভূতিকে!

বাসায় ফিরতেই খুব আনন্দ নিয়ে তুমি আমার হাত জড়িয়ে ধরে মুখ লাল করে কদিন আগে বলেছিলে, 'ক'দিন পর আমার একটা স্বপ্ন পূরণ হবে!'

দ্বিধাদ্বন্দ্বে আমি বললাম, 'কী?'

'এবার আমি প্রথম ভোটার হয়েছি, আমি এবার ভোট দিতে যাব।'

দুইদিন আগে তুমি বললে, মনটা খুব খারাপ করে বললে, 'দেশের যা পরিস্থিতি! না, ভোটটা বোধ হয় দেওয়া হবে না। আমার স্বপ্নের দেশটাও বোধ হয় গড়া হবে না।'

তোমার দীর্ঘশ্বাসের শব্দে আমিও দীর্ঘশ্বাস ফেলি। কেবল দীর্ঘশ্বাসই ফেলি, কিন্তু বলা হয় না—ছোট্ট একটা স্বপ্ন ছিল, তোমার স্বপ্নের সঙ্গে। আমরা এবার কোরবানি দিয়েছি আমাদের সে স্বপ্নগুলোকেও!

www.MurchOna.com

১ম গল্প

খুব আগ্রহ নিয়ে ছোট্ট মিতুল তার বাবার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, বলো তো পৃথিবীতে কোন প্রাণীটি সবচেয়ে সাহসী?'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন সাবের সাহেব। কারফিউয়ের রাত, শীতের রাত, গভীর রাত—একটা মানুষও নেই রাস্তায়। সাবের সাহেব রাস্তা থেকে চোখ ফিরিয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে কিছুটা কপাল কুঁচকে বললেন, 'এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'কারণ আছে।'

'আমার তো মনে হয়—মানুষ।'

'মানুষ!'

'কেন, তোমার কোনো সন্দেহ আছে?'

'একটু আগে তুমি বললে কারফিউ দেওয়ার ফলে মানুষজন সব ভয়ে যার যার বাসায় চলে গেছে। কিন্তু দেখো, কয়েকটা কুকুর এখনো রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে, ওরা কোনো ভয় পাচ্ছে না। এবার বলো—ওরা বেশি সাহসী, না মানুষ বেশি সাহসী?'

যখন জ্যোৎস্না এসেছে ঘরের মাঝে

সাবের সাহেব কিছু বললেন না, কেবল মুচকি হেসে ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে আবার রাস্তার দিকে তাকালেন। রাস্তায় বেশ কয়েকটা কুকুর জট পাকিয়ে আছে। তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বললেন—হ্যাঁ, মানুষ কখনো কখনো মানুষের হাতে বন্দি হয়ে যায়, কোনো কোনো মানুষ তার সাহস কেড়ে নেয় অবলীলায়।

www.MurchOna.com

২য় গল্প

অফিসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন সাবের সাহেব। ঘুমভাঙা চোখে মিতুল এসে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো বাবা?'

টাইয়ের নট ঠিক করতে করতে সাবের সাহেব বললেন, 'বলো?'

'বলো তো একটা মানুষ আর একটা প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য কী?'

'এটা তো খুব সহজ উত্তর—মানুষের বিবেক আছে, জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে; প্রাণীদের তা নেই। মানুষ লেখাপড়া করে সভ্য হয়, প্রাণীরা করে না বলে তারা অসভ্য।'

'আরও পার্থক্য আছে বাবা।'

'বলো তো?'

'মানুষ কাপড়-চোপড় পরে, কিন্তু প্রাণীরা কখনো কাপড়-চোপড় পরে না।'

'ঠিক।'

'মানুষ সবকিছু পেতে যুদ্ধ করে, প্রাণীরা কেবল খাবারের জন্য যুদ্ধ করে।'

'ঠিক।'

'একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে নির্দ্বিধায় এমনি এমনি মেরে ফেলে, কিন্তু অনেক প্রাণীই তার স্বগোত্রকে মেরে ফেলে না।'

'ঠিক।'

মিতুল তার ছোট্ট কুকুরটাকে কোলে নিয়ে বলল, 'বাবা, এবার বলো তো দেখি—আমার এখন মানুষ হওয়া উচিত, না এ রকম একটা কুকুর হওয়া উচিত?'

সাবের সাহেব কিছু বললেন না, কেবল মুখটা গম্ভীর করে টাইয়ের নটটা ঠিক করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করে কেন যেন টাইটা খুলে ফেললেন। মুখটা লাল হয়ে গেছে তার।

৩য় গল্প

রাতে বাসায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মিতুল তার বাবার একটা হাত ধরে বলল, 'আমি না মানুষ হতে চাই বাবা, সত্যিকারের একটা মানুষ।'

সাবের সাহেবের চোখ ছলছল করে ওঠে। তিনি টের পেলেন—আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে মনের ভেতরের গুমোট ভাবটা, মাথাটাও তেমন যন্ত্রণা

www.MurchOna.com

করছে না এখন, ফুরফুরে লাগছে সবকিছু। হাঁটু মুড়ে বসে তিনি ছেলেকে জড়িয়ে ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন তুমি সত্যিকারের একটা মানুষ হতে চাইছ?'

'দুই মাস আগে তুমি আমাকে একটা ফুলগাছ কিনে দিয়েছিলে না?'

'হ্যাঁ, দিয়েছিলাম।'

'সে গাছটা তো মরে যেতে নিয়েছিল, তাই না বাবা?'

'হ্যাঁ, প্রায় মরেই গিয়েছিল। আমি তো সেটা ফেলে দিতে বলেছিলাম তোমাকে।'

'গাছটা আমি বাঁচিয়ে তুলেছি বাবা।' মিতুল তার বাবাকে সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বাবা জানো, সে গাছটাতে একটা ফুলও ফুটেছে।' মিতুল একটু থেমে সমস্ত মুখ আলো করে বলে, 'মানুষ সব পারে বাবা, যা অন্য কেউ পারে না, কেউ পারে না।'

সাবের সাহেবের চোখে এবার সত্যি সত্যি পানি এসে গেছে। হ্যাঁ, মানুষ সব পারে, সত্যিকারের একটা মানুষ সব পারে। সে নিজেকে সুন্দর করতে পারে, সে তার ফুলবাগান সুন্দর করতে পারে, সে তার দেশকে সুন্দর করতে পারে। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে ভরে ফেলেছে ঘরটা। কী মনোরম, কী আশ্চর্য!

www.MurchOna.com

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তার চোখের দিকে তাকালাম আমি। বরফের মতো ঠাণ্ডা তার চোখ, তার চেয়েও ঠাণ্ডা তার চাহনি। সে একটা ভারী হাতুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত, একটু পরই সে তার কাজটা শুরু করবে।

প্রস্তুত করা হয়েছে আমাকেও। লম্বা একটা লোহার পাটাতনের ওপর দু হাত মেলে রাখা হয়েছে আমার। একটু আগে একজন এসে হাতের আঙুলগুলো সোজা করে দিয়ে গেছে। টানটান হয়ে আছে সেগুলো এখন। হাতুড়ি হাতে লোকটা এগিয়ে এল একটু। আমার দিকে আরও একটু ক্রূর চোখে তাকিয়ে বলল, 'এখনো সময় আছে, আপনার কথাটা তুলে নিন।'

সমস্ত চেহারায় আরও রাগ ফুটিয়ে আমি বললাম, 'কক্ষনো না।'

লোকটা আমার আরও একটু কাছে এসে বলল, 'আপনি আবার একটু ভাবুন, খুব ভালো করে ভাবুন। আপনাকে আরও পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হলো।

মৃত্যুর পরও আমি এ কথাটাই বলে যাব

'পাঁচ মিনিট না, পাঁচ কোটি মিনিটও না।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা আমার দু হাতের আঙুলের ওপর হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করল। ফিনকি দিয়ে

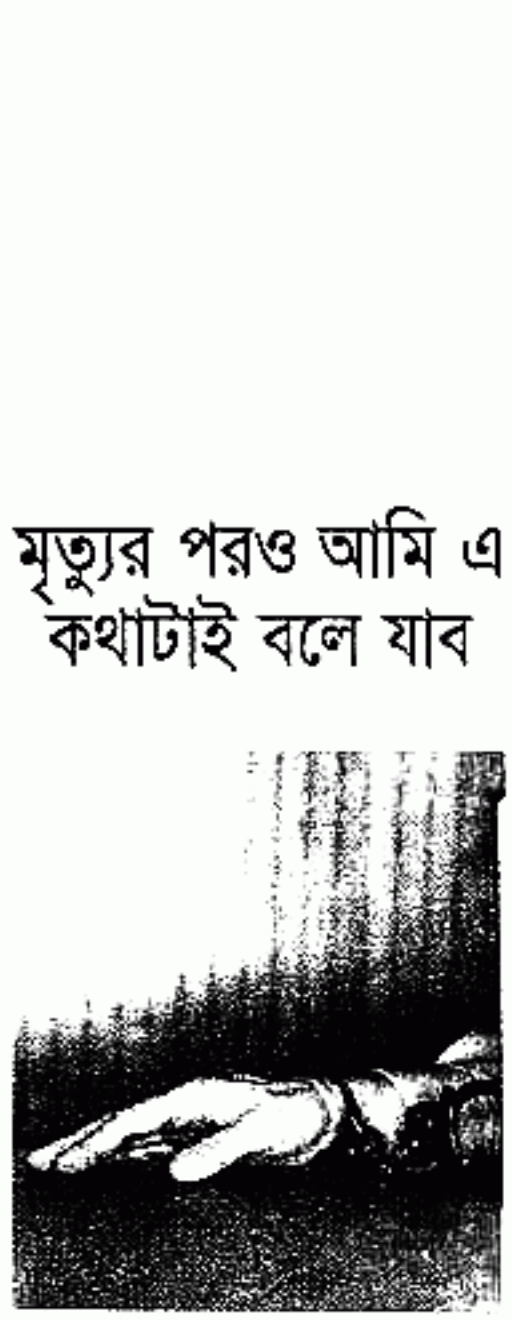

রক্ত বের হয়ে ভিজে গেল লোহার পাটাতনটা, ভিজে গেল হাতুড়িটা, ভিজে গেল ছোট ছোট সবুজ ঘাসেরা। আর আমার চোখে ভেসে উঠল—প্রতিদিন প্রতীক্ষায় থাকা আমার মায়ের মুখ, লেজ নাড়িয়ে গান গাওয়া এক দোয়েল পাখি আর জানালার কার্নিশে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা

www.MurchOna.com

একটা ছোট পাকুড় বৃক্ষ।

'আপনি আরেকবার ভেবে দেখুন।' হাতুড়ি ছেড়ে লোকটা এবার একটু শব্দ করে বলল।

আমিও শব্দ করে বললাম, 'না, আমি যা বলেছি তা সত্য বলেছি।'

আমার ডান হাত আর শরীরের সংযোগস্থলে এবার আঘাত করল লোকটা, পরক্ষণেই আঘাত করল বাঁ হাতে। আমি টের পেলাম—আমার হাত দুটো আস্তে আস্তে শক্তিশূন্য হয়ে যাচ্ছে এবং একসময় হাত দুটো অবশ হয়ে গেল চিরতরে। যে হাতে ছোট্ট আর কোনো গাছ লাগাতে পারব না, ফুলও ফোটাতে পারব না আর কোনো দিন, কারও হাত চেপে ধরে বলতে পারব না, 'স্রষ্টা আপনার মঙ্গল করুক।'

চারপাশ কাঁপিয়ে লোকটা এবার হাসি দিল আমার দিকে তাকিয়ে। এবং হাসতে হাসতেই বলল, 'এখনো?'

কষ্ট করে হলেও আমিও হাসি দিলাম, 'হ্যাঁ, এখনো। এখনো আমি সে কথাটাই বলব।'

'তাই?' ব্যঙ্গ করে একটু হাসার চেষ্টা করল লোকটা।

'হ্যাঁ, তাই।'

ডান হাঁটু বরাবর এবার আঘাত করল লোকটা। খট করে একটা শব্দ হলো হাঁটু থেকে। জ্বলজ্বল করে উঠল লোকটার চোখ দুটো। ওই জ্বলজ্বলে চোখ নিয়েই সে আবার আঘাত করল আমার বাঁ হাঁটুতে। আগের মতোই শব্দ হলো বাঁ হাঁটু থেকেও।

সমস্ত শরীর কুঁজো হয়ে এল আমার। আমি অনুভব করলাম—আমি আর শিশিরভেজা ঘাসে পা রাখতে পারব না, নদীর জলে পা ভিজিয়ে সুখ-স্পর্শ নিতে পারব না, হেঁটে হেঁটে অবারিত সুন্দর দেখতে পারব না প্রকৃতির।

লোকটার হাতে এখন একটা লম্বা ছোরা। রোদ লেগে চকচক করছে ছোরার দেহটা। সে সেই ছোরাটা আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'শেষ সুযোগ, এখনো কথাটা ফিরিয়ে নিন আপনি, ভুল বলেছেন বলে ক্ষমা চান।'

গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে এবার আমি চিৎকার করে বললাম, 'না, আমি ঠিক বলেছি, আমি সত্য বলেছি। একশ পার্সেন্ট সত্য, হাজার পার্সেন্ট সত্য, লক্ষ পার্সেন্ট-কোটি পার্সেন্ট সত্য।'

www.MurchOna.com

লোকটা এবার আমার একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। এবং বিন্দুমাত্র সময় না নিয়ে সে ছোরাটা ঢুকিয়ে দিল আমার পেটের ভেতর। আমি একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। লোকটার দিকে এক পলক তাকিয়ে মাথাটা নিচু করে দেখি—রক্তের একটা ধারা পেট থেকে নেমে মাটির দিকে গড়িয়ে গেছে। মাটির দেহের রক্ত মাটি খুব আপন করে তা শুষে নিচ্ছে। ধীরে ধীরে চোখটা ঝাপসা হয়ে আসছে আমার। ঠিক তখনই লোকটা কোপ লাগাল আমার ঘাড়ে, মাথায়, পিঠে, দেহে। চোখ দুটো সম্পূর্ণ বুজে না আসা পর্যন্ত আমি দেখতে পেলাম—আমি টুকরো হয়ে যাচ্ছি, টুকরো থেকে টুকরো, আরও টুকরো, আরও টুকরো...।

সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার আত্মাটা কেঁপে উঠল, হৃদয়ের ভেতর থেকে অদ্ভুত এক শিহরণ জেগে উঠল। আমার দেহের সমস্ত টুকরো থেকে শব্দ বের হচ্ছে, তারা বলছে—বাংলাদেশের প্রতিটা রাজনীতিবিদই অসৎ, তারা কেবল অর্থের জন্য রাজনীতি করে, তারা দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করতে করতে কয়েক বছরেই কয়েক কোটি টাকার মালিক হয়ে যায়, তারা গাড়ির মালিক হয়, বাড়ির মালিক হয়। যে দু-একজন এসব করে না, তারা প্রতিবাদও করে না এ অন্যায়ের, বরং নীরব সম্মতি দিয়ে ক্ষমতার স্বাদ নেয় প্রতিদিন।

আমার শরীরের টুকরোগুলো লাফাচ্ছে আর বলছে—বাংলাদেশের প্রতিটা রাজনীতিবিদের রক্ত বের করে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিলেও তাদের কখনো পরিবর্তন হবে না; তাদের শরীরের ভেতরটা ফুটন্ত পানি দিয়ে কয়েক কোটি বছর ধুলেও ময়লাই থেকে যাবে, পরিষ্কার হবে না কখনো; তারা মরে পচে গিয়ে যে বৃক্ষের গোড়ায় পৌঁছবে, সে বৃক্ষটাও হবে বিষবৃক্ষ।

শরীরের টুকরোগুলো লাফাচ্ছেই। আমি শেষবারের মতো চোখ বুজে ফেলতে ফেলতে প্রশান্তিতে ভরে গেলাম—না, তারা শুধু লাফাচ্ছেই না, লাফাচ্ছে আর হাসছে, শব্দ করে সমস্ত সুখ মিশিয়ে হাসছে!

www.MurchOna.com

একটা কুইজ

ব্যাপারটা তুমি জানো এবং দেখেছও। রাস্তাঘাটে অনেক জায়গায় লেখা থাকে—পুলিশ জনগণের বন্ধু। পুলিশ আমাদের বন্ধু বলেই তো বিপদে পড়লে তারা আমাদের একা একাই সাহায্য করার জন্য ছুটে আসে। তারপর আমাদের নিঃস্ব না করা পর্যন্ত তারা সাহায্য করতেই থাকে। আমাদের এই পুলিশবন্ধুদের দুজন কদিন আগে ১৫ লাখ টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়েছে। পরে তাদের থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। এবার বলো তো—তারপর কী হবে? নিচের কোন কাজটি তাদের করা হবে?

ক. কদিন আগে বগুড়ায় একটা ছিঁচকে চোরকে হাত উল্টে বেঁধে ঝুলিয়ে পেটানো হয়েছে, তাদেরও কি যেভাবে পেটানো হবে?

খ. যদি হয়, সেটা কি ঠিক হবে? মাত্র অল্প কিছু চুরির জন্য ওভাবে পেটানো হলে প্রকাশ্য দিবালোকে ১৫ লাখ টাকা ঘুষ খাওয়ার জন্য তাদের কি ন্যাংটা করে ঝোলানো উচিত?

গ. কিংবা এযাবৎকালে ঘুষ খেয়ে তারা যে সম্পদের পাহাড় গড়েছে তার সবকিছু বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে?

ঘ. না, তাদের কেবল চাকরিচ্যুতই করা হবে না, তারা যেন রাস্তায় বোরকা পরে চলাফেরা করে, সে ব্যবস্থা করা হবে?

কী, ওপরের কোনটা হবে বলো তো? তুমি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালে, আর আমি মুচকি হেসে বললাম, 'কিছুই হবে না তাদের। তারা তো খেতে যাচ্ছিল মাত্র ১৫ লাখ টাকা, কিন্তু

কেবলই চাঁদ
ঢেকে যায় মেঘে

www.MurchOna.com

এর চেয়েও বেশি টাকাখোর লোক এ দেশে অনেক আছে। অতঃপর সেই বন্ধু দুজন আবার পুলিশ হবে, আবার ঘুষ খাবে। আসো, আমরা আমাদের বন্ধুদের সাফল্যে আনন্দ করি।

কান্নার বাতাস

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে মহিলাটি কাঁদছেন, 'আমরা এখন কই যামু, কে আমাগোরে জায়গা দিব, কে আমাগোরে আশ্রয় দিব।' আমি পাশ ফিরে তাকাই, কাঁদছ তুমিও। তোমার সরল বিশ্বাসী চোখে সে জলের ধারা দেখে আমি বললাম, 'কাঁদছ কেন?'

কান্না উগরে দিয়ে তুমি আরও কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, 'ওদের ঘরগুলো এভাবে ভেঙে দিচ্ছে!'

আমি বললাম, 'শুধু ঘর না—ভেঙে যাচ্ছে তাদের আগলে রাখা মুমূর্ষু স্বপ্ন, ভেঙে যাচ্ছে ভাতের পাতিল, টুকরো হচ্ছে ভাঙা হৃদয়, মরে যাচ্ছে নিজেকে মানুষ ভাবা মন।'

'কিন্তু ওদের তো কোনো দোষ নেই? যারা এ জায়গা দখল করে ঘর বানিয়ে ভাড়া দিয়েছে, তাদের তো কিছু হচ্ছে না, তারা তো শাস্তি পাচ্ছে না।'

আমি খুব করুণ গলায় তোমাকে বললাম, 'আমি জানি না, এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই আমার।'

প্রহসন

রূপনগরের প্রধান সড়কের পাশে একটা মহিলা বসেন। প্লাস্টিকের হাঁড়ি-পাতিল বিক্রি করা মহিলাটি যখন হতাশ হয়ে বললেন, 'আইজ দোকানও করতে পারি নাই, ঘরে তাই চাইলও নাই।' অদ্ভুত দুঃখী দুঃখী গলায় বলা কথাটা শুনে থমকে দাঁড়াই আমরা। 'রাস্তায় দোকান করার জন্য যে পুলিশকে প্রতিদিন ১০ টাকা কইরা দিতাম, সে পুলিশই আমার জিনিসগুলা লাথি দিয়া ফালায়া দিছে।' মহিলাটি আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন, তুমি ঢাকো ওড়না দিয়ে। আর আমি তখন হাসি। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বেদনা আর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন—বস্তি ও হকার উচ্ছেদের ফলে লাখো হতদরিদ্র খেটে খাওয়া সাধারণ নারী-পুরুষ ও শিশু অতর্কিতে গৃহহীন-কর্মহীন হয়ে অবর্ণনীয় দুর্দশায়

www.MurchOna.com

পতিত হওয়ার জন্য। তিনি সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং রাজপথকে অবৈধ দখলদারমুক্ত করার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রাষ্ট্রে হতদরিদ্র অসহায় ছিন্নমূল নাগরিকদের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য।

কিছুটা রেগে গিয়ে তুমি বললে, 'হাসছ কেন?'

আমি তোমাকে পেপারে পড়া দেশনেত্রীর খবরটা দেখিয়ে বললাম, 'স্বাধীনতার পর যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি ক্ষমতায় থেকেছেন, কিন্তু কোনো কিছুই করেননি ওইসব বঞ্চিত মানুষের জন্য, হঠাৎ তার এই দরদ দেখে খুব হাসি পাচ্ছে আমার।'

এবং একদিন

মানুষ তার আশার সমান বড়, স্বপ্নের সমান উঁচু—কে যেন বলেছিলেন কথাটা। আশা আছে আমাদেরও, আছে স্বপ্নও। আমি প্রতিদিন একটা স্বপ্ন দেখি, প্রতিদিন। দেশের সমস্ত ভণ্ড রাজনীতিবিদের নামে-বেনামে যে সম্পদ রয়েছে, একদিন এ দেশের মেহনতি মানুষগুলো তা দখল করে নিচ্ছে; সেসব কপট দেশ ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্য দিবালোকে ন্যাংটো করে পেটাচ্ছে; তাদের শরীরের চর্বি দিয়ে বানাচ্ছে নতুন ধরনের মোমবাতি।

তারপর?

তারপর আমি আর তুমি সে বর্ণিল মোম জ্বালিয়ে একটা ক্যান্ডেল নাইট ডিনার করব। তার আগে করব প্রার্থনা—কোন সুদূরে আছ তুমি প্রভু, তুমি তো অন্ধ নও!

www.MurchOna.com

ভয়াবহ একটা সুসংবাদ আছে। আপনার বাড়ি যদি সিরাজগঞ্জ না হয়, তাহলে এ সুসংবাদটা শুনে ঈর্ষায় আপনার মরে যেতে ইচ্ছে করবে, আপনার বুকের বাঁ পাশে চিনচিন করে ব্যথা শুরু হবে, কিছুক্ষণের জন্য ঘোলাটে হয়ে যাবে দুটো চোখ, কোনো কিছুই আপনার আর ভালো লাগবে না, এমনকি হঠাৎ হঠাৎ আপনার ভেতর একটা আত্মবিধ্বংসী একটা চিন্তা উদয় হতে পারে—বিষ খাব, না ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব, না কোনো চলন্ত গাড়ির নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ব। অবশেষে আপনার মনে হবে—চারপাশে কেবল শূন্যতা আর শূন্যতা।

যাদের বাড়ি সিরাজগঞ্জ, সুসংবাদটা তাদের জন্য। আর এই সুসংবাদের জন্য সব সিরাজগঞ্জবাসী মিলে একটা মহাযজ্ঞ আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। পুরো পাঁচ হাজার গরু, তিন হাজার ছাগল, পনের হাজার মুরগি জবাই করা হবে সেদিন। যমুনার ইলিশ ছাড়াও ইয়া বড় বড় পাঙ্গাশ, চিতল, রুই মাছ তো আছেই। চলনবিল থেকে দেশের সেরা মাছ যেমন—কৈ, পাবদাও রাখা হবে।

সুগন্ধি ভাত রান্না করা হবে আট হাজার মণ চালের, কারও কারও জন্য বিরিয়ানি, কারও কারও জন্য কাচ্চি, কারও কারও জন্য খিচুড়িও রান্না করা হবে। সবজি থাকবে কয়েক পদের, ডালও থাকবে কয়েক রকমের। সালাদ তৈরি করা হবে রং দিয়ে পাকানো কোনো টমেটো দিয়ে নয়, একেবারে টাটকা টমেটো দিয়ে। আর যে জিনিসটা সবচেয়ে মজার হবে তা হচ্ছে—দই এবং মিষ্টি।

সিরাজগঞ্জের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত লাইটিং করা হবে, যদি বিদ্যুতের কোনো সমস্যা না থাকে, তাহলে সে আলোকসজ্জা দেখে চোখ

সিরাজগঞ্জবাসী,
অভিনন্দন আপনাদের!

www.MurchOna.com

ধাঁধিয়ে যাবে আপনার। আর একটা জিনিস অবাক করে দেবে আপনাকে, তা হলো ফুলের সমাহার। সারা সিরাজগঞ্জ সাজানো হবে বর্ণিল ফুল দিয়ে, তার মধ্যে আপনার প্রিয় ফুলটাও থাকবে।

আপনাদের নিমন্ত্রণ, দেশের সব জেলার সব মানুষকে নিমন্ত্রণ। প্লিজ, আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।

এখন একটা প্রশ্ন হলো—সিরাজগঞ্জে আপনি কীভাবে যাবেন?

আপনার বাসা যেখানেই হোক না কেন, আপনি চারটি স্থান থেকে সিরাজগঞ্জ যেতে পারেন। যদি আপনি ট্রেনে করে যেতে চান তাহলে আপনাকে কমলাপুর স্টেশনে যেতে হবে আগে। তারপর রাজশাহীগামী কোনো ট্রেনের টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, কখন সয়দাবাদ স্টেশনটা আসবে। কারণ সরাসরি সিরাজগঞ্জের কোনো ট্রেন নেই, রাজশাহীগামী ট্রেনে চড়ে এ স্টেশনটাতে নামতে হবে আপনাকে। তারপর রিকশা করে সোজা সিরাজগঞ্জ, এ রিকশার জন্য আপনার খরচ হবে মাত্র পনের টাকা।

আর যদি আপনি বাসে করে যেতে চান তাহলে গাবতলী বাসস্ট্যান্ড থেকে উত্তরবঙ্গের যেকোনো বাসে উঠলেই চলবে। এতে দুটো অসুবিধা আছে–এক, আপনি সিরাজগঞ্জ যাবেন, কিন্তু আপনার টিকিটের দাম নেবে বাসের শেষ স্টপেজের ভাড়াই, দুই, এখানেও আপনি সরাসরি সিরাজগঞ্জে যেতে পারবেন না, কড্ডা নামক এক জায়গায় নেমে তারপর টেম্পোতে যেতে হবে আপনাকে।

সবচেয়ে ভালো হয়, যদি আপনি মহাখালী কিংবা গুলিস্তানের বিআরটিসি বাসস্ট্যান্ড থেকে সিরাজগঞ্জগামী কোনো বাসে ওঠেন, সেটা আপনাকে সরাসরি সিরাজগঞ্জ নিয়ে যাবে।

আর যাদের নিজস্ব গাড়ি আছে; তারা আশুলিয়া হয়ে, টাঙ্গাইল ছুঁয়ে, যমুনা ব্রিজ পার হয়ে, আরও একটু এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে মোড় নিলেই হবে। ব্যস, পৌঁছে যাবেন সিরাজগঞ্জ।

সিরাজগঞ্জে পৌঁছেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে আপনি চলে যেতে পারেন উত্তরবঙ্গের কক্সবাজার বলে খ্যাত যমুনা নদীর ঘাটে, আপনার মন-নয়ন দুটোই ভরে যাবে। দেখতে পারেন আপনি পিলার ছাড়া একটা ব্রিজ, নাম ইলিয়ট ব্রিজ। ঘুরে আসতে পারেন অঙ্কের জাদুকর যাদব চক্রবর্তীর বাসা, কবি রজনীকান্ত সেনের বাসা, আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের বাসা। আরও অনেক কিছু আছে, যা এ মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না।

www.MurchOna.com

আপনি ভোজনপর্ব শেষ করবেন, তারপরই শুরু হবে মূল অনুষ্ঠান।

মঞ্চের সামনের আরামদায়ক চেয়ারগুলোর একটিতে বসে আছেন আপনি। একটু পর সামনে দিকে তাকাতেই দেখতে পাবেন—মঞ্চের পাশে মূর্তির মতো দেখতে বিশাল দুটো জিনিস কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। একটু পর কাপড় সরিয়ে দেওয়া হবে এবং জিনিস দুটো উদ্বোধন করা হবে।

অনেক আলোচনা, বক্তব্য, এটা-ওটা বলার পর প্রধান অতিথি সাহেব এগিয়ে গিয়ে জিনিস দুটো থেকে কাপড়টা সরিয়ে ফেললেন। আপনি অবাক হয়ে দেখলেন—দুটো মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। চোখ দুটো আরো বড় বড় করে আপনি তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবলেন—হঠাৎ আওয়ামী লীগের সাবেক টেলিফোন যোগাযোগমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এবং বিএনপির সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর মূর্তি স্থাপন করা কেন? আপনি ভাবছেন আর ভাবছেন। এরই মধ্যে প্রধান অতিথি সাহেব তাঁর আগের জায়গায় ফিরে এসে মাউথপিসটা হাতে নিয়ে বললেন, 'দেশে সম্প্রতি বেশ কয়েকজন দুর্নীতিবাজ ধরা পড়েছে, তাদের স্থান হয়েছে কারাগারে। সারা দেশের ভেতর এদিক থেকে সিরাজগঞ্জবাসী খুবই ভাগ্যবান। সিরাজগঞ্জ থেকে পরপর দুই সরকারের দুজন মন্ত্রীই দুর্নীতিবাজ হয়েছে, কারাগারে স্থান পেয়েছে। এমনটি দেশের আর কোনো জেলার ভাগ্যে ঘটেনি। আমাদের এ প্রাপ্তির জন্য আমাদের আজকের এ আনন্দ আয়োজন। দেশের এ দুই কৃতী দুর্নীতিবাজ সারাজীবন একে অন্য থেকে দূরে থাকলেও তারা এখন একসঙ্গে রয়েছে, একই ছাদের নিচে রয়েছে। তাদের সব কৃতিত্বের জন্য আমরা এ মূর্তি দুটি স্থাপন করেছি, এখন পাশাপাশি আছে বলে পাশাপাশি করেছি।'

আপনি খেয়াল করলেন—প্রধান অতিথি সাহেব হাসছেন। কিন্তু তার চোখ দিয়ে পানি ঝরছে–লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে। আপনি আরও খেয়াল করলেন—শুধু প্রধান অতিথি সাহেবই না, সমস্ত সিরাজগঞ্জবাসীর চোখ দিয়েই পানি ঝরছে। কাঁদতে কাঁদতে তাদের মুখে থুতু ফেলার জন্য মঞ্চ থেকে নেমে এলেন।

মনটা খারাপ হয়ে গেল আপনার। প্রিয় পাঠক, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আমাদের প্রিয় সিরাজগঞ্জে আমন্ত্রণ জানিয়ে মন খারাপ করে দেওয়ার জন্য। এবং লজ্জিতও—পরবর্তীতে এদেরই কাউকে ভোট দিতে হবে বলে, এদেরই কেউ একজন আমাদের অভিভাবক সেজে গলাবাজি করবেন বলে!

www.MurchOna.com

কিছুটা বিরক্ত হয়ে গাড়ির বাঁ পাশের উইন্ডশিল্ডটা তুলে দেয় তানিয়া। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকা বাতাস এসে মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দেয় তার। বেশ শীত, কিন্তু গাড়ির ভেতর কেমন একটা গুমোট গরম এসে ভর করেছে। উইন্ডশিল্ডটা তুলেই সে তাই গভীর একটা নিঃশ্বাস নেয়, বুকভরা সজীব নিঃশ্বাস!

দশ মাসের জায়মন মায়ের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটা হাসি দেয়। মন ভোলানো সে হাসি দেখে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে পাশে বসা স্বামীর দিকে তাকিয়ে তানিয়া বলে, 'জুয়েল, একটা কৌতুক শুনবে?'

বেশ নির্ভার হয়ে জুয়েল বলে, 'বলো।'

'বলো তো, নিজ স্ত্রী আর পরস্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য কী?'

গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল জুয়েল। ঝট করে সে তানিয়ার দিকে তাকায়। তানিয়া দেখে জুয়েলের চোখ দুটো লাল হয়ে যাচ্ছে, একটু একটু করে বড় হয়ে যাচ্ছে, ক্রোধ আর প্রতিহিংসা এসে ছায়া ফেলেছে সর্বত্র। জুয়েল রেগে গেছে।

তানিয়ার যখন সব আলো নিভে আসে

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'—জুয়েল সত্যি সত্যি রেগে গেছে।

তানিয়া খুব সহজভাবে হেসে বলে, 'তুমি রেগে যাচ্ছো কেন জুয়েল, আমি তো স্রেফ একটা কৌতুক বলছি।'

জুয়েল আগের মতোই ক্রোধ আর প্রতিহিংসার চোখে তাকিয়ে বলে, 'কিসের কৌতুক?'

www.MurchOna.com

তানিয়া একটু শব্দ করে হেসে বলে, 'কৌতুকটা হচ্ছে—নিজ স্ত্রীকে অন্যেরা পছন্দ করে, পরস্ত্রীকে পছন্দ করে... ।' কথাটা শেষ করে না তানিয়া। খুব করুণ চোখে সে একবার জুয়েলের দিকে তাকিয়ে বাইরে চোখ ফেরায়। চোখ দুটো অকারণে ভিজে ওঠে ওর। আঁচল দিয়ে খুব নীরবে চোখ মুছে তানিয়া আবার জুয়েলের দিকে তাকায়—'একটা ঘটনা শুনেছ তুমি?'

জুয়েল বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকেই বলে, 'কী?'

'ফুলোরা নামে ষোল বছরের একটা মেয়েকে সিরাজগঞ্জে ধর্ষণ করেছে দুটো ছেলে।'

'এ তো প্রতিদিনই হয়।'

'তাকে না আবার মেরেও ফেলেছে তারা।'

'ধর্ষণের পর সাধারণত এরকমই করে তারা।'—জুয়েল কিছুটা রূঢ় স্বরে বলে।

'তুমি কি জানো, তারপর ফুলোরাকে কী করেছে তারা? মাটির নিচে পুঁতে রেখেছে। ইন্টারেস্টিং না?' তানিয়া মুচকি হেসে বলে, 'তোমাকে আরেকটা ঘটনা বলি। এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়ে স্ত্রী সাবিনা মারা যাওয়ার পর স্বামী খায়রুল ইসলাম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে, শুক্রবার রাতে আমাদের বাসর রাত ছিল। রাত দুইটার দিকে সাবিনা চিৎকার করে ওঠে। আমি দেখি ঘরের দরজা খোলা, ঘরে সিঁদকাটা। সাবিনার পরনে থাকা বিয়ের নতুন শাড়িতে এসিড লেগে তার সারা শরীর ঝলসে গেছে। তারপর... ।—খায়রুল আর কথা বলতে পারে না।'

'কোথায় ঘটেছে ঘটনাটা?'

'কিশোরগঞ্জের দিবরপল্লা গ্রামে।' তানিয়া একটু থেমে বলে, 'তুমি কি জানো—কে সাবিনাকে এসিড মেরেছ?'

জুয়েল অস্ফুট স্বরে বলে, 'কে?'

'সাবিনার স্বামী নিজেই। অন্যের স্ত্রীকে ভালোবাসত বলে নিজ স্ত্রীর আর কোনো ভালোবাসা ছিল না খায়রুলের, তাই তো... ।'—তানিয়ার চোখ দুটো আবার ভিজে ওঠে। সে ভেজা চোখ নিয়েই তানিয়া বলে, 'এবার বলো তো দেখি, কে বেশি ভাগ্যবান—ফুলোরা, সাবিনা, না আমি?'

কুয়াকাটায় এসে সমুদ্র দর্শন করতে করতে রাত হয়ে যায় তানিয়াদের। হোটেলে ফেরার জন্য সে তাড়া দিচ্ছিল। কিন্তু তানিয়া জানত না, সে আর

www.MurchOna.com

কোনো দিন হোটেলে ফিরতে পারবে না, কোথাও না, কোনোদিনই না। তার স্বামী অদ্ভুত একটা নাটকের দৃশ্য সাজিয়ে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে তাকে। কারণ, জুয়েলও ভালোবাসত অন্য একটা মেয়েকে, তার খালাতো বোনকে!

মরে যেতে যেতে তানিয়া খুব করুণ চোখে তার স্বামীর দিকে তাকায়। তারপর ম্লান হেসে বলে, 'তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কে বেশি ভাগ্যবান। এখন মনে হচ্ছে ফুলোরা, সাবিনার মতো আমিও ভাগ্যবান। প্রতিদিন একটু একটু করে মরে যাওয়ার চেয়ে এই...এই একেবারে মরে যাওয়াই কি ভালো না? তুমি বলো—ভালো না?'

মাটির সঙ্গে মাথাটা ঠেকিয়ে দেয় তানিয়া। তার গভীর নিঃশ্বাসে কতগুলো ঘাস কেঁপে ওঠে, তারপর সে নিজেও কেঁপে উঠে বলে, 'জায়মনকে আমার একটু কোলে দেবে?' না, তানিয়া আর ছেলেকে স্পর্শ করতে পারে না। তার আগেই তার পুরো শরীরটা স্পর্শ করে ফেলে মাটিতে বিছানো ঘাস, ঘাসফুল!

প্রিয় পাঠক, এবার বলুন তো নিচের কোন ব্যাপারটি ঘটবে?

ক. জুয়েল সবকিছু ম্যানেজ করে ফেলবে অনায়াসেই, তারপর আরেকটা বিয়ে করবে সে?

খ. জুয়েলের ফাঁসি হবে কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড?

গ. না, এ ঘটনার তদন্তের ফাইলের কাগজগুলোর পাওয়া যাবে কোনো মুদিখানার দোকানে?

আমি জানি, সত্যি জানি—ওপরের ব্যাপারটা ফয়সালা হওয়ার আগেই এরকম আরও অনেক ঘটনা জেনে যাবেন। কারণ, প্রতিদিন এরকম অনেক তানিয়া মারা যায়, একটু একটু করে—মননে, আত্মায়, শরীরে!

www.MurchOna.com

প্রশ্নটা তেমন জটিল নয়, খুবই সহজ। আপনাকে যদি বলা হয় কে বেশি সুখী—অন্যের জিনিস না বলে নেয় যে সেই চোর, না চোর যাকে দেখে ভয় পায় সেই পুলিশ? পরীক্ষায় সহজ প্রশ্ন আসার মতো আকর্ণ হাসি হেসে আপনি নির্দ্বিধায় বলবেন, 'অবশ্যই পুলিশ।' মাফ করবেন, আপনার উত্তরটি ভুল হয়েছে। সঠিক উত্তরটি হচ্ছে–চোর। কোরিয়ান ইনস্টিটিউট অব ক্রিমিনাল জাস্টিস পরিচালিত এক জরিপ থেকে এটাই জানা গেছে। এ থেকে আরও জানা গেছে—চোরদের আয়-ইনকামও পুলিশের চেয়ে বেশি।

কিছুটা অবিশ্বাস্য চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আগের মতোই আকর্ণ হাসি হেসে আপনি বলবেন, 'আরে তাই তো! ইদানীং যেসব টিন চোর, ত্রাণ চোর, দুর্নীতিবাজ চোর ধরা পড়ছে, তারা তো পুলিশের চেয়েও সুখী এবং সত্যি সত্যি তাদের ইনকাম পুলিশের চেয়েও বেশি!'

দুজন টিন চোরকে ধোলাই দিয়েছে সিরাজগঞ্জের নেওয়ারগাছা গ্রামের লোকজন, পাঁচটি টিন চুরির দায়ে তাদের পুলিশের হাতেও তুলে দেওয়া হয়েছে। এবার আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করি—মাত্র পাঁচটি টিনের জন্য যদি কাউকে গণধোলাই দেওয়া হয়, তাহলে গরিবের প্রাপ্য টিন চুরি করে যারা নিজেদের ঘর বানায়, মাটিতে লুকিয়ে রাখে, পুকুরের পানিতে চুবিয়ে রাখে, তাদের কী শাস্তি হওয়া উচিত? নিচের যেকোনো একটাতে টিকচিহ্ন দিন–

ক. প্রচণ্ড রোদে টিন গরম করে তাদের বস্ত্রহীন করে সেখানে শুইয়ে থাকতে হবে টানা সাত দিন

এক ব্যাগ প্রশ্ন!

www.MurchOna.com

খ. প্রতিদিন একটি করে টিন কামড়ে কামড়ে খেয়ে ফেলতে হবে তাদের কোনো রকম আপত্তি ছাড়াই
গ. চুরি করা টিনগুলো মাথায় নিয়ে পদব্রজে সারা দেশ ঘুরতে হবে তাদের আর বলতে হবে—আমি টিন চোর।

দুজন চোর ধরা পড়েছে আপনাদের গ্রামে এবং পাশাপাশি বেঁধে রাখা হয়েছে তাদের। কৌতূহলবশত আপনি গিয়ে দেখলেন, চোরদের একজন পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এবং মাথায় টুপিও আছে তার, আরেকজন সাধারণ পোশাক পরা। এবারের প্রশ্নটা হচ্ছে—আপনি কার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবেন? আমি জানি এ প্রশ্নের উত্তরটা।

আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই বলতে বলতে যারা মুখে ফেনা তুলে ফেলেছেন, তাদেরই একজন জামায়াতদলীয় সাংসদ নীলফামারী-৩ আসনের মিজানুর রহমান চৌধুরীকে ত্রাণের টিন আত্মসাতের মামলায় জেলহাজতে নিয়েছে পুলিশ, সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার জামায়াতে ইসলামীর আমির ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুস সাত্তারের বাড়ি থেকেও ত্রাণের টিন উদ্ধার করা হয়েছে, তাকেসহ আরও দুজন জামায়াত নেতা-কর্মীকেও আটক করছে পুলিশ টিন আত্মসাতের অভিযোগে। কী, এবার বলুন তো—সৎ লোক কাকে বলে?

'টিন-কম্বল চোরদের সঙ্গে আওয়ামী লীগকে এক পাল্লায় মাপবেন না।' কথাটা বলেছেন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা। ঠিক আছে, উনি যখন বলেছেন, আমরা এ ছোটখাটো জিনিস চুরি করা লোকদের সঙ্গে আওয়ামী লীগকে এক পাল্লায় মাপব না। কিন্তু যারা কাউকে একটা মনোনয়ন দিয়ে একটা দামি গাড়ি পেয়ে যায় তাদের কোন পাল্লায় মাপব? প্রিয় পাঠক, আপনাদের জন্য এটাও একটা প্রশ্ন?

বেশ কয়েক দিন আগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান। কেন হয়েছিলেন জানেন? সামান্য পায়ের ব্যথা থেকে অসুস্থ হয়েছিলেন। বুড়ো হয়ে যাওয়া শরীর তো! আপনারা এবার আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন—পায়ে ব্যথা পেয়েছিলেন কেন তিনি?

ঠিকদার নুরুজ্জামান সাহেব একদিন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে আর সবার সঙ্গে সাইফুর রহমানের পা ছুঁয়ে সালাম করতে গেলেই তিনি লাথি মেরে তাকে সরিয়ে দেন। তারপর বলেন, বাস্টার্ড, তুই আমার ছেলের বদনাম রটাচ্ছিস।

www.MurchOna.com

আমার ছেলে যেভাবে বলে সেভাবে কাজ করবি। নুরুজ্জামান সঙ্গে সঙ্গে বলে, স্যার, আমার কাছে বেশি টাকা নেই, ৫০ লাখ আছে, তা দিয়ে দেব। আরো খেপে যান সাইফুর রহমান, কারণ তাঁর ছেলে চেয়েছেন ২ কোটি টাকা মাত্র! কী, আপনার কি এখন একটু কষ্ট কষ্ট লাগছে—কেন আপনার এ রকম একটা ক্ষমতাবান বাবা নেই! স্যরি, আপনার এই কষ্টের জন্য। তবে আপনাকে আরও একটু জানিয়ে রাখি—কয়েক কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাইফুর রহমানের গুণধর (!) ছেলে নাসের রহমানকে আটক করেছে পুলিশ। এবার বলুন তো—নুরুজ্জামান কি বাস্টার্ড, না অন্য কেউ...?

খুব মন খারাপ হয়ে গেল আপনাদের? সরি, যদি তা হয়ে থাকে।

নিউইয়র্কে ওসমান চৌধুরী নামে এক প্রবাসী এক যাত্রীকে তাঁর ট্যাক্সিতে উঠিয়ে ৩৫ স্ট্রিটে পৌঁছে দেন। কিন্তু যাত্রীটি নেমে যাওয়ার সময় রেখে যান ছোট একটা ব্যাগ, যার মধ্যে ছিল ৩১টি হীরের আংটি। অনেক কষ্ট করে যাত্রীটি ঠিকানা বের করে আংটিসহ ব্যাগটি যাত্রীকে ফেরত দেন ওসমান সাহেব। ট্যাক্সিযাত্রী বিস্ময় আর আনন্দে কেঁদে ফেলেন।

মানিব্যাগটি হারিয়ে তা পাওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মোখলেসুর রহমান। কারণ তাঁর ব্যাগে ছিল ৩২ হাজার ৩৪২ টাকা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই মানিব্যাগটি ফেরত পেয়ে যান তিনি পুরো টাকাসহ। আর মানিব্যাগটি কুড়িয়ে পেয়ে ফেরত দিয়েছেন রিকশাচালক মো. বিল্লাল হোসেন খাঁ।

আপনারা বিশ্বাস করুন অথবা না করুন—আমাদের অধিকাংশ মানুষ ভালো। তাদের শুদ্ধ আত্মা আছে, পবিত্র হৃদয় আছে, নির্ভেজাল মন আছে। কেবল গডফাদার, ত্রাণ আত্মসাৎ করা একজন রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু আদালতে আত্মসমর্পণ করার পর নাটোর স্টেশনবাজারে মিষ্টি বিতরণ না, আমি এও বিশ্বাস করি—একদিন এই শুদ্ধ আত্মারা ভেসে বেড়াবে আমাদের সমস্ত দেশে, পবিত্র হৃদয়গুলো গাইবে বিজয়ের গান, আর নির্ভেজাল মনগুলো ফোটাবে ফুল। দেশের সমস্ত দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসীদের পাঁজরের হাড় আর করোটি ভেদ করা সে বর্ণিল ফুল দেখতে দেখতে আমরা কান্নার আনন্দ-জলে সমস্ত দেশে ধুয়ে দেব, তারপর টুক করে মরে মরে যাব শান্তির পরশে, হাসতে হাসতে। প্লিজ, দেখে নিয়েন!

www.MurchOna.com

কাচের ডাইনিং টেবিলটার ওপরে যে কেকটা রাখা আছে, সেটা একটা জন্মদিনের কেক। জারীফের আজ জন্মদিন, তার বাবা মুরাদ সাহেব ছেলের জন্য কেকটা এনে প্রথমেই বললেন, 'কেকটা কেমন হয়েছে, বলো তো।'

জারীফ খুব মনোযোগ দিয়ে কেকটার দিকে তাকাল, তারপর খুব ম্লান স্বরে বলল, 'ভালো।'

মুরাদ সাহেব কিছুটা কপাল কুঁচকে বললেন, 'তোমার পছন্দ হয়নি কেকটা?'

'হয়েছে।' আগের মতোই ম্লান স্বরে কথাটা বলে কেক থেকে চোখ সরিয়ে বাবার দিকে সরাসরি তাকিয়ে জারীফ বলল, 'কেকের মাঝখানে লাল টকটকে চেরি ফলটা আম্মুর কপালের টিপের মতো মনে হচ্ছে; ছড়িয়ে থাকা চকলেটের আবরণটা মনে হচ্ছে আপু অনেক যত্ন করে, অনেক সময় নিয়ে সারা মুখ মেকাপ করেছে; আর সমস্ত কেকটাই মনে হচ্ছে একটা গুপ্তধনের কৌটা কিংবা বোমা লুকিয়ে রাখা সন্দেহের একটা প্যাকেট, আসলে আমরা জানি না, সে কৌটা কিংবা প্যাকেটে কী আছে।'

মুরাদ সাহেব একটু শব্দ করে হাসলেন। তার ছেলেটা এমনি খুব ভালো ছাত্র, বুদ্ধিমানও বটে, কথাও বলে বেশ চমৎকার করে। মুরাদ সাহেব আরও একটু শব্দ করে হেসে বললেন, 'তারপর?'

'তারপর হচ্ছে, কেকটা কাটতে হবে।'

'তো?'

'কেকটা আমি কাটতে চাইছি না, বাবা'— বেশ অনীহা নিয়ে কথাটা বলল জারীফ।

জন্মদিনের কেক!

www.MurchOna.com

সঙ্গে সঙ্গে মুরাদ সাহেব চমকে উঠে বললেন, 'কেন?'

'সেটা বলতে পারব না বাবা।'

'কেকটা তোমার জন্য আনা হয়েছে, মানে তোমার জন্মদিন উপলক্ষে আনা হয়েছে, সেটা যদি তুমি না কাট, তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয়ে যাবে না?'

'তা হবে'—জারীফ একটু থেমে বলে, 'তবু কেকটা আমি কাটতে চাইছি না।'

মুরাদ সাহেব এবার একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কেন?'

'কেন?' জারীফ ওর বাবার একটা হাত ধরে বলল, 'তার আগে বাবা, বলো তো, এই ঢাকা শহরে মোট কতজন মানুষ বাস করে?'

'এক কোটির মতো তো হবে।'

'এই এক কোটির মধ্যে মোট কতজন মানুষ প্রতিদিন ডিম খায়?'

'দশ লাখের মতো তো হবেই।'

'মানে প্রতিদিন দশ লাখ ডিম খাওয়া হয়।'

'হ্যাঁ।'

'এর মধ্যে ৫০ হাজার ডিম একটু অন্য রকম, বাবা।'

'অন্য রকম মানে?'

জারীফ একটু হেসে বলে, 'প্রতিদিন আমরা কোন জিনিসগুলো একটু বেশি খাই, বলো তো?'

'সকালে পাউরুটি, ডিম, একটু পর চায়ের সঙ্গে বিস্কুট, কখনো কেকও খাওয়া হয়।'

'আচ্ছা, এসব খাবারের সঙ্গে তোমাকে যদি একটা পচা ডিম দেওয়া হয়, তাহলে কি তুমি সে পচা ডিমটা খাবে?'

'ছি, এটা কী বলছ তুমি?'

'তোমাকে আমি বলেছি—পচা ডিমটা তুমি খাবে কি না?' জারীফ চোখ দুটো কিছুটা বড় বড় করে বলে।

'প্রশ্নই আসে না'—মুরাদ সাহেব আগের চেয়ে শব্দ করে বলেন।

'কিন্তু তুমি তো তা খাচ্ছ, বাবা।'

'কীভাবে?'

জারীফ ওর হাতে রাখা সেদিনের পত্রিকাটা মুরাদ সাহেবের হাতে দিয়ে

www.MurchOna.com

বলে, 'পেপারটা পড়ো তো, বাবা?'

পেপারটা হাতে নিয়ে মুরাদ সাহেব বললেন, 'কোন জায়গাটা পড়ব?'

'এই যে, এই জায়গাটা'—জারীফ হাত দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিল।

মুরাদ সাহেব মনোযোগ দিয়ে ওই লেখাটা পড়তে লাগলেন—

সপ্তাহে আড়াই থেকে তিন লাখ পচা ডিম বিভিন্ন বেকারিতে সরবরাহ করছে একটি চক্র। এরপর সেগুলো পাউরুটি, কেক, বিস্কুটসহ বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে মিশে ফিরে আসছে খাবার টেবিলে, সেখান থেকে মানুষের পেটে। পচা ডিম হলো সাধারণত সেই ডিম, যে ডিমগুলো বাচ্চা ফোটানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সেগুলো থেকে বাচ্চা ফোটে না এবং ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যায়, পচে যায়।

চোখ দুটো বড় বড় করে ফেললেন মুরাদ সাহেব। কিন্তু চোখ দুটো আরও বড় হয়ে ফেটে যাওয়ার আগেই দেখলেন তার স্ত্রী এবং ছোট ছেলে ও মেয়েটা এ ঘরে ঢুকছে। স্ত্রী পাউরুটির একটা টুকরো কামড়াচ্ছে, ছোট ছেলেটা একটা কেক খাচ্ছে আর ছোট মেয়েটা বিস্কুট চিবাচ্ছে।

মুরাদ সাহেব আগের মতোই চোখ বড় বড় করে বললেন, 'তোমরা এসব কী খাচ্ছ?'

ছোট ছেলেটা অবাক হয়ে বলল, 'কেন, কেক খাচ্ছি।' ছোট মেয়েটা বলল, 'আমি বিস্কুট খাচ্ছি।' স্ত্রী হাসতে হাসতে বললেন, 'আর আমি খাচ্ছি পাউরুটি। এবারের জিনিসগুলো এত্তো মজার, একটু খেয়ে দেখো-না!' মুরাদ সাহেবের দিকে এগিয়ে এলেন তার স্ত্রী। আর জারীফের দিকে এগিয়ে এল তার ছোট বোন ও ছোট ভাইটি। ওরা জারীফের মুখের দিকে এগিয়ে আনছে কেক আর বিস্কুট।

মুরাদ সাহেব আর জারীফ দেখতে পেল—ওদের হাতে পাউরুটি, বিস্কুট আর কেক না। অবিকল ডিমের মতো কী যেন, ঠিক সাদা না, ঘোলাটে। সঙ্গে সঙ্গে দুজন একসঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল এবং অজ্ঞান হয়ে গেল দুজনই।

www.MurchOna.com

থমকে গেলাম আমরা। না, কোনো দুর্নীতিবাজকে পশ্চাদ্দেশে লাথি মেরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এটা দেখে নয়, কোনো সাংসদের ঘরের চাল থেকে ত্রাণের টিন খুলছে এটা দেখেও নয়—চুপি চুপি রাস্তার পাশে বেওয়ারিশ লাশের মতো ফেলে রাখা কোনো দামি গাড়ি দেখেও নয়, আমরা থমকে গেলাম দুটো কুকুরের ঝগড়া দেখে। খুব চমৎকারভাবে ঝগড়া করছে কুকুর দুটো। একটা কুকুর আরেকটা কুকুরকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় অনেক দূর, একটু পর সেটা আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে এটাকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে আগের জায়গায়। এভাবেই অনেকক্ষণ।

ঝগড়ার কারণটা আমরা একটু পরেই বুঝতে পারলাম। রূপনগরের শিয়ালবাড়ি এলাকায় একেবারে রাস্তার ওপরে রাখা যে বড় দুটো খোলা ডাস্টবিন আছে, যে ডাস্টবিন থেকে 'যেমন খুশি তেমন ইচ্ছে'র মতো দুর্গন্ধ বের হয়, যে ডাস্টবিন দুটো ময়লায় উপচে পড়ার পরও সিটি করপোরেশনের গাড়ি এসে তা নিয়ে যায় না, সে দুটো ডাস্টবিন নিজের দখলে রাখার জন্যই ঝগড়া করছে কুকুর দুটো।

হে নির্লজ্জগণ!

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, বঙ্গবীর, কৃষক-শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি কাদের সিদ্দিকী ২১ একর ৯ শতাংশ সরকারি জমি দখল করে রেখেছিলেন গত চার বছর। এখানে তাঁর খামারবাড়িতে তিনি নানা ফুল-ফলের গাছ লাগিয়েছিলেন, জমি চাষ করে কয়েক শ মণ ধান ফলিয়েছিলেন, তিনটি পুকুর কেটে কয়েক লাখ টাকার মাছ বিক্রি করেছিলেন। এই পুকুরগুলো আবার খনন করেছিলেন টেস্ট রিলিফ ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য

www.MurchOna.com

কর্মসূচির গম বরাদ্দ নিয়ে। আর শুধু এই খামারবাড়িতে যাতায়াতের সুবিধার্থে জেলা পরিষদ থেকে বরাদ্দ এনে স্থাপন করেছিলেন দু দুটো সেতু।

ময়লায় ভরে থাকা সরকারি ডাস্টবিন দখল করে একটা কুকুর, আর সরকারি জমি দখল করেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। 'কে উত্তম—কাহারে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ সালাম।'

গণতন্ত্রের মানসকন্যা, ভাষাকন্যা, ধানকন্যা, ডক্টরেট কন্যা, ড. শেখ হাসিনা কদিন আগে যুক্তরাষ্ট্র তথা বিদেশে যাওয়ার আগে বলেছেন, 'ক্ষমতায় গেলে এ সরকারের সব কাজের বৈধতা দেব।' পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিলেন ড. হাসিনা। তিনি তাঁর আগের সরকারের সব অপকর্মকেই বৈধতা দিয়েছিলেন, তাঁর নিজের জনেরাও যেন অপকর্ম করতে পারেন। সুতরাং তিনি বৈধতার কথা বলতেই পারেন।

দ্য ইকোনমিস্ট পত্রিকার রিপোর্টে একটা গুজবের কথা লেখা ছিল—বেগম জিয়া তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে দেশের বাইরে তথা বিদেশে যাওয়ার জন্য সমঝোতার চেষ্টা করেছেন।

সরকারি খরচে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেলে সবাই বিদেশে যায়, ক্ষমতায় থাকাকালে আমাদের এ মহা (!) দুই নেত্রীও গিয়েছেন। কেবল বিদেশে যান না ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, নিজেকে এসব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে ভালোবাসেন তিনি। বিদেশে যেতে পছন্দ করেন না রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামও। 'কে বেশি দেশপ্রেমিক—শুদ্ধ আত্মা তুমি, লোভী ভ্রূণ তুমি!'

গরু চুরির পর তা জবাই করে এর মাংস বিক্রি করত কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার সুনু কসাই। সম্প্রতি তাকে আটক করা হয়েছে। তারপর স্থানীয় থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নূরুজ্জামান বলেছেন, 'সুনু কসাই বহুদিন ধরে চোরাই গরুর মাংস বিক্রি করে আসছিল।' বহুদিন ধরে চোরাই গরুর মাংস বিক্রি করে আসছিল সুনু কসাই আর উক্ত থানায় দুই বছর ধরে দায়িত্বে ছিলেন এসআই নূরুজ্জামান সাহেব। এখন কথা হচ্ছে—তিনি যেহেতু জানেন, বহুদিন ধরে জানেন এ অপকর্মটি করে আসছে সুনু কসাই, তবে এ দুই বছর তিনি তাকে গ্রেপ্তার করেননি কেন? 'তাহলে কি তুমিও মশাই—ভাগ পেয়েছ কড়ায় গণ্ডায়!'

সকালে গোসল করে, মুরব্বিদের সালাম করে দোয়া চেয়েছিল রিনা। দাদি

www.MurchOna.com

ভিক্ষার টাকায় নাতনির জন্য আধা কেজি গরুর দুধ এনেছিলেন। কারণ আজ রিনার দাখিল পরীক্ষা। দাদি মুখে দুধ তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'বইন, বালা কইরা পরীক্ষা দিস।' এ সময় মাদ্রাসার তিন শিক্ষক বাড়িতে এসে জানিয়েছিলেন, 'রিনা, তুমি এ বছর পরীক্ষা দিতে পারবে না। কারণ মাদ্রাসা বোর্ডের একটা ভুলের কারণে তোমার প্রবেশপত্র আসেনি।' ভুলটা মাদ্রাসা বোর্ডের না, ভুল মাদ্রাসা সুপার মো. আ. রশিদের। রিনার অসুস্থ বাবা ঠিকমতো কাজ করতে না পারায় তিন বেলা তাদের খাবার জুটত না বটে, তবে পরীক্ষার ফরম পূরণ করার জন্য মাদ্রাসা সুপারের কাছে ঠিকই এক হাজার ৪০০ টাকা জমা দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সুপার সাহেব সে টাকা বোর্ডে জমা দেননি, তাই রিনার প্রবেশপত্রও আসেনি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের মতো দুর্নীতি করেছেন মাদ্রাসার এই সুপার। 'তবে কি শুদ্ধতার স্পর্শ নেই কোথাও—জ্ঞানপাপী হয়েছ তুমিও পিশাচ!'

তারেক রহমান, মোহাম্মদ নাসিম, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, মির্জা আব্বাস, সালমান এফ রহমান, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা—দুর্নীতি, প্রকারান্তে চুরির দায়ে তাদের জেলে ভরা হয়েছে। প্রকাশ্যে এখন সবাই তাদের চোর বলে, ডাকাত বলে, রাক্ষস বলে, দুর্নীতিবাজ বলে আরও কত কী বলে! তারা ব্যাপারটা জানে এবং জেনেই তারা হাসে, আনন্দ করে, ফুর্তি করে, শপিং করে, কখনো কখনো আবার নাচেও।

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীর কৃষক হরিশ চন্দ্র প্রতিবেশী যোগেন্দ্র চন্দ্র করের এক বস্তা সার নিজের জমিতে ব্যবহার করেন। পরে তিনি ওই সারের মূল্যও পরিশোধ করতে চান। কিন্তু সারের এই অভাবের সময়ে সে টাকা না নিয়ে যোগেন্দ্র চন্দ্র কর সালিস দেন সদর ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে। গত বুধবার বিচার বসার কথা। তার আগেই ৬৫ বছরের বৃদ্ধ হরিশ চন্দ্র আত্মহত্যা করেন বিষপানে!

'এক বস্তা সারের জন্যে মাইনসে চোর কইবে, এ কথা সহ্য করবের না পায়া স্বামী মোর দুনিয়া ছাড়ি গেইল।' হরিশ চন্দ্রের স্ত্রী ময়না রানী কাঁদতে কাঁদতে এ কথাটা বলেন। ময়না রানী কাঁদছেন, কিন্তু চোখে তাঁর জল নেই। পঁচিশ বছর ধরে অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ আর সংসার করে কাঁদতে কাঁদতে শুকিয়ে গেছে চোখের জল! 'হে নির্লজ্জগণ—আর কতটুকু লজ্জা হলে মানুষ হবে তুমি!'

www.MurchOna.com

গল্পের শুরু

রাশিদা এনামের দাবি আপনারা না মানলেও আমরা যারা তাঁর প্রতিবেশী তাঁরা দাবি পুরোপুরিই মানি। রাশিদা এনাম দাবি করেন—তিনি নিজে একজন সৎ মানুষ। তাঁর এ দাবি করার পেছনে অনেক যুক্তি থাকলেও সবচেয়ে বড় যে যুক্তিটি হলো তাঁর পঞ্চাশোর্ধ্ব জীবনে তিনি কখনো কোনো অন্যায় করেননি, অন্তত আমরা দেখিনি। তিনি এ যুক্তির সঙ্গে আরো কিছু যোগ করে বলেন, যাকে তিনি অন্যায় করতে দেখেছেন তার বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছেন অবলীলায় এবং সেই অন্যায় থেকে বিরত না করা পর্যন্ত তিনি লড়ে গেছেন সে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে, কখনো অনেকের সঙ্গে, কখনো একা একাই। খুব ট্র্যাজেডি ধরনের সংবাদ হচ্ছে—এই প্রথম তিনি তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন, তবে তিনি একা না, তাঁর সঙ্গে আছেন আরও বেশ কয়েকজন মহিলা। তাঁরাও তাঁদের স্বামীর যুগপৎ আন্দোলনে নেমেছেন। এ আন্দোলনে নামার বিরাট একটা কারণ আছে, ভয়ঙ্কর সে কারণ।

টেলিফোনটা কোলের ওপর নিয়ে রাশিদা এনাম ফোন করলেন মিসেস সুফিয়া খানমকে, 'ভাবি, আমি কিন্তু আমার রান্না-বান্না সব বন্ধ করে দিয়েছি। আপনি?'

গলার স্বরটা বেশ রূঢ় করে মিসেস সুফিয়া খানম বললেন, 'আমিও রান্না-বান্না বন্ধ করে দিয়েছি। আজ থেকে বাসায় খাওয়া-দাওয়া একদম বন্ধ। তার সঙ্গে আমি আরও কাজ করেছি, ভাবি।

এমন যদি হতো!

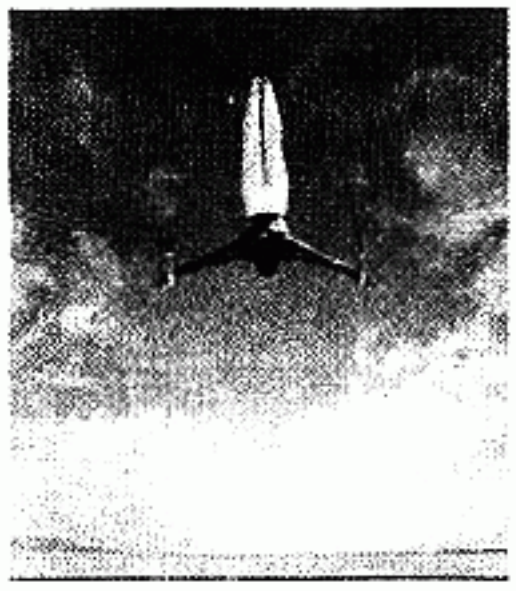

www.MurchOna.com

'কী?' বেশ উৎসাহী হয়ে রাশিয়া এনাম বললেন।

'সব ঘরে তালা লাগিয়ে কেবল একটা ঘর খোলা রেখেছি, যেখানে আমি থাকব। ছেলেমেয়েদের ঘরও বন্ধ করে দিয়েছি। ওদের বলেছি, ওরা যদি আমার সঙ্গে আন্দোলনে না নামে তাহলে ওদের খাবারও বন্ধ, ঘরে ঢোকাও বন্ধ।'

'এখন কী বুঝছেন?'

'কী আর বুঝব, আপনার ভাই তো এতক্ষণ ঝিম মেরে বসে ছিল।'

'অফিসে যায়নি?'

'জানি না। একটু আগে বাসা থেকে বের হলো। অফিসের ড্রেস তো ঘরে আটকিয়ে রেখেছি, বাসায় পরা ড্রেসেই বের হয়ে গেছে।'

রাশিদা এনাম একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আপনার ভাইকে তো আমি এতক্ষণ আটকে রেখেছিলাম। ইচ্ছে ছিল হাত-পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব। কিন্তু অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর ছেড়ে দিয়েছি। কিছুক্ষণ আগে বাইরে গেছে।'

'আচ্ছা ভাবি, আমাদের এ আন্দোলন কতদিন পর্যন্ত চলবে।' মিসেস সুফিয়া খানম বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন।

'যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের চরিত্র না বদলাবে। আমি টেরই পাইনি আমার স্বামী এতদিন ঘুষের টাকায় সংসার চালিয়েছে। আমি তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম সংসার চালানোর এত টাকা সে কই পায়? সে কী বলেছিল জানেন? চাকরির পাশাপাশি সে নাকি কী একটা ব্যবসা করে।'

'দেশে যেভাবে দুর্নীতিবাজদের লিস্ট হচ্ছে, সেখানে আমাদের স্বামীদের নাম থাকা অস্বাভাবিক কিছু না। কদিন ধরে ঘুষ খাওয়া-খাওয়ি একটু কম হচ্ছে, আর তাদের মেজাজ যাচ্ছে চড়ে। জানেন ভাবি, কাল টোটনের এক বন্ধুর মা আড়ালে আমাকে ঘুষখোরের স্ত্রী বলেছে। কী লজ্জা!

গল্পের শেষ

গৃহবধু মহিতন নেছাকে কারণে-অকারণে প্রায়ই মারধর করতেন রিকশাভ্যানচালক স্বামী আ. কাদের। একদিন স্বামীর অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে কামড় দিয়ে স্বামীর কান ছিঁড়ে ফেলেন তিনি। তারপর দুঃখভারাক্রান্ত গলায় বলেন, 'আরে ভাই, কত সহ্য করব? নিত্যিদিন পিটায়

www.MurchOna.com

মিনষে। সংসার করতি গেলি তো একটু এদিক-ওদিক হবিই। জানে কুলেবের না পারে কামড়া করে ফালাইছি।'

না, পাবনার চাটমোহর উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের সাহাপুর গ্রামের মহিতন নেছার মতো স্বামীর কান কামড়ে দেওয়ার পর আক্ষেপ করে বলার দরকার নেই, 'আরে ভাই, কত সহ্য করব। প্রতিদিন ঘুষ খেয়ে চাল-ডাল কিনে আনে। এসব ঘুষের টাকার জিনিসপত্র রাঁধতে ঘেন্না করে। সংসার করতে হলে অনেক কিছুই করতে হয়, তাই বলে ঘুষ খাওয়া! শেষে কোনো কিছুতেই কিছু না করতে পেরে সবকিছু বন্ধ করে দিয়েছি।'

বরং স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব আদর করে ফিসফিসিয়ে বলুন, 'ওগো, তুমি ঘুষ খাও। এতে দেশের ক্ষতি হয়, সমাজের ক্ষতি হয়, আমাদের ক্ষতি হয়। তুমি প্রতিদিন ঘুষ খেতে খেতে জানোয়ারের মতো হয়ে যাচ্ছো, ছেলেমেয়েগুলো হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত নষ্ট। নষ্ট ছেলেমেয়েদের মা, আর জানোয়ারে রূপান্তরিত হওয়া কোনো মানুষের স্ত্রী হওয়া যে কী কষ্টের, যদি জানতে!'

বিশ্বাস করুন অথবা না করুন—আপনার স্বামী যদি দুটো হাত, দুটো চোখ, একটি মাথার মানুষ হয়, তার যদি নূন্যতম মনুষ্যত্ব থাকে, মানবতা ছোঁয়া থাকে অস্তিত্বে, সে আর কখনো ঘুষ খাবে না, অন্যায় করবে না। আমাদের দেশেও দুর্নীতিতে আর প্রথম হবে না। এমনকি ঘুষ খেয়ে আপনার স্বামী ধরা পড়ার পর আপনাকে কারও কারও মতো খুব কষ্টমাখা গলায় বলতে হবে না, 'জানেন, আমার এ মুখটা আর কাউকে দেখাতে ইচ্ছে করে না, কেমন যেন লজ্জা লাগে। আচ্ছা, আমার কি এখন আত্মহত্যা করা উচিত?'

www.MurchOna.com

সাবেক বিরোধীদলীয় নেত্রী আর সাবেক সরকারদলীয় নেত্রীর মধ্যে যে অহেতুক তর্ক কিংবা বিতর্ক হতো, তোমার আমার মাঝেও সে রকম কিছু বিতর্ক হয়। মুখ না দেখাদেখি, দেখা হলেও কথা না বলা, কেউ কোনো কথা বললে অন্যজন তার উল্টো বলা—তাদের এ রকম শিশুসুলভ আচরণের মতো আমাদের আচরণ এ রকম না হলেও একটা বিতর্ক আমরা প্রায়ই করে থাকি। বিতর্কটা পুরোনো—মেয়েদের আসল শত্রু কে? বিতর্ক শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতাম আমরা—মেয়েদের শত্রু মেয়েরাই। আর সিদ্ধান্তে আসার কারণ হলো পাশের বাসার মহিলাটি, যিনি প্রতিদিন তাঁর কাজের মেয়েটাকে ইচ্ছেমতো পেটান, মাঝে মাঝে রক্তাক্তও করেন। আমাদের বাসা থেকে মেয়েটার চিৎকার শুনি প্রতিদিন।

কাজটা অনেকেই করে, তুমিও করেছিলে একদিন—আমাদের কাজের মেয়েটাকে ছোট্ট করে থাপড় মেরেছিলে একদিন। কিছুক্ষণ পর তোমার সে কী অপরাধবোধে ভোগা! তার পর থেকে তুমি আর কোনো দিন হাত তোলনি আমাদের কাজের মেয়েটার গায়ে। তুমি কি জানো কাজের মেয়ের গায়ে হাত তোলেন বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ সুপার মডেল নাওমি ক্যাম্পবেল!

আমি অন্ধকার বলে তুমি আলো!

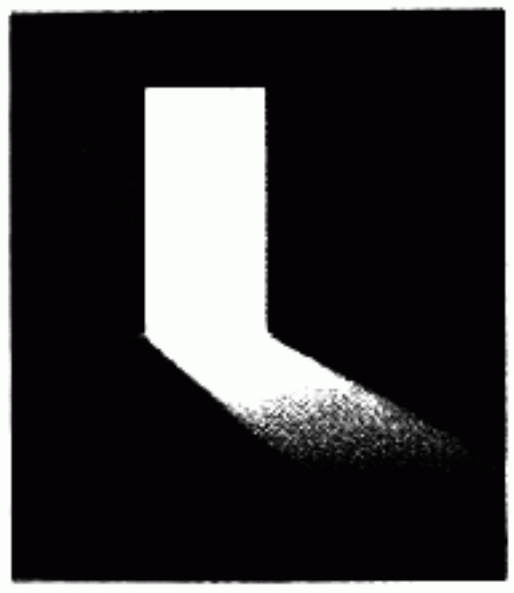

রগচটা হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি আছে ক্যাম্পবেলের, বিশেষ করে গৃহপরিচারিকাদের প্রতি তিনি একটু বেশি নির্মম। গৃহপরিচারিকা নির্যাতনের অন্তত চারটি অভিযোগের একটি হচ্ছে—রাগের বশে এক গৃহপরিচারিকার দিকে মোবাইল ফোন ছুড়ে মেরেছিলেন নাওমি।

www.MurchOna.com

আদালত তাঁর এ দোষের শাস্তির ব্যবস্থা করছেন—গৃহপরিচারিকার মতো কাজ করতে হবে নাওমি ক্যাম্পবেলকে, টানা পাঁচ দিন তিনি একটি সরকারি ভবনের মেঝে মুছবেন!

ভাগ্যিস কাজের মেয়ে পেটানোর কোনো অভ্যাস নেই তোমার, যদি থাকত এবং এ দেশে সেভাবে শাস্তির ব্যবস্থা থাকত, তাহলে কী শাস্তি হতো তোমার বলো তো?

চোখে পানি এসে গিয়েছিল তোমার সেদিন। চন্দ্রিমা উদ্যানে একজন মধ্যবয়সী মহিলা চা চিক্রি করেন ফ্লাস্কে করে। হঠাৎ তুমি থমকে দাঁড়ালে। মহিলাটি একটা অচল বৃদ্ধা ফকিরকে খুব যত্ন করে চা খাওয়াচ্ছেন পিরিচে ঢেলে। অথচ তাঁরা কেউ কারও আত্মীয় নন। এবার বলো তো—মেয়েদের মতো এ রকম মায়া, অপরিসীম মমতা পৃথিবীর আর কার আছে?

দুই বছরের মধ্যে চীনারা একটা শহর গড়তে যাচ্ছে, যেখানে নারীরাই হবেন সর্বেসর্বা। সেই শহরে নারীরা সিদ্ধান্ত নেবেন এবং অবাধ্য পুরুষদের শাস্তি দেবেন। শহরে ঢোকার প্রবেশ-তোরণে লেখা থাকবে–'একজন নারী কখনোই ভুল করতে পারেন না, একজন পুরুষ কখনোই একজন নারীর অনুরোধ ফেলতে পারেন না।' আমি বিশ্বাস করি কথাটা। নারীরা যদি যত্রতত্র ভুল করত, তাহলে পৃথিবীটা কেবল ভুলেই ভরে যেত। আর একজন পুরুষ যে একজন নারীর অনুরোধ ফেলতে পারে না, তার প্রমাণটা কে বলো তো, হা-হা-হা।

'আমরা আর কখনো মেয়েদের টিজ (উত্ত্যক্ত) করব না।' এমন প্রতিজ্ঞা করে চট্টগ্রামের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ৮০ জন শিক্ষার্থী শপথবাক্য পাঠ করেছেন সম্প্রতি। আমার মনে হয় কি জানো—প্রতিটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রথম ভর্তি হওয়া প্রতিটা শিক্ষার্থীকে দিয়েই এ রকম শপথবাক্য পাঠ করানো উচিত। তার আগে চলো—চুয়েটের সে শুদ্ধ আত্মার ছেলেদের একটা আন্তরিক ধন্যবাদ দিই।

মেয়েদের দিয়ে নাকি অনেক কিছুই হয় না—অনেক নারীবিদ্বেষী বলেন। সেই দুর্জনেরা কেবল আমাদের দুই নেত্রীর কর্মকাণ্ডই দেখেন। অথচ আমাদের আশপাশেই কত মেয়ে রয়েছেন, যারা সফলভাবে সংসারের হাল ধরেছেন, সমাজ সংস্কারে এগিয়ে এসেছেন, অনেক নারীকে একত্র করে উন্নতির পথ দেখিয়েছেন। তোমাকে একটা সুখবর দিই—দেড় শ বছরের মধ্যে এবারই

www.MurchOna.com

প্রথম একটি মেয়ে বৃত্তি পেয়েছে, মেয়েটি পাবনার চাটমোহর উপজেলার গুনাইগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের, ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুল থেকে এর আগে কোনো ছাত্রী বৃত্তি পায়নি। মেয়েটির নাম সাবিহা পারভীন তমা। বাবা তফাজ্জল হোসেন একজন ফেরিওয়ালা, এটা-ওটা ফেরি করে সংসার চালান আর মেয়েটাকে লেখাপড়া করান!

কী, মন ভালো হয়েছে তোমার?

কী কামে মানুষ দেখে মানুষের বুকের ভেতরে
নীল এক আসমান
তার তরে যমুনার ঢল।
কিসের সন্ধান করে মানুষের ভেতর মানুষ!

কবিতার মাধ্যমে প্রশ্নটি করেছেন সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক। এবার তোমাকে একটা প্রশ্ন করি—কী আছে তোমাদের ভেতর, তোমার ভেতর?

তুমি জানো না, আমি জানি। যার জন্য দাঁড়িয়ে আছি অপার হয়ে, অধীর হয়ে, কেবল আমরা, পুরুষেরা পূর্ণতা পাব বলে, শান্ত ঘাসের বিছানা হব বলে।

বোঝো?

না বুঝালে এ চোখে তাকাও, বিশ্বাস গাঁথা আছে আজন্ম, যেমন তোমরা ছায়া দিয়ে, আলো দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছ পুরুষরে, পুরুষেরে!

www.MurchOna.com

মাথায় উস্কোখুস্কো চুল ছেলেটির। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে চার রাস্তার মোড়ের কাছে। তাকে ঘিরে আছে প্রায় কয়েক শ মানুষ। অনেকেই অনেক কিছু জিজ্ঞেস করছে কিন্তু কোনো কিছুরই উত্তর দিচ্ছে না সে। বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে কি যেন ভাবার পর সে আস্তে আস্তে মাথা উঁচু করল। তারপর প্রায় চিৎকার করে বলল, 'না, ঐশ্বরিয়ার বিয়ে হয়ে যাওয়ার জন্য আমি এমন হয়ে যাইনি।'

'তাহলে?' পাশ থেকে এক ভদ্রলোক প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে বললেন।

'আমি বলতে পারব না, আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে।' চোখ দুটো ভেজা ভেজা করে ফেলল ছেলেটি।

'কিসের কষ্ট, তোমার পেটে কি গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা শুরু হয়েছে? যদি হয়ে থাকে বলো, আমরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই তোমাকে।' লম্বা পাঞ্জাবি পরা এক বৃদ্ধ বলতে বলতে একটু এগিয়ে এলেন ছেলেটির দিকে।

'না, আমার গ্যাস্ট্রিক নেই, তাই ব্যথাও নেই।'

'তাহলে ঘাড়ে ব্যথা, মানে প্রেশার উঠলে যে রকম ব্যথা হয় আর কি?' বৃদ্ধটি বড় মমতা নিয়ে বললেন এবার।

'কোনো রকম প্রেশার নেই আমার, তাই ঘাড়ে ব্যথাও নেই।'

'তাহলে আপনার কি কোনো নিকট আত্মীয় মারা গেছেন?' সাদা ধবধবে স্কুল ড্রেস পরা অল্প বয়সী ছেলেটা বলল।

'না, আমার বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই বেঁচে আছে।' ছেলেটি একটু শব্দ করে, স্পষ্ট স্বরে বলল।

ঐশ্বরিয়া বা ঐশ্বর্যের বিয়ের পর

www.MurchOna.com

তরুণ বয়সী একটা ছেলে একটু এগিয়ে তার একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার বয়স আমার মতোই, আমার কেন যেন সন্দেহ হয়—আপনি এবং আপনার স্ত্রী চুপি চুপি বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু পারিবারিক সম্মতি না থাকায় আপনার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে তাদের পরিবার। ঐশ্বর্য রাইয়ের আলোচিত বিয়ের সময়ে আপনার স্ত্রীর কথা মনে পড়েছে আপনার, তাই কষ্টে এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। অ্যাম আই রাইট?'

'নো। এ রকম কোনো ব্যাপার ঘটেনি আমার জীবনে।'

'তাহলে!' তরুণ ছেলেটি উস্কোবুস্কো ছেলেটির কাঁধে আন্তরিকভাবে হাত রেখে বলল, 'আপনি কি দয়া করে আপনার ব্যাপারটা খোলাখুলিভাবে আমাদের বলবেন, প্লিজ?'

মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে আরও এলোমেলো করে ছেলেটি একটু সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর আগের মতোই ছলছল চোখে বলল, 'আপনারা কি জানেন অভিষেকের সঙ্গে বিয়ের আগে ঐশ্বর্য রাই তিনটি বিয়ে করেছিলেন?'

'এটা আপনি কী বলছেন?' পেছন থেকে একজন মধ্যবয়সী বললেন।

'হ্যাঁ, আমি ঠিক বলেছি।'

'না, মোটেই ঠিক না।' মধ্যবয়সী ভদ্রলোক কিছুটা প্রতিবাদের স্বরে বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা একটু শব্দ করে বলল, 'অভিষেক হচ্ছে ঐশ্বর্যের চতুর্থ স্বামী। ঐশ্বর্য প্রথম বিয়ে করেন ভারতের বানারসের একটি পিপুল গাছকে।'

'পিপুল গাছকে!'

'হ্যাঁ, পিপুল গাছকে।'

'আপনি বললেন অভিষেকের আগে ঐশ্বর্য তিনটি বিয়ে করেছিলেন, দ্বিতীয়বার কাকে বিয়ে করেন?'

'দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন ব্যাঙ্গালোর নামক স্থানে একটি কলা গাছকে!'

একটি কলা গাছকে!'

'কী আবোল-তাবোল বলছেন আপনি?'

'আমি তো আবোল-তাবোল বলছি না, যা সত্যি তাই বলছি।' ছেলেটি একটু গম্ভীর হয়ে বলল।

'তার মানে ঐশ্বর্য রাই কেবল গাছকেই বিয়ে করেছেন, আর কাউকে বিয়ে করেননি?' তরুণটি ছেলেটির দিকে বেশ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল।

www.MurchOna.com

'না, ঐশ্বর্য কেবল গাছকেই বিয়ে করেননি।'

'অন্য আর কাউকে বিয়ে করেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, ঐশ্বর্য রাই তৃতীয় বিয়েটি করেছিলেন দেবতা অযোধ্যাকে।'

'একজন মৃত ব্যক্তিকে!'

'দেবতারা কখনো মৃত হন না।'

'মৃত না হলেও তারা জীবিত নন, জাগতিক কোনো বিষয়েই তারা অংশগ্রহণ করতে পারেন না। সুতরাং কোনো দেবতার সঙ্গে ঐশ্বর্য রাইয়ের বিয়ে হতে পারে না।' তরুণটি প্রতিবাদী ভঙ্গিতে বলল।

'সত্য হচ্ছে ঐশ্বর্য রাইয়ের তৃতীয় বিয়েটি হয়েছে ওই দেবতার সঙ্গেই।

তরুণটি এবার চিন্তিত হয়ে বলল, 'আচ্ছা, গাছ-পালা, দেবতাকে বিয়ে করতে গেলে কেন ঐশ্বর্য রাই?'

'ব্যাপারটা অনেকেই বলেন কুসংস্কার–পারিবারিক জীবনে অভিষেকের সঙ্গে যেন কোনো কলহ না হয় সেজন্য এই বিয়ে।'

'অ—।' ছেলেটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সকলে প্রায় সমস্বরে বললেন এবং হেসে ফেললেন।

'আপনারা সবাই হাসছেন!' চোখ দুটো আগের মতো ভেজা ভেজা করে ছেলেটি বলল।

'আমরা না হয় হাসছি, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না আপনার এত মন খারাপ কেন এতে?' তরুণটি হাসতে হাসতেই বলল।

'কেন খারাপ?' চোখ দুটো আরো ভেজা ভেজা করে ছেলেটি বলল, 'কুসংস্কার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিথর দুটো গাছ, জীবনের আনন্দ-বেদনার ভাগী হতে না পারা এক দেবতাকে বিয়ে করল ঐশ্বর্য রাই, কিন্তু আমার মতো একজন যুবককে দেখল না, আমাকে দেখল না—এই দুঃখেই মন খারাপ করে আছি।

www.MurchOna.com

বাউণ্ডুলে থেকে

গরু চুরির পর তা জবাই করে এর মাংস বিক্রি করত কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার সুনু কসাই। সম্প্রতি তাকে আটক করা হয়েছে। তারপর স্থানীয় থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) নূরুজ্জামান বলেছেন, 'সুনু কসাই বহুদিন ধরে চোরাই গরুর মাংস বিক্রি করে আসছিল।' বহুদিন ধরে চোরাই গরুর মাংস বিক্রি করে আসছিল সুনু কসাই আর ওই থানায় দুই বছর ধরে দায়িত্বে আছেন এসআই নূরুজ্জামান। এখন কথা হচ্ছে—তিনি যেহেতু জানেন বহুদিন ধরে এ অপকর্মটি করে আসছে সুনু কসাই, তবে এ দুই বছর তিনি তাকে গ্রেপ্তার করেননি কেন?

'তাহলে কি তুমিও মশাই—ভাগ পেয়েছ কড়ায় গণ্ডায়!'

সোমবার, ১৯ মার্চ ২০০৭, আলপিন ৪০৭ সংখ্যার বাউণ্ডুলের একটা অংশ পুনর্মুদ্রিত করা হলো। কেন করা হলো? তার আগে চলুন নিচের লেখাটি পড়ি।

নূরুজ্জামান একজন মানুষ

ঘুম ভাঙার পর কোনো কোনো দিন এমন হয়—সবকিছু কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার লাগে আমার কাছে। চারপাশে এত আলো, তবু অন্ধকার! চোখ মেলে তাকাই, ভালো করে দেখার চেষ্টা করি আশপাশটা; কিন্তু কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার।

৫ মার্চের সকালটাও অন্ধকার ছিল, অথচ সোনা ঝরা রোদ ছিল আকাশে, মাটিতে, বাতাসে। আমার সৎমা আমাকে ডেকে যখন বললেন, তোকে আজ তোর দাদির বাড়ি পাঠিয়ে

www.MurchOna.com

দেব, অন্ধকারটা আরও বেশি নেমে এল আমার চোখে। সে আধো আলো-অন্ধকার চাহনিতেই মাকে বললাম 'কেন?' মা চুপ করে রইলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?' মা এবার কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তোকে পাঠাতে চাচ্ছি, তুই যাবি।' অবশেষে কুমিল্লার ফতেহপুর থেকে এক মহিলার সঙ্গে মৌলভীবাজার জেলায় দাদির বাড়ি পাঠান আমাকে। কিন্তু করিমগঞ্জের গুজাদিয়া বাজারের এক জায়গায় আমাকে বসিয়ে মহিলাটি বলেন, 'একটু বস দেখি, আমি একটু ঘুরে আসি।' মহিলা সেই যে গেলেন আর এলেন না। আমার চোখ আবার অন্ধকার হয়ে গেল।

কোনো দিন একা একা কাঁদিনি আমি। জন্মই যাদের কান্নার সঙ্গে তাদের আবার কাঁদতে হয় রাকি! সেদিন কাঁদলাম। কান্নাটা ঠিক আমার জন্য না, অন্য কারও জন্যও না, তবু কেন যেন কাঁদলাম। আশপাশের মানুষজন আমাকে দেখলেন, আমার কান্না দেখলেন। তারপর তাঁরা আমাকে পৌঁছে দিলেন পাশের করিমগঞ্জ থানায়। থানা এলাকার ভেতর একটা তিনতলা ভবনে আমি দুই রাত থাকি। তারপর এক পুলিশ সদস্যের হাতে ৪০০ টাকা দিয়ে আমাকে আদালতে চালান করে দিতে বলেন আমি যার বাসায় ছিলাম সেই পুলিশ অফিসারটি। কিশোরগঞ্জ এনে পুলিশ সদস্যটি আমাকে ২০০ টাকা দিয়ে একটি থ্রি-পিস কিনে দেন আর বাকি ২০০ টাকা দেন আমার হাতে।

মেয়েরা বড় হয়, তারা প্রতিদিন একটু একটু করে বড় হয়। ১৭ এপ্রিল আমার মনে হলো আমি একদিনেই বড় হয়ে গেছি। মাত্র পনের-ষোল বছরের এই আমি পূর্ণাঙ্গ বড় হয়ে গেছি এবং যথারীতি অন্ধকার হয়ে এল আমার চোখ দুটো।

কিছুক্ষণ পর কারাধ্যক্ষের কক্ষে এনে এক মহিলা কারারক্ষী আমাকে বললেন, 'তোমার এমন হলো কেন?'

তিনি আবার বললেন, 'তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

মাথা উঁচু-নিচু করলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিছুটা শব্দ করে বললেন, 'তোমার এ সর্বনাশ কী করে হলো?' তিনি এ প্রশ্নটার উত্তর পাওয়ার আগেই আরেকটা প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি জানো তোমার কী সর্বনাশ হয়েছে?'

এবারও মাথা উঁচু-নিচু করলাম আমি। মহিলাটি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুটা ছলছল করেও উঠল বোধহয় তার চোখ দুটো। শেষে শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন তাঁর চেয়ার

www.MurchOna.com

থেকে। ক্লান্ত ভঙ্গিতে আমার কাছে এসে কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'খেয়েছ?'

এই প্রথম আমি উচ্চারণ করলাম, 'হু।'

'আরও কিছু খাবে?'

'না।'

তিনি এবার আমার কাঁধটা আরও একটু চেপে ধরে বললেন, 'এবার বলো তো তোমার সর্বনাশটা কে করেছে?'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি, মাথাটা আরও নিচু হয়ে এল আমার। কী করে বলি, কীভাবে বলি? ৭ মার্চ সকালে ঘুম ভাঙার পর আমার চোখ দুটো অন্ধকার হয়ে এসেছিল। একসময় দেখি একটা মানুষ এসে আমার ঘরে ঢুকল, সেই ঘরটা, থানা এলাকার ভেতর তিনতলা ঘরটা। লোকটা অনেকক্ষণ এ ঘরে ছিল। লোকটাকে চিনতাম না, জানতাম না, নামও জানতাম না তার। কেবল শুনেছি তিনি কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক, নাম তার নূরুজ্জামান।

আমার চোখ দুটো এখন সময়-অসময়েই অন্ধকার হয়ে আসে, কেবল হতাশার মতো অন্ধকার। নিজেকে টিকিয়ে রাখাই যখন আমার দায় হয়ে পড়েছে, তখন আমার শরীরে ঠাঁই নিয়েছে আরেকজন। একটু একটু বড় হচ্ছে সে, প্রতিদিন, প্রতিদিন।

আমার চোখ কেবল অন্ধকার হয়েই আসে। আচ্ছা, আপনাদের কাছে কি কোনো আলো আছে? সেটা কি একটু মেলে ধরবেন আমার চোখের সামনে? কতদিন আলো দেখি না!

www.MurchOna.com

দুই বছর আগে মা দিবসে গ্রামে গিয়ে মায়ের হাতে একটা প্যাকেট গুজে দিয়েছিলাম। তারপর বেশ আনন্দ নিয়ে বলেছিলাম, 'মা, এটা তোমার জন্য।'

কিছুটা অবাক হয়ে মা বলল, 'কী এটা?'

বললাম, 'খুলেই দেখো না।'

খুব যত্ন করে, বেশ সময় নিয়ে, রহস্যভরা চোখ নিয়ে মা প্যাকেটটা খুলে বলল, 'অ মা! এটা তো মোবাইল, এটা দিয়ে আমি কী করব!'

হাসতে হাসতে আমি বললাম, 'মোবাইল দিয়ে মানুষ কী করে—কথা বলে। তুমিও কথা বলবে।' সরল রেখার চেয়েও সরল আমাদের মায়ের চোখ দুটো হঠাৎ ছল ছল করে ওঠে। মোবাইলের প্যাকেটটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, 'না না, দরকার নেই আমার এটা।'

'কে বলল দরকার নেই?' মায়ের হাতে প্যাকেটটা আবার গুঁজে দিয়ে বললাম, 'দরকার না থাকলেও তোমাকে এটা নিতে হবে মা।' মা আগের মতোই অনিচ্ছা প্রকাশ করল জিনিসটা নিতে।

মা—প্রিয়তমাজন আমার

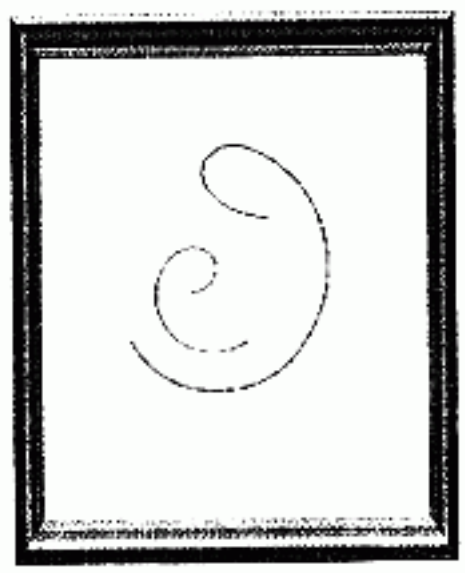

আমাদের মায়েরা আসলে কোনো কিছু নিতে জানে না, তারা কেবল দিতেই জানে। তারা ভালো কিছু রান্না করে নিজে না খেয়ে পরিবারে অন্যদের খাওয়ায়, সবার শেষে পাতিলের সঙ্গে লেগে থাকা ঝোল দিয়ে খাবার খেয়ে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তোলে; আমাদের মায়েরা গাছের কোনো ফল রেখে রেখে শুকিয়ে ফেলে, কিন্তু নিজে খায় না, শহর থেকে তার আপন কেউ আসার প্রহর গোনে; আমাদের মায়েরা সারা বছর এটা-ওটা তৈরি করে রাখে—চালের গুঁড়ো, শুকনো পিঠে, প্রতিদিন দুধ থেকে তোলা সরের ঘি, আরো কত কি!

www.MurchOna.com

অবশেষে অনেক বোঝানোর পর মা ফোনটা নিল। তারপর মাকে শেখানো হলো কীভাবে কল করতে হয়, কীভাবে কল রিসিভ করতে হয়। আমাদের পৌরাণিক মা প্রতিবার ফোন বাজলে রিসিভ বাটন না চেপেই বলে, 'হ্যালো।' আমরা আবার তাঁকে শিখিয়ে দিই, সে আবার ভুল করে। ভুল করতে করতে মা কেবল কল রিসিভ করতেই শিখেছে, সেন্ড করতে শেখেনি এখনো।

কয়েক দিন আগে একবার কল করেছিলাম মাকে। ফোন রিসিভ করল না মা। হয়তো নামাজ পড়ছিল কিংবা ফোন থেকে দূরে ছিল অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য অথবা রিংটোন শুনতে পায়নি কোনো এক কারণে। পরে আর ফোন করা হয়নি মাকে। বেশ রাতে হঠাৎ মায়ের কথা মনে হতেই ফোন করলাম আবার। একবার রিং বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ফোনটা রিসিভ করল মা এবং যথারীতি কণ্ঠে বলল, 'কেমন আছ বাবা?'

অবাক হয়ে মাকে বললাম, 'এখনো জেগে আছ তুমি! ঘুমাওনি কেন?'

'সকালে তুমি বোধহয় ফোন করেছিলে, আমি ফোন ধরতে ধরতেই কেটে গেল ফোনটা। ভাবলাম, যত রাতই হোক তুমি ফোন করবে, তাই বসে আছি।' অসুস্থ মায়ের কথা শুনে ছল ছল করে ওঠে চোখ দুটো কিন্তু মায়ের কণ্ঠে আনন্দ।

মা এখন ভালোভাবে হাঁটতে পারে না, আর্থারাইটিজে আক্রান্ত। মাঝে মাঝেই প্রচণ্ড ব্যথায় চুপচাপ শুয়ে থাকে। কাউকে জানতে কিংবা বুঝতে দিতে চায় না তার ব্যথার কথা।

প্রচণ্ড ব্যথায় ভুগছিলাম কদিন আগে আমিও, পেটের ব্যথায়। সাধারণত এসব ব্যাপার মাকে জানানো হয় না কখনো, কিন্তু কীভাবে যেন জেনে গিয়েছিল ব্যাপারটা। একদিন হঠাৎ মা ঢাকায় এসে উপস্থিত। আমাকে দেখেই পরম মমতায় হাতটা আমার পেটে রেখে বলল, 'পেটের ব্যথা কেমন এখন, বাবা?'

'ভালো না।'

পেটটা আরও একটু চেপে ধরল মা। তারপর বিড়বিড় করে দোয়া পড়ে প্রায় বিশ মিনিট পর পেটে ফুঁ দিয়ে বলল, 'তোরা এমন কেন রে, তোর পেটে ব্যথা, আমাকে একটু জানালে কী হয়!'

www.MurchOna.com

মায়ের কথা শুনে ম্লান হাসি। মায়ের পায়ের প্রচণ্ড ব্যথা, সার্বক্ষণিক সেই ব্যথা নিয়েই সবকিছু করার চেষ্টা করে। সুতরাং অন্য কিছু জানাতে চাই না তাকে সহজে।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় আমার। কে যেন কান্না করার মতো আস্তে আস্তে কাতরাচ্ছে। ভালো করে কান পাততেই শুনি পাশের ঘর থেকে মা শব্দ করছে। কিছুটা দ্রুতগতিতে মায়ের কাছে গিয়েই দেখি বিছানায় উঠে বসে আছে মা। দু পা দু হাত দিয়ে চেপে ধরে কাতরাচ্ছে। ব্যথায় মায়ের মুখ নীল হয়ে গেছে। প্রচণ্ড টেনশনে পড়ে যাই আমি এবং একটু পর টের পাই আমার পেটেও ফিরে এসেছে ব্যথাটা। ব্যথাটা বাড়তে থাকে, বাড়তে বাড়তে সেটা একসময় অসহনীয় হয়ে যায়। চিৎকার করে উঠি আমি, কোনোরকমে শুয়ে পড়ি মায়ের পাশেই। কিন্তু একটু পরেই অবাক হয়ে যাই। চেয়ে দেখি, মা আর কাতরাচ্ছে না। মা তার পা চেপে ধরা বাদ আমার পেট চেপে ধরে আছে আর অনবরত দোয়া-দরুদ পড়ে ফুঁ দিচ্ছে আমার পেটে।

স্রষ্টার কখনো কোথাও ব্যথা হয় না। হয়তো তিনি তাই ব্যথার তীব্রতাও বোঝেন না। আমাদের ব্যথা হয়, ব্যথায় আমরা কাতরাই, চিৎকার করি। পরম করুণাময় স্রষ্টা সে ব্যথা উপশম করতে আসমানের ওপাশ থেকে এসে আমাদের পাশে বসেন না, মমত্ব নিয়ে পেটে হাত রাখেন না। কিন্তু আমাদের মায়েরা রাখে। আমাদের মায়েরা ঠিকমতো হাঁটতে না পারুক, ব্যথায় তাদের মরে যাওয়ার উপক্রম হোক, তবু তারা সন্তানের ব্যথায় তাদের সবকিছু ভুলে যায় অবলীলায়। আমাদের মায়েরা মরে যেতে যেতে সন্তানকে বুকে টেনে নেয়, শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগেও সন্তানকে ছুঁয়ে থাকতে চায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজের জীবন দিয়ে আমাদের মায়েরা আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, এই বাঁচিয়ে রাখতে রাখতেই তারা একদিন মারা যায়!

www.MurchOna.com

দুটো খবর

খবর ১ : চিকিৎসা না পেয়ে মারা গেছেন পাঁচ রোগী, ঘটনাটি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের কর্মবিরতি চলাকালে। হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন অনেকে। ভর্তি হওয়া এক রোগীকে চিকিৎসা না দেওয়া এবং তাঁর অভিভাবকদের হাতে চিকিৎসক লাঞ্ছিত হওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে গত বুধবার তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। এর পরই চিকিৎসকেরা কর্মবিরতি শুরু করলে পুরো হাসপাতালের চিকিৎসাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

খবর ২ : গত কয়েক দিন কুমিল্লা শহরের কান্দিরপাড় থেকে শাসনগাছা পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশের প্রায় বিশটি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সামনে সাইনবোর্ড থেকে চিকিৎসকদের উচ্চতর ডিগ্রির নাম মুছে ফেলা হয়েছে। কোথাও মুছে ফেলা হয়েছে পুরো সাইনবোর্ড। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের পক্ষ থেকে অভিযানে কুমিল্লায় অনেক ভুয়া ডিগ্রিধারী চিকিৎসকের সন্ধান পাওয়া গেছে। তারা রোগী ও তাঁদের স্বজনদের সঙ্গে প্রতারণা করতেন। জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের নির্দেশে চিকিৎসকেরা এখন নিজ উদ্যোগেই মুছে ফেলছেন তাঁদের সাইনবোর্ড।

ড. কানাই মণ্ডল গং শ্রদ্ধাস্পদেষু

[নিচের লেখাটি উপরিউক্ত ডাক্তারদের উৎসর্গ করা হলো]

কিছুটা দৌড়ে এসে, ঠাস করে দরজা খুলে, প্রচণ্ড শব্দ করে ডা. কানাই মণ্ডলের চেম্বারের ঢুকলেন এক রোগী। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন ডাক্তার সাহেব। কিন্তু সেটা যতটা না অতর্কিত রোগীর

www.MurchOna.com

আগমনে, তার চেয়েও বেশি অন্য কিছুর কারণে। কারণগুলো হলো—সরকারি হাসপাতালে চাকরি করেন তিনি, কিন্তু বেশির ভাগ সময় কাটান একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে। প্রয়োজন হোক অথবা না হোক এটা-ওটা পরীক্ষার নামে ক্লিনিকগুলো থেকে বেশ মোটা অঙ্কের কমিশন পান তিনি, এখন কমিশন পাচ্ছেন বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর বেড-ভাড়া থেকেও; সরকারি হাসপাতালের ওষুধ বাইরে বিক্রি করে অনেক আগে থেকেই প্রতিবছর মোটা অঙ্কের টাকা কামাচ্ছেন তিনি। সর্বশেষ সংবাদ হচ্ছে তিনি এবার নিজেই প্যাথলজি-কাম-ক্লিনিক দিচ্ছেন—আর এ সবকিছুই ছাপা হয়েছে কয়েকটা দৈনিক পত্রিকায়। তার পর থেকেই প্রতি মুহূর্তে ভয়—এই বুঝি কেউ এল, গ্রেপ্তার করল, তারপর রিমান্ডে নিল।

ডাক্তার সাহেব কিছুটা সন্দেহজনক দৃষ্টিতে রোগীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাম কী?'

রোগী বললেন, 'আবদুল মালেক।'

'আপনার কোনো নিকট আত্মীয় আছে নাকি—র‍্যাব, শান্তিরক্ষা বাহিনী কিংবা পুলিশে?'

'না।'

নিঃশব্দে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ডা. কানাই মণ্ডল একটু সোজা হয়ে বসে বললেন, 'এবার বলুন, আপনার সমস্যা কী?'

'সমস্যা অনেক জটিল। রাত হলেই আমি আতঙ্কে কুকড়ে যাই, ঘুমাতে গেলেই মনে হয় এই বুঝি কেউ আমার গলা টিপে ধরল।'

'কেন?' কিছুটা শব্দ করে বলেন ডা. কানাই মণ্ডল।

'ঘুমানোর জন্য খাটে শুলেই আমার মনে হয় খাটের নিচে কেউ বসে আছে, সে সুযোগ পেলেই আমার গলা টিপে ধরবে। তাকে সে সুযোগ না দেওয়ার জন্য আবার যখন খাটের নিচে শুই, তখন মনে হয় সে খাটের ওপর বসে আছে। এভাবেই আমার সারা রাত কেটে যায়, একটুও ঘুম হয় না।'

'হুম, সমস্যাটা জটিলই বটে।' ডাক্তার সাহেব ওপরের ঠোঁট দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেপে ধরে ভাবতে ভাবতে বললেন, 'তবে চিন্তার কিছু নেই, এ রোগের চিকিৎসা আছে।'

'আছে!' চেহারাটা কিছুটা আনন্দময় করে আবদুল মালেক বললেন, 'স্যার প্লিজ, আমার চিকিৎসা দিন, বলুন আমাকে কী করতে হবে?'

www.MurchOna.com

ডা. কানাই মণ্ডল প্রেসক্রিপশনে লিখতে লিখতে বললেন, 'আপনার মাথার একটা এক্সরে লাগবে।'

'আর কিছু?' বেশ উদগ্রীব হয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত রোগী আবদুল মালেক বলেন।

'হ্যাঁ, আপনার বুকের নয়টা টেস্ট, মেরুদণ্ডের চারটা টেস্ট, কিডনির ছয়টা টেস্ট, হাঁটুর দুটো টেস্ট, চোখের তিন রকমের পরীক্ষা, মুখের ভেতরের অবস্থা, পেটের সঠিক কন্ডিশন—মোট কথা আপনার সমস্ত শরীরটাই খুব ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে।'

আবদুল মালেক নীরবে একটা ঢোক গিলে বললেন, 'স্যার, এতে মোট কত টাকা খরচ হতে পারে?'

'বেশি না, বিশ-বাইশ হাজার টাকায় হয়ে যাবে।' ডা. কানাই মণ্ডল আরো একটু আয়েশ করে বসে বললেন, 'এ পরীক্ষাগুলো করার পর প্রতি সপ্তাহে একবার করে আমার কাছে আসতে হবে আপনাকে। আমি প্রতি সপ্তাহে আপনাকে অন্যরকম করে পরীক্ষা করব। এভাবে আপনাকে আসতে হবে কমপক্ষে তিন বছর।'

নীরবে আরেকবার ঢোক গিলে আবদুল মালেক বললেন, 'এ অন্য রকম পরীক্ষার জন্য আমাকে প্রতি সপ্তাহে কত দিতে হবে স্যার?'

'এটাও খুব বেশি না, মাত্র সাত হাজার টাকা।'

ছয় মাস পর একটা অনুষ্ঠানে ডা. কানাই মণ্ডলের সঙ্গে আবদুল মালেকের দেখা। ডাক্তার সাহেব বেশ চিন্তিত হয়ে বললেন, 'আপনি আমার কাছে একটা চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন না, পরে আর এলেন না কেন?'

'বিশ-বাইশ হাজার টাকা খরচ করার পর প্রতি সপ্তাহে সাত হাজার টাকা দেওয়ার জন্য?' আবদুল মালেক বিদ্রূপের একটা হাসি দিয়ে বললেন, 'মাত্র সত্তর টাকা খরচ করে আমি আমার সে জটিল রোগের চিকিৎসা সেরে ফেলেছি।'

ডা. কানাই মণ্ডল অবাক হয়ে বললেন, 'কীভাবে?'

'খাটের নিচের দিকটাতেই যেহেতু সব সমস্যা, তাই সত্তর টাকা দিয়ে একটা করাত কিনে খাটের পাগুলো নিজে নিজেই কেটে ফেলেছি আমি।'

www.MurchOna.com

মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি। রূপনগরের প্রধান সড়কের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সে ভেজা ভেজা চোখে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে, মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে কারওয়ান বাজার থেকে কিনে আনা তার এক ঝাকা লেবু ও এক ঝাকা কাঁচামরিচ। একটু আগে ফুটপাত দখল করে এগুলো বিক্রি করার জন্য পুলিশ এসে ফেলে দিয়ে গেছে। মন খারাপ হয়ে গেল আমারও। একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'কত টাকার জিনিস ছিল?'

চোখের চেয়েও ভেজা গলায় ছেলেটি বলল, 'আড়াই শ টাকার।'

'দিনে কত লাভ হয় তোমার?'

'সত্তর-আশি টাকা।'

'এ দিয়ে হয়?'

'চইল্যা যায়।'

'আরও কিছু বিক্রি করলে ভালো হয় না?'

'হয়, কিন্তু আর টাকা পামু কই?'

'কত টাকা?'

ছেলেটা টাকার অঙ্কটা বলল। প্রচণ্ড হাসি পেল আমার। বলুন তো সে কত টাকার কথা বলেছিল?

ও-রে, কত্ত কত্ত টাকা রে...

বসুন্ধরার মালিকের ছেলেকে খুনের মামলা থেকে বাঁচাতে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর যে ২০ কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন সেই ২০ কোটি টাকা? নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দুই কোটি ৪০ লাখ টাকা যে ঘুষ নিয়েছিলেন সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা সেই টাকা? ঢাকা-সাভার-গাজীপুরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সচিব ও সাবেক সাংসদ মোসাদ্দেক আলী ফালুর যে ১৫২ কোটি টাকার জমি আছে সেই

www.MurchOna.com

টাকা? বনের রাজা খ্যাত প্রধান বনসংরক্ষক ওসমান গনির বাসা থেকে যে অবৈধভাবে রোজগার করা নগদ দেড় কোটি টাকা পাওয়া গেছে সেই টাকা? না, সাবেক সচিব আ ন হ আখতার হোসেনের যে সোয়া দুই কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ আছে, সেই টাকা?

না, এসব অঙ্কের টাকার কথা সে বলেনি।

তবে কি অবৈধ অর্থ উপার্জনসহ বিভিন্ন অপরাধে যৌথ বাহিনী যে ৮০ কোটি জরিমানা করেছে এস আলম গ্রুপকে, সেই ৮০ কোটি টাকা? পঞ্চগড় চিনিকলের কাছে আখচাষিদের যে সাড়ে তিন কোটি পাওনা আছে সেই টাকা? না, অবিক্রীত পড়ে আছে যে ২৫ কোটি টাকার চিনি, সেই ২৫ কোটি টাকা?

না, এ অঙ্কের টাকাও না। তাহলে সাতক্ষীরার স্মরণিকা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড যে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা করে ১০ লাখ টাকা আদায় করেছে, সে টাকা? না, মার্কেন্টাইল ব্যাংকের পরিচালকেরা খুশি হয়ে যে ৬০ লাখ টাকা দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলকে, সেই টাকাটা? না, ফ্রিগেট বেচতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যে এক কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছিল কোরিয়ার প্রতিষ্ঠান দাইয়ু, সেই এক কোটি টাকা?

দুঃখিত, এ অঙ্কের টাকাও না। ছেলেটির দরকার মাত্র পাঁচ শ টাকা। কারওয়ান বাজার থেকে ওই টাকার জিনিস কিনে বিক্রি করতে পারলে তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবা প্রতিদিন দুই বেলা খেতে পারবেন, ছেঁড়া কাপড়ে অন্যের বাসায় কাজ করা মাকে বছরে একটা কাপড় কিনে দিতে পারবে, ছোট একটা বোনকে দুই ঈদে অন্তত একটা লাল জামা কিনে দিতে পারবে সে।

মন খারাপ হয়ে গেল, না? স্যরি, আপনি বরং নিচের অংশটুকু পড়ুন।

কারও হাতে ব্রিফকেস দেখলেই বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ-কাম-মন্ত্রীদের চোখ চিকচিক করে ওঠে—এই বুঝি কোনো কাজের জন্য এসেছে লোকটি এবং ব্রিফকেসের ভেতরের টাকাগুলো দিয়ে যাবে তাকে। তো এমন এক মন্ত্রীর বাসার সামনে ব্রিফকেস হাতে এক লোককে দেখে মন্ত্রী বললেন, 'কী ব্যাপার, তোমার হাতে ওটা কী?'

লোকটি বললেন, 'কেন, দেখতে পাচ্ছেন না, ব্রিফকেস?'

মন্ত্রী সাহেব কিছুটা থতমত খেয়ে বললেন, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু ওটার ভেতর আছে কী?'

'টাকা।' খুব নির্ভয়ভাবে বললেন লোকটি।

www.MurchOna.com

'টাকা! এত টাকা পেলে কোথায় তুমি?' কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললেন মন্ত্রী।

লোকটি আগের চেয়েও নির্ভারভাবে বলরেন, 'জুয়া খেলে।'

ঘুষ খেয়ে কিংবা দুর্নীতি করে এত টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু জুয়া খেলে এত টাকা পাওয়া যায়! বিশ্বাস করতে পারলেন না মন্ত্রী সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিফকেসওয়ালা লোকটি বললেন, 'প্রমাণ চান? আপনি কি ওই যে দূরে একটা লাইটপোস্ট আছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন? আমি সেটা ছুঁয়ে ফিরে আসার আগেই যদি আপনি যদি সাতটা ডিগবাজি দিতে পারেন, তাহলে আমি আপনাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব।'

টাকার কথা শুনেই মন্ত্রী সাহেবের চোখ চিকচিক করে উঠল। তিনি কিছু না-ভেবেই বললেন, 'ঠিক আছে।'

মন্ত্রীর সম্মতি শুনে ব্রিফকেস-হাতে লোকটি দৌঁড়ে লাইটপোস্টটি ছুঁতে গেলেন। কিন্তু তার আগেই মন্ত্রী সাহেব সাতটা ডিগবাজি দিয়ে ফেললেন। লোকটি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী বেশ গর্বিত ভঙ্গিতে বলরেন, 'কী, তুমি লাইটপোস্ট ছোঁয়ার আগেই ডিগবাজি দিয়ে ফেলেছি তো, এবার টাকাগুলো দাও।'

লোকটি মন্ত্রীর হাতে টাকাগুলো দিয়ে বললেন, 'ওই লাইটপোস্টের কাছে কতগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে বলুন তো?'

মন্ত্রী এক পলক তাকিয়ে বললেন, 'ছয়-সাতজন।

না, ছয়-সাতজন না, দশজন। ওদের সঙ্গে আমি একটা বাজি ধরেছিলাম। বাজিটা হলো—আমি যদি আপনাকে ডিগবাজি খাওয়াতে পারি তাহলে ওরা প্রত্যেকে আমাকে দশ হাজার করে টাকা দেবে। কী, আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে না?' মন্ত্রী সাহেব কিছু বলার আগেই ব্রিফকেসওয়ালা লোকটি হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

কী, মন ভালো হয়েছে আপনাদের? আমার কিন্তু মনটা আরও খারাপ হয়ে গেছে। কারণ—বাংলাদেশের অধিকাংশ মন্ত্রী এত নির্লজ্জ, এত সহজে তাদের ডিগবাজি খাওয়ানো যায়!

www.MurchOna.com

তারা সম্ভ্রমহানি করেছে, শ্লীলতাহানি করেছে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মানুষ মেরেছে—যারা এগুলো করেছে, যাদের সাহায্যে এগুলো সম্পন্ন হয়েছে, যুদ্ধের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসে কোনোরকম বিচার না করে নির্দ্বিধায় তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। অথচ সম্ভ্রমহানি হয়েছে আমার মায়ের, শ্লীলতাহানি হয়েছে আমার বোনের, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়েছে আমার ভাইকে। ক্ষমা করে দিতে পারো তুমিও।

অন্ধের মতো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ চেয়ারে বসে থাকার জন্য আমাদের জন্য আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতির ওপর তোমার যে ক্ষোভ আছে, নির্দ্বিধায় তাঁকে তুমি এখন ক্ষমা করে দিতে পারো। কারণ, বেশ কয়েক বছর ধরে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ডান চোখে ছানি ছিল, তাতে তিনি কম দেখতেন, পক্ষান্তরে এক চোখে দেখতে দেখতে এক চোখা নীতিতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সেই ডান চোখে সফল অস্ত্রোপচার শেষে গত শুক্রবার বাসায় ফিরেছেন রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। যদিও সর্বশেষ তত্ত্বাবধায় সরকার আসার পর তিনি বেশ ভালোই দেখছিলেন, ইনশাল্লাহ এখন তিনি আরো ভালো ভাবে দেখতে পাবেন। আসো, আমরা তাঁর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

ক্ষমা

কয়েকদিন আগেই খবরটা তুমি জেনেছ—বসুন্ধরার মালিকের ছেলেকে খুনের মামলা থেকে বাঁচানোর জন্য সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লূৎফুজ্জামান বাবর ২০ কোটি টাকা ঘুষ খেয়েছিলেন। অঙ্কে তুমি ভালো, এবার বলো তো দেখি—যদি সে ২০ কোটি টাকার সবগুলো ৫০০ টাকার নোট হয়, ১০০টি ৫০০ টাকার নোট গুনতে ১ মিনিট ব্যয় হয় এবং তুমি একনাগাড়ে তা গুনতেই থাকো,

www.MurchOna.com

তাহলে ২০ কোটি টাকা গুণতে সর্বমোট কত সময় লাগবে তোমার?

পারবে? যদি পারো তাহলে পুরো ২০ কোটিই টাকা দিয়ে দেব তোমাকে? হাসছো? ও বুঝেছি তোমার সেই কৌতুকটা কথা মনে পড়েছে, না? ওই যে, রাস্তায় ভিক্ষে করতে বসা এক অন্ধ ফকির বলল, দেখছস, আকাশে কী সোন্দর চান উঠছে! তা শুনে ডান পাশে বসা দু পা কেটে ফেলা ফকিরটি বলল, এত মিছা কতা কস ক্যা, কোমর বরাবর একটা লাথি দিমু তোরে। এটা শুনে বাম পাশে বসা ভাঙা একটা থাল সামনে রাখা ফকিরটি বলল, দে না লাথি, যত ট্যাকা লাগে আমি দিমু। অন্ধ চাঁদ দেখে, খোঁড়া লাথি দেয়, ভাঙা থাল রাখা ফকির যত টাকা লাগে সব দেবে! আমার পকেটে থাকে না ২০ টাকা, আর টাকা গোনার সঠিক সময় বলতে পারলে আমি তোমাকে দেব ২০ কোটি টাকার সবগুলো! 'ফাগল হইচ্চি আমি।' ২০ কোটি টাকা গুনতে সময় লাগে ৬৬ ঘণ্টা ১ মিনিট ৬ সেকেন্ড। এবার তুমিই বলো—একনাগাড়ে কি এতগুলো ঘণ্টা সময় কাজ করা যায়? টাকা বলে কথা, গুনে দেখতে তো হবেই, আর সে টাকাগুলো গোণায় বেশ কয়েকদিন ব্যস্ত ছিলেন বলে আমাদের প্রিয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাষ্ট্রের অনেক কাজই করতে পারেননি। সুতরাং আসো, ক্ষমা করে দেই আমরা তাকেও।

'চাঁদা চেয়েছি, এমন কেউ প্রমাণ দিতে পারবেন না।' বলো তো, কে বলেছেন কথাটা? সবসাচী লেখক য়ৈসদ শামসুল হকের ভাষা কন্যা, অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের ধান কন্যা, লেজুড়বৃত্তিদের গণতন্ত্রের মানস কন্যা, আর আমরা বলি বঙ্গবন্ধু কন্যা—সব কন্যার এক কন্যা সেই শেখ হাসিনা বলেছেন কথাটা। চাঁদা তিনি চেয়েছেন কি না সেটা পরের ব্যাপার, তবে কয়েক মাস আগেও নমিনেশন পাওয়ার জন্য সিলেটের এক লোক তাকে একটা দামী গাড়ি দিয়েছিল, শেখ হাসিনা সেটা নিয়েওছিলেন। এবার বলো তো দেখি—গাড়ি নেওয়া আর চাঁদা নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি? থাক, সেটা আপাতত না বললেও চলবে। আমরা বরং অসংলগ্ন কথা বলার জন্য আমাদের এই কন্যাসমগ্রকে ক্ষমা করে দেই। কারণ গরু হারিয়ে মাথা গরম করে গোপাল ভাঁড় ছেলেকে বলেছিল ভাই, বৌকে বলেছিল মা, আর এই প্রচণ্ড গরমের সময়ে শেখ হাসিনা না হয় একটু ভুল কথাই বলেছেন!

ঘটনাটা তোমাকে প্রায়ই বলি—ক্লাস ফোরে পড়ার সময় এক ছেলের একটা ছোট্ট খাতা চুপ করে নিয়ে এসেছিলাম বাসায়। মা সেটা জানতে পরে প্রচণ্ড জোরে একটা থাপ্পড় মেরেছিল গালে। পরের দিন খাতাটা ফেরত দিয়ে আসার পর মা আমার সঙ্গে কথা বলেছিল।

www.MurchOna.com

বসুন্ধরার মালিক আহমেদ আকবর সোবাহানের ছেলে সানবীরকে হত্যা মামলা থেকে বাঁচাতে মা খালেদা জিয়ার সম্মতিতে বসুন্ধরার কাছে ১০০ কোটি টাকা চেয়েছিলেন ছেলে তারেক রহমান। সামান্য একটা খাতা নেওয়ার জন্য আমার মা আমাকে একটা থাপ্পড় মেরেছিল এবং কথা বলেনি সেটা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত। আর ছেলেকে একটা অবৈধ কাজকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য অবৈধভাবে ১০০ টাকা কোটি টাকার চাওয়ার সম্মতি দিয়েছিলেন মা খালেদা জিয়া! এবার বলো তো দেখি, কে সত্যিকারের মানুষ, কে আদর্শ মা—আমার মা, না তারেক জিয়ার মা? যাই হোক, তুমি ক্ষমা করে দিতে পারো আমাদের আপোষহীন নেত্রীর এ আপোষকামিতাকে। কারণ, বাচ্চা পৃথিবীতে আনলেই সবাই মা হতে পারে না, মানুষ হওয়া তো দূরের কথা!

খালেদা জিয়াকে মাথায় রেখে একটা কৌতুক শুনবে?

মাঝরাতে গৃহকর্তা হঠাৎ টের পেলেন তার আম গাছে উঠে কে যেন আম চুরি করছে। দরজা খুলে তিনি বাইরে বের হয়ে আম গাছের নিচে এসে দাঁড়ালেন চুপি চুপি। একটু পর তিনি ওপরের দিকে টর্চ জ্বেলে দেখলেন, হ্যাঁ, সত্যি সত্যি একটা ছেলে গাছে উঠে আম চুরি করছে। তিনি ছেলেটাকে বললেন, 'এই ছেলে, নিচে নেমে এসো।'

বেশ সাহসিকতার সঙ্গে ছেলেটা নিচে নেমে এল। গৃহকর্তা অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে তেকে বললেন, 'তুমি আম চুরি করতে এসেছো?'

ছেলেটি স্পষ্ট স্বরে বলল, 'জি।'

'কি!' গৃহকর্তা কিছুটা চিৎকার করে বললেন, 'তোমার এতোবড় সাহস, রাত করে এসেছো আমার বাড়িতে আম চুরি করতে।' গৃহকর্তা ছেলেটির একটা হাত চেপে ধরে বললেন, 'চলো, তোমাকে আজ শাস্তি দেব আমি।'

ছেলেটি খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, 'শাস্তি দেবেন ভালো কথা, কিন্তু আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন কোথায়?'

'তোমাদের বাসায়, তোমার বাবার কাছে।'

'বাবাতো বাসায় নেই।'

গৃহকর্তা চিৎকার করে বললেন, 'বাসায় নেই তো কোথায় আছে?'

ছেলেটি মুচকি হেসে বলল, 'পাশের গাছে আম চুরি করছে।'

www.MurchOna.com

খুব নিশ্চিত করে বলতে পারি—শিরোনামটা পড়েই অবলীলায় ভ্রূ কুঁচকে ফেলেছেন আপনি। মাত্র ১৭ টাকা! ছুঃ। মোসাদ্দেক আলী ফালুর কাছে যেখানে অবৈধ ১ কোটি টাকা থাকে, ৯ কোটি টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কেনেন দুবাইয়ে এবং যার আছে প্রায় ১০০ কোটি টাকার সম্পদ, সেখানে মাত ১৭ টাকা! কিংবা সাবেক উপদেষ্টা বিচারপতি ফজলুল হক যেখানে সোয়া কোটি ঘুষ খান, সেখানে মাত্র ১৭ টাকা! অথবা কেবল বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিদর্শনে খরচ দেখানো হয় যেখানে ১০ লাখ টাকা, সেখানে মাত্র ১৭ টাকা! ভ্রূ দুটো কুঁচকে আপনি হয়তো এখন ভাবছেন—কিসের ১৭ টাকা? আসুন, সেটা ভাবার আগে দেখি এই ১৭ টাকা দিয়ে আমরা কী কী করতে পারি। ধরুন, আপনি আজ বাজারে গিয়েছেন। খুব ইচ্ছে হলো একটা মোটামুটি ধরনের ইলিশ মাছের দাম জানার। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে ইলিশ মাছের দোকানটির সামনে দাঁড়ালেন। তার চেয়েও সাহসী হয়ে, বুকটা একটু ফুলিয়ে, একটা আঙুল টানটান লম্বা করে, একটা মাছের দাম জিজ্ঞেস করলেন দোকানিকে, 'ভাই, মাছটির দাম কত?'

হিসাবটা মাত্র ১৭ টাকার!

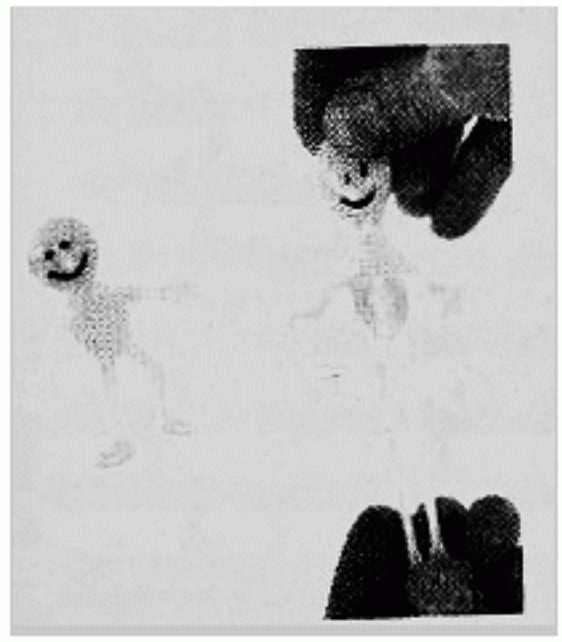

দোকানি আপনার চেয়েও সাহসী হয়ে বলল, '৪৫০ টাকা।'

'কম হবে না?'

'হবে, আপনার জন্য ৪২০ টাকা, একদাম।'

এতক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন আপনি। একদাম শুনে একটু কুঁজো হয়ে গেলেন। এবং সেই মুহূর্তে খেয়াল করলেন আপনার পকেটে আছে মাত্র ১৭ টাকা। আর কত টাকা দরকার? একটু হিসেব করে দেখলেন, মাত্র ৪০৩ টাকা

www.MurchOna.com

এবং আরও একটু হিসাব করে দেখলেন, সেটা আপনার পকেটে থাকা ১৭ টাকার প্রায় ২১ গুণ!

মনটা খারাপ গয়ে গেল আপনার এবং সেখান থেকে সরে এলেন আপনি। হাঁটতে হাঁটিতে আপনি একটা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। খাবারের সুগন্ধে পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল আপনার। ভাবলেন, কিছু একটা খেয়ে নেয়া যাক। হোটেলে ঢুকতেই একটা বয় এসে আপনাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী খাবেন?'

আপনি বললেন, 'ভাত।'

হোটেলবয় সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'সঙ্গে কী খাবেন?'

আপনি একটু ভেবে বললেন, 'গরুর মাংস, ডাল আর একটা সবজি।' হোটেলবয় আপনাকে বসতে বলে একটু এগিয়ে যেতেই আপনি তাকে ডেকে ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলেন, 'সবগুলো খেতে মোট কত টাকা লাগবে?'

হোটেলবয়টা একটু হিসাব করে বলল, '৬২ টাকা।'

'কত?' শুনতে পাননি এমন ভাব নিয়ে আপনি জিজ্ঞেস করতেই হোটেলবয় আগের শব্দটাই বলল, '৬২ টাকা।'

মাত্র একবেলার খাবারের দাম ৬২ টাকা! আপনি 'অ' করে একটা অনর্থবোধক শব্দ করে হোটেল থেকে বের হয়ে এলেন এবং হিসাব করতে লাগলেন ৬২ টাকা জোগাড় করতে আপনার আর কত টাকা দরকার? অল্পক্ষণ হিসাব করেই আপনি বের করে ফেললেন—৪৫ টাকা এবং আপনার সম্বল ১৭ টাকার প্রায় তিন গুণ।

ঠোঁট দুটো একটু চেটে নিয়ে আপনি একটা সাধারণ মানের ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকলেন। খিদে লেগেছে, একটা কিছু খাওয়া দরকার। কিন্তু দেয়ালে টাঙানো খাবারের নামগুলোর পাশে দামগুলো দেখে আপনি আবার ঠোঁট চেটে নিলেন। একটা চিকেন বার্গারের দাম ৩৬ টাকা এবং সবচেয়ে কম দামের বিফ বার্গারের দাম ২৮ টাকা। মনটা আবার দমে গেল আপনার। ২৮ টাকা দিয়ে খাদ্যটি কিনতে আপনার দরকার আরো ১১ টাকা!

উদাস হয়ে হাঁটছেন আপনি। কিছুই ভালো লাগছে না আপনার। অর্থের এই ব্যাপার নিয়ে ভাবতেই হঠাৎ করে আপনার মনে পড়ল সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের কথা। সরকারি দুগ্ধখামার থেকে ২২টি নাদুসনুদুস গাভি আর বন বিভাগের ১০ হাজার বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা উপহার দেওয়া

www.MurchOna.com

হয়েছিল তাঁর বাগানবাড়ির জন্য। এ নিয়ে অনেকে অনেক কথাই বলেছে, কিন্তু আপনি ভাবলেন—সাইফুর রহমান সাহেব ভদ্র মানুষ, ভদ্রলোকদের কেউ উপহার দিলে সেটা তারা ফেরত দিয়ে অভদ্রতা দেখাতে চান না। আর উপহার যেহেতু দুগ্ধসমৃদ্ধ গাভি পেয়েছেন, সেটা তো তিনি রাখবেনই। বয়স হয়েছে, শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে এখন একটু খাঁটি গরুর দুধ কিংবা গরুর খাঁটি দুধ খাওয়া দরকার। এতে দোষের কিছু নেই। আর গাছ নিয়ে এবং সেই গাছ তার বাগানবাড়িতে লাগিয়ে তিনি পরিবেশবান্ধবেরই পরিচয় দিয়েছেন। গাছগুলো একদিন বড় হবে, ছায়া দেবে, সেই ছায়াতে তাঁর দুই গুণধর পুত্রের ছেলে-মেয়ে অর্থাৎ নাতি-নাতনিদের নিয়ে তিনি এক্কা-দোক্কা খেলবেন—এটাতেও দোষের কিছু নেই।

মনটা খারাপ আপনার এখনো। হঠাৎ রাস্তার পাশে একজন ট্রাফিক কনস্টেবলকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন আপনি। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ডিউটি করা এই মানুষগুলো বেতনের বাইরে মাসিক ভাতা পান ১৭ টাকা! সারা দিন রোদ-বৃষ্টি-ধুলোর মধ্যে ডিউটি করে ব্যারাকে ফিরে তারা নিজের শরীর পরিষ্কার করবে, না ধুলোয় রং বদলে যাওয়া পোষাকটা ধুয়ে নেবে। কারণ একটি মিনি সাবান, একটি কাপড়কাঁচার সাবান আর একটি মিনি প্যাক শ্যাম্পু কিনতেই শেষ হয়ে যায় পুরা টাকাটা। এগুলো দিয়ে চলে সর্বোচ্চ পাঁচ-ছয় দিন। আর বাকি পঁচিশ দিন?

কিছুটা মায়ার বশবর্তী হয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি আপনাকে বললেন, 'ভাই রে, প্রতিদিন অন্তত একবার হলেও নিজেকে অভিশাপ দিই।'

আপনি বেশ অবাক হয়ে বললেন, 'কেন?'

'মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে আসার জন্য। উন্নত দেশে একটা পোষা প্রাণী যা খেতে পায়, আমরা তা পাই না; ওদের যে স্বাধীনতা আছে, সেটা আমাদের নেই; ওরা যেটুকু সময় ঘুমাতে পারে, আমরা তার চার ভাগের এক ভাগও পারি না।'

ট্রাফিক কনস্টেবলটির দীর্ঘশ্বাসের শব্দে আপনার চোখে পানি চলে এলেও মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে গেল আপনার। আপনি তার চেয়েও ভালো আছেন এবং ভালো আছেন রংপুরের উলিপুরের সেই মহিলাটির চেয়েও—যে মহিলাটি ক্ষুধার জ্বালায় জঙ্গলের কচু সেদ্ধ করে খান প্রতিদিন!

www.MurchOna.com

জেলখানার গেটের বাইরে পা রেখেই একটু থমকে দাঁড়ালন লোকটি, বুক ভরে একটা দীর্ঘশ্বাস নিলেন, চার বছর সতের দিন পর, এই প্রথম। তারপর দুই কদম এগিয়ে গিয়ে একটু স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। চোখ দুটো টান টান করে মেলে দিলেন দিগন্ত বরাবর। মাথাটা একটু উঁচু করে আকাশের দিকে তাকালেন ছল ছল চোখে। নীলচে মেঘের সঙ্গে ভেজা তুলোর মতো ঘোলাটে কিছু মেঘ ভেসে যাচ্ছে অজানা দূরে, যে মেঘগুলো আর ফিরে আসবে না, যেমন ফিরে আসবে না তার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া চার বছর সতের দিন।

জেলখানার গেট থেকে তিনি সোজা চলে গেলেন উকিলপাড়াখ্যাত এলাকাটিতে। এটা-ওটার খোঁজ নিয়ে শেষে তিনি চলে গেলেন একটি সুপার মলে। একজোড়া বড় ইলিশ কিনলেন, কিনলেন আধা কেজি সরষেও। আরও কিনলেন বড় একটা কফির জার, এক বোতল স্পেশাল ভিনেগার এবং টুকটাক আরও কিছু। তারপর একটা রিকশা ঠিক করে সোজা চলে গেলেন মিরপুরের একটা বাসায়। কলবেল টিপতেই গৃহকর্ত্রী দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'কী চাই?'

বিগলিত হাসি দিয়ে লোকটি বলল, 'ম্যাডাম, আমি স্যারের চেম্বারে নতুন কাজ করছি। স্যার বাজার থেকে এগুলো কিনে পাঠালেন। দুপুরে স্যার নাকি বাসায় এসে সরষে দিয়ে ইলিশ দিয়ে ভাত খাবেন।'

গৃহকর্ত্রী জিনিসগুলো হাতে নিয়ে বললেন, 'আপনার কথা তো ও আমাকে বলেনি।'

'স্যার ভীষণ ব্যস্ত থাকেন, সম্ভবত আমার কথা

আই লাভ ইউ ম্যান ৪২০!

www.MurchOna.com

বলতে ভুলে গেছেন।'

'তাই হবে। ঠিক আছে, আপনি এখন আসুন।'

মাথা কিছুটা নুইয়ে ফিরে দাঁড়াতেই লোকটা আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'দুঃখিত ম্যাডাম, একটা জিনিস ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কী?' গৃহকর্ত্রীও ঘুরে দাঁড়ালেন।

পকেট থেকে একটা মোবাইল বের করে লোকটি গৃহকর্ত্রীটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'স্যারের এই মোবাইলটা আপনার কাছে রাখতে বলেছেন।'

'ওর মোবাইল আমার কাছে কেন?'

'স্যার আজ বাইরে কোথাও নাকি জটিল একটা কেসে যাবেন, সেখানে নাকি প্রায়ই মোবাইল চুরি হয়। তা ছাড়া স্যার উকিল মানুষ, ব্যস্ততার মাঝে এটা-ওটা হারিয়ে ফেলেন, তাই...। তা ছাড়া স্যার তো দুপুরে আসছেনই।'

'তাও ঠিক।'

দুপুরের ঠিক আগে লোকটি এসে আবার কলবেল টিপল উকিল সাহেবের বাসায়। উকিল সাহেবের স্ত্রী কিছুটা আনন্দ নিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বেশ হতাশার স্বরে বললেন, 'অ, আপনি?'

'দুঃখিত ম্যাডাম, স্যার এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, বাসায় আসতে পারবেন না আজ দুপুরে।'

'দুপুরের খাবার?'

'দুপুরের খাবার আমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন, আর প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসও নিয়ে যেতে বলেছেন।'

বেশ মন খারাপ করে উকিল সাহেবের স্ত্রী বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যখন এসেছেন তাহলে দুপুরের খাবারটা খেয়ে যান, তারপর ওর খাবারটা নিয়ে যান।

'এটার কোনো দরকার ছিল না ম্যাডাম।' বলেই লোকটি ডাইনিং টেবিলে বসে পড়ল এবং ইলিশ মাছের বড় একটা টুকরাসহ আরও কিছু খেয়ে তুপ্তির একটা ঢেঁকুর তুলে হাত চাটতে বেশ গদ গদ হয়ে বলল, 'ম্যাডাম, অনেক দিন পর এত ভালো রান্না খেলাম, মাছটাও কী চমৎকার স্বাদের!'

উকিল সাহেবের স্ত্রী প্রশংসিত-আনন্দে আরেক টুকরো মাছ লোকটার পাতে দিতেই সে সেটা সঙ্গে সঙ্গে মুখে দিয়ে বলল, 'এটারও দরকার ছিল না ম্যাডাম।'

www.MurchOna.com

খাবারপর্ব শেষ হওয়ার পর উকিল সাহেবের স্ত্রী বললেন, 'আপনার সাহেব খাবারের সঙ্গে আর কী কী যেন নিয়ে যেতে বলেছেন?'

'জি, মোবাইলটা নাকি এখন দরকার পড়বে, সেই মোবাইলটা দিতে বলেছেন আর স্যারের ল্যাপটপের ভেতর নাকি কী কী জরুরি ফাইল আছে সে ল্যাপটপটা, কয়েকটা প্রয়োজনীয় ছবি তুলতে হবে, তাই ডিজিটাল ক্যামেরাটাও চেয়েছেন। ভালো কথা, আলমারির ডান না বাঁ পাশে স্যারের কিছু টাকা রেখেছিলেন, সে টাকাগুলোও চেয়েছেন।'

উকিল সাহেবের স্ত্রী সবকিছু একসঙ্গে করে লোকটির হাতে তুলে দিলেন, সঙ্গে চার বক্সের একটা টিফিন ক্যারিয়ারও দিলেন, যার ভেতর সুস্বাদু খাবারগুলো সাজানো আছে।

লোকটি ঘর থেকে বের হওয়ার আগে ম্যাডামের হাতে একটা বন্ধ খাম দিয়ে বললেন, 'স্যার বলেছেন, বাসায় ফিরলেই আপনি যেন এটা তার হাতে দেন।'

সারা দিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরতেই উকিল সাহেব তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে চিঠিটি পেলেন। চিঠিটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটা খুলে ফেললেন—

উকিল সাব, আমি সামান্য একটা পকেটমার, মাত্র দেড় শ টাকা পকেট মেরে ধরা পড়েছিলাম। 'ফ্রড' বলে গালি দিয়ে আপনি আমার কেসটি হাতে নেননি, আমার স্থান হয়েছিল জেলে, তারপর বিনা বিচারে চার বছর সতের দিন। অথচ রাষ্ট্রের কয়েক কোটি টাকা মেরে দেওয়া একটা দুর্নীতিবাজকে আপনি বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন অবলীলায়, তার অনেক টাকা ছিল বলে, সে আপনাকে অনেক টাকা দিয়েছিল বলে। এবার বলুন তো দেখি, কে বড় ফ্রড—আমি, না আপনি?

পুনশ্চ : আপনার স্ত্রীর রান্না অতীব চমৎকার। আপনার পকেট থেকে মেরে দেওয়া মোবাইলটা, বাসা থেকে নেওয়া আপনার প্রিয় ল্যাপটপ, ডিজিট্যাল ক্যামেরা এবং কয়েক হাজার টাকায় আমি এখন বেশ সুখে আছি, যেমন সুখে আছে দেশের সম্পদ মেরে দেওয়া মানুষগুলো!

www.MurchOna.com

রূপনগরের সেই মহিলাকে আপনারা অনেকেই দেখেননি, সুতরাং তাঁর কথা আপনাদের মনে না-ও থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে আছে, কারণ আমরা সেই মহিলাটিকে দেখেছিলাম।

হাউ মাউ করে মহিলাটি কাঁদছেন। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় তিনি মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন। তাঁর পাশে গড়াগড়ি খাচ্ছে একটি তিন বাটির টিফিন ক্যারিয়ার, একটা চটের ব্যাগ এবং আরো কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী। রূপনগর বাসস্ট্যান্ডের সব লোক অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মহিলাটির দিকে। এরই মধ্যে এক মধ্যবয়সী লোক এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপা, আপনার কী হয়েছে?'

মহিলা কাঁদতেই থাকেন, কিছু বলেন না। আরো কয়েকবার জিজ্ঞেস করতেই তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, তাঁর মেয়ের বাচ্চা হবে, প্রথম বাচ্চা। মেয়েকে ভর্তি করা হয়েছে ঢাকা মেডিকেলে। বাসায় খবর দেওয়া হয়েছে, একটু পরই তার ডেলিভারি হবে। কিন্তু সেখানে তিনি যেতে পারছেন না। অথচ মেয়ের কাছে এ মুহূর্তে তাঁর থাকা খুব জরুরি, খুবই জরুরি।

প্রিয় শেখ হাসিনা, এ দেশে আরও মা আছেন!

প্রিয় পাঠক, আপনি কি বলতে পারবেন— কেন মহিলাটি ঢাকা মেডিকেলে যেতে পারছেন না? আপনারা একটু ভাবুন। এটা ভাবতে ভাবতেই আরেকটা ঘটনা শুনুন।

ভ্যানে করে আসছিলেন মেয়েটি। বাচ্চা হবে তার। দ্রুত তার হাসপাতালে যাওয়া দরকার, কিন্তু কোনো গাড়ি পাচ্ছিল না তার পরিবার। অবশেষে মন্থর গতির এই ভ্যানে। কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার আগেই রাস্তায় মেয়েটি

www.MurchOna.com

প্রসব করে ফেলে। সুখের ঘটনাটি হলো—খোলা রাস্তার ভেতর এ পৃথিবীতে দেহ রাখলেও নবজাতকটি ভালো ছিল।

প্রিয় পাঠক, আপনারা কি এটাও বলতে পারবেন—কেন মেয়েটি হাসপাতালে যাওয়ার জন্য কোনো গাড়ি পায়নি। আপনারা আরও একটু ভাবুন। এটা ভাবতে ভাবতেই আপনারা আরও একটা ঘটনা শুনুন।

"আমার মেয়ে পুতুল সন্তানসম্ভবা। আর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই তার বাচ্চা হবে। আগামী ৯ তারিখ ডাক্তার সময় দিয়েছে। ভেবেছিলাম কয়েকটা দিন আগেই যাব।...আমার বাসার চারদিকে শত শত পুলিশ তিন স্তরের বাঁধা তৈরি করেছে, যাতে গাড়ি নিয়ে বাসা থেকে বের হতে না পারি এবং এয়ারপোর্টও জানিয়ে দিয়েছে, আমাকে বিদেশে যেতে দেওয়া হবে না।...আমি তো মা, আমার মেয়ের মনটা ভীষণ খারাপ।...বারবার ফোন করে জিজ্ঞেস করে, 'মা, কখন আসবা?' আমি কী জবাব দেব? সরাসরি বলতে পারছি না আমি একরকম বন্দি জীবনযাপন করছি।...ব্যথায় যখন কষ্ট পাবে, মা হয়ে পাশে থাকতে পারব না। 'মা-মা' বলে যখন ডাকবে, মাকে তো পাবে না।"

ওপরের লেখাটি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কষ্টসংবলিত '...আমি মা' শিরোনামের একটা লেখার অংশ। সম্প্রতি এটা কয়েকটা দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

প্রিয় পাঠক, আপনারা কি এটা বলতে পাবেন—শেখ হাসিনা কেন আমেরিকায় সন্তানসম্ভবা মেয়ের কাছে যেতে পারলেন না? এটা ভাবতে বলছি না এ কারণে যে, ব্যাপারটা আপনারা অনেকেই জানেন। কিন্তু আপনারা সবচেয়ে ওপরের ব্যাপার দুটো কি ভেবে ফেলেছেন? যদি আপনারা ভেবেও বের করতে না পারেন, তবে বিনয়ের সঙ্গে আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি—হরতালের কারণে সেই মহিলা এবং সেই মেয়েটি হাসপাতালে যেতে পারেননি, কারণ হরতালকারীরা সেদিন কোনো গাড়ি চলতে দেয়নি রাস্তায়। এবার বলুন তো—সেদিন কে হরতাল আহ্বান করেছিলেন? বলতে হবে? দুঃখিত, বলতে লজ্জা পাচ্ছি। শেখ হাসিনা '...আমি মা' হিসেবে তাঁর কষ্টের কথা লিখেছেন, তাঁকেও বিনয়ের সঙ্গে জানাতে চাই—রূপনগরের সেই বাসস্ট্যান্ডের মহিলা, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মহিলার মেয়ে এবং রাস্তার ভেতর প্রসব করে ফেলা মেয়েটিও 'মা', তাদেরও জীবন আছে, মন আছে,

www.MurchOna.com

কষ্ট আছে, কেবল নেই হাহাকার করে করুণা পাওয়ার জন্য কোনো লেখা প্রকাশের ক্ষমতা!

সিরাজগঞ্জবাসীর আরেকটা সুখবর!

সম্ভবত এই প্রথম একই পরিবারের সবাই একসঙ্গে জেলে গিয়েছেন–জেলে গিয়েছে সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর পরিবার। কোনো দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক পরিবারের সবার একসঙ্গে জেলে যাওয়া নিয়ে সিরাজগঞ্জবাসী একটা আবেদন করতে পারে গিনেস বুক অব রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের কাছে। তারপর যদি লাইগ্যা যায়! একটা আফসোস—ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর ছেলের নামে ১৬ কোটি ৪৯ লাখ টাকা আছে। হায়, এ রকম যদি একটা বাবা পেতাম!

হে স্ত্রীগণ!

বাংলাদেশের অনেক স্ত্রী-ই আজ আলোচনায় এসেছেন। ক্ষমতার কাড়াকাড়ি নিয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের স্ত্রী রওশন এরশাদ, দুই কোটি ৪০ লাখ টাকা ঘুষ গ্রহণের মামলায় সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার স্ত্রী অ্যাডভোকেট সিগমা হুদা, আয় গোপন করে ১ কোটি ৫৮ লাখ ৫ হাজার ৭ টাকা কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব মোসাদ্দেক আলী ফালুর স্ত্রী মাহবুবা সুলতানা, স্বামীর মুক্তির জন্য সংবাদ সম্মেলন করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের স্ত্রী রেহানা জলিল, স্বামীর পরপর জেলে গিয়ে সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর স্ত্রী রোমানা মাহমুদ। আরো একজন স্ত্রী আলোচনায় এসেছেন—ভারতের গুজরাটের পূজা চৌহান। স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজনের অকথ্য অত্যাচারে প্রতিবাদ করা এ মেয়েটি। কোনো উপায় না পেয়ে তিনি রাস্তায় নেমে আসেন কেবল অন্তর্বাস পরে!

আসুন পুরুষগণ, আমরা লজ্জিত হই!

www.MurchOna.com

মাঝরাতে ভয়াবহ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায় মাশরাফি বিন মুর্তজার। ঝট করে বিছানা থেকে উঠে বসেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমে কিছু বুঝতে পারেন না। চারদিকে অন্ধকার, কোনো কিছুই দেখাও যাচ্ছে না, মাথাটাও কেমন যেন খালি হয়ে আছে। কেবল কানের ভেতর ঝিম ঝিম একটা শব্দ হচ্ছে অবিরত। একটু পর দুই ঠোঁটের মাঝখানে নোনতা একটা স্বাদ পেতেই তিনি বুঝতে পারলেন, ঘেমে গেছেন তিনি, প্রচণ্ড রকম ঘেমে গেছেন। মাথা বেয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ছে ঘাম।

মাশরাফি সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করলেন। তিনি সোজাও হলেন, কিন্তু মেরুদণ্ডটা কেমন যেন সোজা হতে চাইছে না, আপনা আপনি সেটা সামনের দিকে ঝুঁকে আসছে। মাশরাফির হঠাৎ মনে হলো—এখন ঠিক কয়টা বাজে তা জানা খুব জরুরি, খুবই জরুরি। কারণ তিনি শুনেছেন, ভোররাতের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। আর এখন যদি ভোররাত হয় এবং একটু আগে দেখা স্বপ্নটা যদি সত্যি হয়ে, তাহলে...। আর ভাবতে পারলেন না তিনি। মাথার ঘামগুলো আরো বেগবান হয়ে নিচের দিকে নামছে। এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে—তাঁর মাথার ওপর বোধহয় সিটি করপোরেশনের নব ছাড়া একটা কল বসানো আছে, গলগল করে সেখান থেকে ঘাম বের হচ্ছে।

শ্রীলঙ্কা থেকে লঙ্কা খাওয়া চেহারা নিয়ে তাঁরা যখন দেশে ফিরবেন, তারপর...!

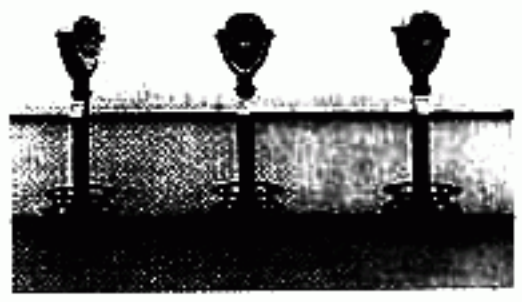

বুকে একটু সাহস এনে খাট থেকে নামার চিন্তা করলেন মাশরাফি। কিন্তু একটু এগিয়ে যেতেই ক্যাচ করে একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেলেন তিনি, ভয়ে-আতঙ্কে। কিছুক্ষণ

www.MurchOna.com

সেভাবে বসে থেকে হঠাৎ মুচকি একটা হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে—হায়! খাটের শব্দেও তিনি ভয় পাওয়া শুরু করেছেন!

খাট থেকে অবশেষে নামলেন মাশরাফি। চেনা বেডরুমটা অচেনা মনে হচ্ছে। তাই এক হাত সামনে বাড়িয়ে, অন্ধকার পেরিয়ে, লাইটের সুইচটা টিপে সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। বুকের ভেতরটা একটু শান্ত হয়ে এল—না, এখন ভোররাত না। ভোররাত হতে আরও বেশ কিছু সময় লাগবে।

ঘুম আর আসছে না মাশরাফির। হঠাৎ করে মোহাম্মদ আশরাফুলের কথা মনে হলো তার। অধিনায়কত্বের প্রথম টেস্ট আর ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার কাছে গো-হারা হেরে কেমন যেন মুষড়ে পড়েছেন। বেচারার চেহারার দিকে আর তাকানো যায় না। কী উচ্ছল ছেলেটা কেমন বিমর্ষ হয়ে গেছে! তিনি অবশ্য আন্তরিকভাবে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। নইলে অনেকে আবার ভাববে, আশরাফুল অধিনায়ক হওয়ায় তিনি ঈর্ষায় ভুগছেন।

ঘরের সোফাটায় দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বসতে বসতে মাশরাফি ভাবলেন—এ বাজে পরাজয়ের জন্য কী তারা সবাই দায়ী নন? একটু ভেবে মাশরাফি নিজেকেই নিজে রায় দিলেন—হ্যাঁ, তারা সবাই দায়ী। আর সমস্যাটা হচ্ছে এখানেই। এতগুলো বছর যাওয়ার পরও যদি এভাবে হারতে হয়! দেশের জনগণের কাছে আর মুখ দেখানোর উপায় কই? বাইরে বের হতে তাই লজ্জা লাগছে। তিন দিন ধরে একদম ঘরের বাইরে বের হওয়া হচ্ছে না। কিন্তু অনেকেগুলো প্রয়োজনীয় কাজ করতে হবে, এ জন্য বাইরে যেতে হবে তাঁকে।

না ঘুমিয়ে সকাল করে ফেললেন মাশরাফি। আজ যেতেই হবে বাইরে। অনেক ভেবে একটা উপায় বের করলেন। সারা মুখে দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে ফেললেন তিনি। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশান্তির একটা হাসি দিলেন। না, তাকে দেখে এখন কেউই চিনতে পারবে না, এমনকি তার স্ত্রীও না। মেকআপটা আরও একটু ভালো করে নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে এলেন মাশরাফি।

বাজারের কাছাকাছি আসতেই বোরকা পরা এক মহিলা কেমন খ্যাসখ্যাস গলায় বললেন, 'কেমন আছ, মাশরাফি?'

www.MurchOna.com

চমকে উঠলেন মাশরাফি। অবাক চোখে বোরকাওয়ালির দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দ্রুত সরে এলেন বাজারের কাছ থেকে। মনটা খারাপ হয়ে গেছে তাঁর। না, আজ কোথাও যাবেনই না তিনি। বাসায় ফিরে এলেন চুপি চুপি। সারাদিন বাসায় কাটিয়ে সন্ধ্যার দিকে মাশরাফি বেশ হাঁপিয়ে উঠলেন। না, আর ভালো লাগছে না। আরও একটু অন্ধকার হলেই তিনি বাসা থেকে বের হবেন। দাড়ি-গোঁফ লাগানোর পরও যেহেতু রাস্তার লোকজন তাঁকে চিনে ফেলছে, সুতরাং এখন অন্য রকম সাজে বের হতে হবে তাঁকে। যেই ভাবা সেই কাজ।

আলমারিটা খুলে বউয়ের একটা শাড়ি বের কররেন মাশরাফি। তারপর বউয়ের সাহায্য ছাড়াই সেটা পরে ফেললেন খুব ভালো করে। আগের মতোই আয়নার সামনে গেলেন অবশেষে। মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবারও। তবে এবার মুগ্ধ হওয়ার দুটো কারণ আছে। এক. এবারও তাঁকে চেনা যাচ্ছে না, দুই. শাড়ি পরলে যে তাকে এত সুন্দর লাগে এটা তিনি জানতেন না! অবশ্য তাঁকে একটু লম্বা লম্বা লাগছে।

মাশরাফি এখনই বাসা থেকে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে, বেশ অন্ধকার হয়েছে চারদিকে। তবু কী একটা দোয়া পড়ে বুকে ফুঁ দিয়ে পা রাখলেন বাসার বাইরে। তার আগে কপালে একটা লাল টকটকে টিপ পরে নিলেন তিনি।

বাজারের কাছাকাছি এলেন মাশরাফি। বুকটা ধক্ করে উঠল। তিনি একটু দাঁড়ালেন। না, সেই বোরকাওয়ালি আজ নেই। শঙ্কিত পায়ে তিনি আবার এগোতে লাগলেন। চৌরাস্তার মোড়ে আসতেই চমকে উঠলেন মাশরাফি। সেই বোরকাওয়ালি তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। কাছে এসেই বোরকাওয়ালি বললেন, 'আজকে তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে মাশরাফি। বাইরে বের হওয়ার জন্য তুমি কি শাড়িটি নতুন কিনেছ?'

'ঠিক...।' একটু ইতস্তত করে মাশরাফি বললেন, 'না।'

'তাহলে এটা কার শাড়ি—তোমার বউয়ের?'

'হ্যাঁ।' মাশরাফি একটু থেমে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি আমাকে চিনলেন কীভাবে?'

বোরকার আড়াল থেকে বের হয়ে এসে ম্লান হেসে মহিলাটি বললেন, 'আমি যে আশরাফুল!'

www.MurchOna.com

দুজন কৃতী সন্তান

খুব বেশি বোধ ছিল না তাদের, কখনোই না। তাঁরা দুজন কখনো জানতেনই না বন্যার জলে রং কী, তারা জানতেন না বন্যার জল এলাকায় আসার ভয়াবহ শব্দ কেমন, তাঁরা জানতেন না বন্যার জলে আস্তে আস্তে চারপাশে ডুবে যাওয়ার সময় সব হারানো মানুষের বুকের ভেতরটা কেমন করে।

তাঁরা এও জানতেন না বন্যার জলে ভেসে যাওয়া কয়েকদিন আগে পৃথিবীতে আসা সন্তানের মায়ের বুকের ভেতরটা কত রকম আকার নিয়ে ফেটে যায়, যে মা আটাশির বন্যার পর এখনো অস্বাভাবিক, এখনো যিনি সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা দিয়ে স্বল্প বসনে হেঁটে বেড়ান আর বিড়বিড় করে কী যেন বলেন। তাঁরা জানতেন না জিয়ার মোড় নামক এলাকাটি প্রতি বছরই একটু একটু করে ভেঙে যাওয়ায় কত মানুষ স্রেফ ভিখারিতে পরিণত হয়েছে, যাদের ক্ষুধার্ত পদযাত্রায় সিরাজগঞ্জের প্রতিটি ধূলিকণা গুমরে গুমরে কাঁদে। তাঁরা জানতেন না যমুনার চরে বাস করা মানুষ প্রতিবছর বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে একসময় কোনো কিছু না পেয়েই আস্তে আস্তে মারা যায়।

সিরাজগঞ্জের কৃতী সন্তানেরা জানেন কি-বন্যার জলে ডুবে গেছে সিরাজগঞ্জ!

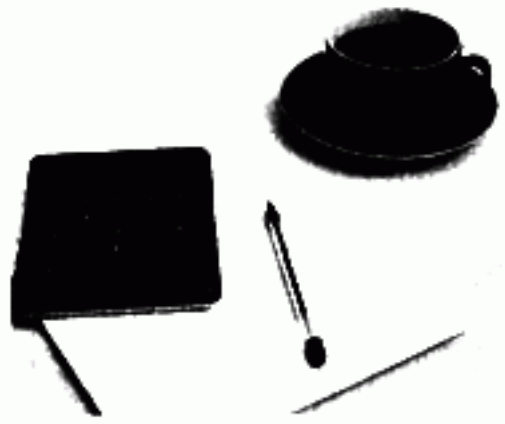

নির্দ্বিধায় বলা যায়, তাঁরা দুজন কখনো বন্যার জলের ভেতর পাঁচ মিনিটের বেশি গামবুট পরিহিত পা ডুবিয়ে রাখতেন না। গুটি কয়েক চিঁড়া-মুড়ির প্যাকেট নিয়ে নিরাপদ কোনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে দান করতেন বন্যার্ত মানুষের মাঝে, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি থাকত না সেসব

www.MurchOna.com

অনাহারীদের মুখের দিকে, তাঁরা তাকিয়ে থাকতেন টিভির ক্যামেরার দিকে, তাঁদের দান করার দৃশ্য ঠিকমতো ধারণ করা হচ্ছে কি না সেদিকে। তারপর তাঁরা ঢাকা শহরে এসে, আরাম করে সোফায় বসে, মুরগির ঠ্যাং চিবাতে চিবাতে তাদের নিজস্ব সম্পত্তি বিটিভিতে সেই দান করার অভিনয়-দৃশ্য দেখতেন।

দুঃখিত, সে দুজন কৃতী সন্তানকে (!) এবার আর আমরা এ বিপদের সময় কাছে পাব না, তাদের দান করার কৌতুকপূর্ণ দৃশ্যও টিভিতে দেখতে পাব না, তাঁদের মায়াকান্নাময় মুখও দেখতে পাব না আর। কারণ আমাদের সিরাজগঞ্জের সেই দুই কৃতী সন্তান মোহাম্মদ নাসিম আর ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু দুর্নীতির দায়ে জেলে, এবারে বন্যায় টিভিতে মুখ দেখাতে না পারার দুঃখের নিঃশব্দে কাঁদছেন।

জলে ভাসা মানুষ

যমুনা বিধৌত সিরাজগঞ্জের মানুষ প্রতিবছর পানির ভয়াবহতা দেখতে অভ্যস্ত। তারা এও দেখে অভ্যস্ত—প্রতিবছর বন্যা এলেই যমুনার জলে সিমেন্ট নির্মিত এক ধরনের ব্লক ফেলার প্রতিযোগিতা, সেখানে এক শ ব্লক ফেললে নাকি এক হাজার ব্লক ফেলার বিল হয়! তারপর সে টাকা ভাগাভাগি হয় প্রশাসনের লোকজন আর ব্লক বানানোর ঠিকাদারের মধ্যে। এভাবে প্রতিবছর! সিমেন্টের চেয়ে বালির উপস্থিতি বেশি থাকা ব্লকগুলো পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়, মিশে যায় পানিতে—যেই লাউ সেই কদু, ভাঙতে থাকে শহর রক্ষা বাঁধ।

শহরের মানুষ আরও দেখে অভ্যস্ত—দুই দলের এক দল কিছু কাজ করে ক্ষমতাহারা হলে আরেক দল ক্ষমতায় এসে সে কাজে আর হাত দেয় না, তারা ফিরেও তাকায় না একটু একটু করে ক্ষয়ে যাওয়া শহরের দিকে।

তারপর...

তারপর একদিন মাঝরাতে বাঁধ ভেঙে শহর ভেসে যায়, মানুষের আবাস ভেসে যায়, মানুষ ভেসে যায়। কেউ কেউ কোনো কিছু আঁকড়ে ধরে বুকপানিতে কাটিয়ে দেয় অনিদ্র প্রহর। আগুনে পুড়লে কিছু না কিছু থাকে, কিন্তু পানিতে ভেঙে গেলে? কিছুই থাকে না। এই 'কিছুই না থাকা' নিয়ে এই মুহূর্তে ভেসে আছে সিরাজগঞ্জের প্রায় অর্ধলক্ষ মানুষ। মানুষের অপেক্ষায়

www.MurchOna.com

থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে তারা এখন অপেক্ষায় আছে কোনো এক দেবদূতের—যে তাদের মুখে এক আঁজলা বিশুদ্ধ পানি দেবে, এক মুঠো শুকনো খাবার দেবে, মাথার ওপর রাখবে এক টুকরো শীতল ছায়া।

দিন চলে যায় আশায় আশায়!

আরও কৃতী সন্তান

আমাদের আরও অনেক কৃতী সন্তান আছেন। দেশের অন্যতম সেরা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কুদরত-ই-খুদা তালুকদার; ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; চলচ্চিত্র নায়ক আশরাফ উদ্দিন আহমেদ উজ্জল; কণ্ঠশিল্পী শাকিলা জাফর; চিত্রগ্রাহক আনোয়ার হোসেন বুলু; কবি মোহন রায়হান; টিভি অভিনেতা তৌকীর আহমেদ, জাহিদ হাসান; নাট্যকার মান্নান হীরা; আলোক পরিকল্পক ঠাণ্ডু রায়হান; আলমগীর সামসুল আলামিন কাজল, পরিচালক, সামসুল আলামিন গ্রুপ; প্রকৌশলী মোশাররফ হোসেন, ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপ; চয়ন ইসলাম, চেয়ারম্যান ও পরিচালক, তেপান্তর ফিল্ম সিটি এবং আরও অনেকে।

আপনারা জানেন কি—আপনাদের সিরাজগঞ্জ এখন পানির নিচে, সেখানে বন্যার পানিতে ডুবে থাকা মানুষ এখন না খেয়ে থাকে, হাহাকার করে, তাদের চোখের পানিতে প্রতিদিন একটু একটু করে বৃদ্ধি পায় বন্যার ঘোলা জল!

www.MurchOna.com

খবরগুলো পড়ার পরপরই টের পেলাম মাথায় দুটো শিং গজিয়েছে আমার, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে, শরীর হয়ে গেছে কঙ্কালের মতো। মানে আমি ভূত হয়ে গেছি। রূপকথার গল্পে ভূতরা সব পারে, যখন যা হতে চায় হতে পারে, যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারে মুহূর্তেই, এখন আমিও পারি। খবরগুলো সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আমি তাই চলে গেলাম দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। তারপর?

ভাতের সঙ্গে একটা কেঁচো ছিল, সেটা ফেলে দিয়ে পচা সবজি দিয়ে বেশ তৃপ্তি নিয়ে দুপুরের খাবারটা খেয়ে ফেললাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে যে এত চমৎকার খাবার রান্না হয় তা জানা ছিল না আমার। সালাদের বদলে কেঁচো, তাজা সবজির বদলে পচা সবজি—ওয়াও! কী ইউনিক আইডিয়া! আমার মতো অনেকেই খাচ্ছে, মজা নিয়ে খাচ্ছে, তাদের খাওয়া দেখে আমার আবার একটু ক্ষুধা লেগে গেল। পচা সবজি দিয়ে আমি আরও এক প্লেট খাবার খেয়ে নিলাম। তারপর স্রষ্টার শুকরিয়া আদায়ের জন্য বললাম—আলহামদুল্লিাহ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে মনে হলো—না, এখানে সবজি-টবজি কিছু খাব না, মাংস খাব। ক্যান্টিনের চেয়ারে বসেই একটা বয়কে ডেকে বললাম, 'ভাতের সঙ্গে কী কী আছে?'

ঈশ্বরের মতো যারা আমাদের মাথার ওপর আছেন!

বয় এক নাগাড়ে বলে গেল, 'মাছ, ভাজি, ডাইল, ভর্তা, মাংস।'

'কিসের মাংস আছে?'

'শেয়াল আর কুকুরের। তবে এগুলো আমরা খাসির মাংস বলে বিক্রি করি। শুধু আপনাকেই আসল কথাটা বললাম।'

কান্টিনের চারপাশটা একবার দেখে নিলাম আমি। সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে। সবাই

www.MurchOna.com

খাচ্ছে, সুতরাং আমার খেতে অসুবিধা কোথায়? পুরো তিন প্লেট ভাত আমি খেয়ে ফেললাম শেয়াল আর কুকুরের মাংস দিয়ে। সত্যি, কোনোভাবেই টের পাওয়া যায় না—কুকুর আর খাসির মাংসের পার্থক্য।

বেশ ফুরফুরে মন দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। নতুন ধরনের এসব খাবার খেয়ে অন্য রকম এক আনন্দ হচ্ছে। কারণ এসব খাবার তো আর সব জায়গায় পাওয়া যায় না। এসব ভাবতে ভাবতে চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাম। এসেই মনে হলো—এখানে কোনো নতুন ধরনের খাবার পাব তো?

কিছুটা দ্বিধা নিয়ে ক্যান্টিনে এসে বসলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে থেকে আশপাশটা দেখে নিলাম। আশ্চর্য, সবাই খুব মজা করে ডাল খাচ্ছে। কেউ বাটিতে নিয়ে খাচ্ছে, কেউ ভাতের প্লেটে নিয়ে খাচ্ছে, কেউ চামচে নিয়ে খাচ্ছে, যে যেভাবে পারছে খাচ্ছে, শব্দ করে খাচ্ছে। সবার খাওয়ার শব্দে পেটের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্যান্টিন বয়কে ডাকলাম। বয়টা কাছে আসতেই বললাম, 'এখানে স্পেশাল কী আছে?'

আকর্ণ হাসি হেসে বয়টি বলল, 'ডাইল।'

'ডাইল!'

'হ্যাঁ, ডাইল। তবে আপনি যে ডাইল মনে করেছেন সে ডাইল না, রান্না করে খাওয়ার ডাইল।'

'এখানে এত কিছু থাকতে ডাইলটাই স্পেশাল কেন?'

'তা বলা যাবে না।' বয়টি আর কিছু না বলে হন হন করে হেঁটে গেল অন্য একটা টেবিলে সেখানে পুরো একবাটি ডাল শেষ করেছেন একজন ছাত্র, আরও ডাল চায় সে। একটু পর বয়টা আরেক বাটি ডাল নিয়ে তার টেবিলের সামনে রাখল, সঙ্গে সঙ্গে সে চুমক দিয়ে খালি করে ফেলল বাটিটা।

ডাল খাওয়া দেখতে দেখতে কেমন ডালের নেশা পেয়ে বসল আমাকে। ভাতের সঙ্গে আমি তাই পুরো তিন বাটি ডাল সাবাড় করে দিলাম। তারপর বাসায় এসে আরাম করে প্রথম আলোটা আবার পড়তে থাকি—চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ হলেই মসুর ডালের পরিবর্তে পরিবেশন করা হচ্ছে কম দামের বুটের ডাল, যা 'ঘোড়ার খাবার' নামে পরিচিত। খবরটা পড়ে বেশ জোরেসোরে একটা ঢেঁকুর দিলাম আমি, কিন্তু ঢেঁকুরের শব্দটা অবিকল ঘোড়ার ডাকের মতো শোনাল।

রাতে খুব ভালো ঘুম হয়েছে। এবার ভালো একটা নাশতা করা দরকার। নাশতার কথা মনে হতেই শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে পা রাখলাম। বয় এসে নাশতা দিয়ে গেল। নাশতার দিকে তাকিয়ে আনন্দে ভরে

www.MurchOna.com

উঠল মনটা। পরোটা আর সবজির সঙ্গে দুটো রান্না করা তেলাপোকা সাজানো আছে প্লেটে! হুররে! তেলাপোকা দিয়ে নাশতা! কোনো দিন খাইনি।

দুপুর হতেই মনটা বলে উঠল—আজ অন্য রকম কিছু একটা খাব। যা ভাবা তাই কাজ, চলে গেলাম পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। আজ এখানে রান্না করা হয়েছে দশ দশটা মরা মুরগি! এ মুরগিগুলো ভালো মুরগির মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে এমন একটা তরকারি রেঁধেছে, কী আর বলব, মরা মুরগির মাংসের যে এত স্বাদ জানতাম না।

তারপর একদিন...

খুনের দায়ে রুমানিয়ার পাভেল মির্চার ২০ বছর সাজা হলেও তিনি এই শাস্তি ভোগ করতে রাজি নন। তাঁর এক কথা, 'আমার অপরাধের দায়ভাগ ঈশ্বরকেও নিতে হবে, কারণ ব্যাপ্টিজমের সময় ঈশ্বরের সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছিল, তিনি সব ধরনের অশুভ কাজ থেকে আমাকে বিরত রাখবেন। কিন্তু তিনি চুক্তিভঙ্গ করেছেন, আমাকে সঁপে দিয়েছেন শয়তানের হাতে। আর সে শয়তানই হত্যাকর্মে প্ররোচিত করেছে আমাকে। সুতরাং ঈশ্বর চুক্তিভঙ্গ করেছেন।' তাই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকেছেন মির্চা।

প্রতিদিন এত কিছু ভেজাল খাচ্ছি আমরা। ভেজাল খেতে খেতে যদি আমরা ভেজাল মানুষে পরিণত হই, যদি আমরা দুর্নীতিবাজ হই, কালোবাজারি হই, রাষ্ট্রের অর্থ লুণ্ঠনকারী হই, চোর হই, ডাকাত হই, তবে তার শাস্তি আমরা একা ভোগ করতে রাজি নই। আমরা প্রতিবছর কর দিই, সেই করের টাকায় রাষ্ট্রের কিছু মানুষ চলে, যাদের দায়িত্ব এসব দেখে রাখা, আমাদের ভালো রাখা। তারা ব্যর্থ, সুতরাং আমরাও তাদের বিরুদ্ধে মামলা করব।

পাভেল মির্চার মামলা খারিজ করে দিয়ে রুমানিয়ার আদালতের এক মুখপাত্র জানান, 'অনেক চেষ্টা তদবিরেও আমরা কোথাও ঈশ্বরে ঠিকানা খুঁজে পেলাম না, তাঁর কোনো আবাসিক ঠিকানা নেই।'

সুখবর হচ্ছে—আমরা যাদের বিরুদ্ধে মামলা করব তাদের আবাসিক ঠিকানা তো আছেই, সরকারি জমি দখল করে তাদের তিন-চারটা করে বাড়ি আছে, তারা রাষ্ট্রের অর্থ মেরে ব্যাংকে কয়েক কোটি টাকা জমিয়েছে, কর ফাঁকি দিয়ে কয়েকটা করে দামি গাড়ির মালিক হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে—অপ্রদর্শিত এ অবৈধ সম্পদগুলো সবই বৈধ করা যাবে পরিপূর্ণ কর দিয়ে। যারা বেঁচে আছে ঈশ্বরের মতো, থাকবেও ঈশ্বরের মতো—ধরাছোঁয়ার বাইরে, নিরাপদে, আনন্দে!

www.MurchOna.com

প্রিয় বাচ্চারা, আজ তোমাদের প্রথমেই শোনাব একটা রাক্ষসের গল্প।

রাক্ষসটা দেখতে খুব সুন্দর ছিল। তার দুটো শিং ছিল, সে শিং দুটো ছিল আবার সোনালি রঙের। একটু আলো পড়লেই ঝকঝক করে উঠত শিং দুটো। একদিন শিং নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেখানে দুটো খাঁটি সোনার শিং লাগিয়েছিল সে। সোনার হলেও সে দুটো ছিল নকল শিং, যা দেখে লোকজন হাসাহাসি করত। চোখ ছিল তার তিনটি। দুটো থাকত মাথার দু পাশে, আরেকটি রাখত সে তার শাড়ির আঁচলে বেঁধে। ঘুমানোর সময় মাথার পাশের চোখ দুটো যখন বন্ধ থাকে তখন আঁচল থেকে বের করে অন্য চোখটি বালিশের পাশে রাখত সে, যাতে কেউ আক্রমণ করতে এলে সেই চোখটা তা দেখে তাকে জাগিয়ে দিতে পারে। তার মুখ থাকত সব সময় বন্ধ, কারণ সে একটু হাঁ করলেই মুখ থেকে আগুন বের হয়ে সামনের সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে দিত। দাঁতগুলো ছিল তার তলোয়ারের মতো ধারালো এবং তীক্ষ্ণ, যা কামড়ে ধরত তা-ই ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। তার হাত দুটো এত লম্বা ছিল যে, ইচ্ছে করলেই আকাশের চাঁদ স্পর্শ করতে পারত সে। আর পা দুটো ছিল তার একটু খাটো খাটো, এর মধ্যে আবার একটা ছিল আরেকটার চেয়ে ছোট, ফলে সে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত। কিন্তু এ খোঁড়া পা নিয়েই সে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াত। তার একদিন শখ হলো—একটা মানুষকে বিয়ে করবে, একজন মানুষের বউ হবে সে। রাক্ষস থেকে মানুষ সেজে সে একদিন হলোও তা-ই।

প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা যারা রূপকথার গল্প শুনতে ভালোবাসো!

www.MurchOna.com

বিয়ের পর লোকটা যখন বাজার থেকে মাংস কিংবা আস্ত মুরগি নিয়ে আসত, তখন তা কাটার সময় সবার আড়ালে অর্ধেক কাঁচা মাংস খেয়ে ফেলত সে। একদিন তার স্বামী সেটা দেখে ফেলে এবং এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেই রাক্ষসটা স্বরূপে ফিরে এসে তার স্বামীকেও খেয়ে ফেলে, তারপর আবার সে জঙ্গলে ফেরত চলে যায়।

এবার তোমাদের একটা ভূতের গল্প শোনাব।

নাকটা অসম্ভব লম্বা ছিল ভূতটার। নাকি স্বরে কথা তো সে বলতই, একটু বেশিই বলত। অনেকে তাকে কম কথা বলতে অনুরোধ করত, কিন্তু সে চলত তার মতো, সারাক্ষণ বকবক করে যেত। ভূতটার আরেকটা স্বভাব ছিল—সে সব সময় তার বাবার গরম দেখাত। তার বাবা নাকি এটা করেছে, ওটা করেছে। এভাবে কথা বলতে বলতে সে একদিন নিজেই ভীষণ বিপদে পড়ে গেল। তারপর অনেক দিন তাকে সকলের সামনে দেখা যায়নি। কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল সে।

রাক্ষস, ভূত বাদ দিয়ে তোমাদের এবার একটা গাধার গল্প বলি।

গাধাটা না ভীষণ দুষ্টু ছিল। তার একটা বউ ছিল, কিন্তু বউকে বাদ দিয়ে অন্য সব মেয়ে গাধার সঙ্গে মিশত সে, তাদের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলত, তাদের নিয়ে এখানে-সেখানে বেড়াত। বউ থাকতে একসময় সে আরেকটা মেয়ে গাধাকে বিয়েও করে ফেলে। কিছুদিন পর কী মনে করে তাকে আবার ত্যাগও করে। এ নিয়ে মহা হাসাহাসি।

গাধাটার একসময় খুব ক্ষমতাও ছিল, কিন্তু সে আজ লেজহারা শেয়ালের মতো। কারণ তার প্রথম বউ তার বিরুদ্ধে কথা বলে ইদানীং, কাজ কর্মও করে তাকে কিছু না জানিয়ে। এ নিয়ে গাধার আর দুঃখের শেষ নেই।

এবার তোমাদের অদ্ভুত একটা ছাগলের গল্প বলব—রামছাগল। রামছাগল চেন তো তোমরা?

রামছাগলের সবচেয়ে বড় গর্ব হচ্ছে–বিশাল বড় বড় দুটো কান আছে তার। কারণ একটা এমনই মাহাত্ম্য যে, তার কান ধরে টানলেও সে কোনো রকম মাইন্ড করে না, বরং কান দুটো এগিয়ে দেয়। তার এই নির্লজ্জতা নিয়ে সে একদিন অনেক কিছু করে বসে, অনেক ক্ষমতাশালী হয় সে।

www.MurchOna.com

রামছাগলটির একটা বদনাম আছে। তাকে সবাই বেইমান বলে ডাকে। কারণ একটা ভীষণ দুর্যোগের সময় সে নাকি তার এলাকার লোকদের কোনো সাহায্য তো করেইনি, বরং শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল।

কী, কেমন লাগল গল্পগুলো?

ভালো?

যা-ই লাগুক, এর চেয়ে ভালো কোনো গল্প এ মুহূর্তে আমার জানা নেই।

দুঃখিত।

তোমাদের কোনো ঘাসফুলের গল্প বলতে পারতাম আমি, মানুষকে আলো দেওয়া কোনো তারার গল্প বলতে পারতাম, প্রতিদিন ঘুম ভাঙানো কোনো পাখির গল্প বলতে পারতাম, লাল-নীল কোনো প্রজাপতির গল্প, ফড়িংয়ের গল্প, ঘুড়ির গল্প, এমনকি কুলকুল করে বয়ে যাওয়া কোনো নদীর গল্পও করতে পারতাম আমি।

কত গল্প আছে আমার!

এবার একটা সত্যি কথা বলি? তোমাদের আজ আমি যে গল্পটা বলতে চেয়েছিলাম, সেটা আমি ভুলে যাইনি, কিন্তু বলা হয়নি তোমাদের সেটা।

কেন হয়নি?

তা তো জানি না।

কেবল বুকের ভেতর টগবগ করা সে গল্পটা রেখে দিয়েছি সযতনে। একদিন সে গল্পটা শোনাব তোমাদের। তার আগে আরেকটা কথা বলি—না থাক, কী দরকার!

www.MurchOna.com

বৃষ্টিমুখর ঘুম ভাঙার পর

ঘুম থেকে উঠেই যেদিন দেখি বৃষ্টি হচ্ছে, সেদিন একজনকে হৃদয় দিয়ে স্মরণ করি। শাঁখারী বাজারের পরিতোষ সাহা খুব ভক্তিসহকারে ডাকেন ভগবানকে, মোহাম্মদপুরের মো. আজিজ মিয়া ডাকেন আল্লাহকে, মণিপুরিপাড়ার সুব্রত গোমেজ ডাকেন যিশুকে। কেবল আমিই ডাকি অন্য একজনকে এবং আমার বিশ্বাস—আমার আশপাশে যাঁরা বাস করেন তাঁরাও তাঁকে ডাকেন, মনে-প্রাণে ডাকেন।

বাসা থেকে বের হওয়ার পরও তাঁর কথা ভাবি, ক্ষণে ক্ষণে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাঁর মুখ, মনের ভেতর আলোড়ন তোলে তাঁর কর্ম। কখনো কখনো ভাবি, আহা, এই না হলে তিনি।

রাস্তা দিয়ে আসার সময় তাঁর কথা আরও বেশি মনে পড়ে যায়। কংক্রিটের রাস্তার মাঝে পানির ছলাৎ ছলাতে যে ছন্দ ভেসে আসে, মনে হয় এ যেন তার সৃষ্টি করা এক অবিস্মরণীয় সুর, যা কেবল মূর্ছনা তোলে—মনে, প্রাণে, হৃদয়ে, অন্তরে।

তারপর কখনো হঠাৎ সে পানির মাঝে পড়ে গিয়ে মুখ দিয়ে বের করেই ফেলি—

চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা

ওরে খোকা, ওরে আমার চাচা!

আমাদের সেই আর্তি, সেই আকুতি সাদেক হোসেন খোকার কানে পৌঁছায় না। সিটি করপোরেশনের প্রতিবছর বাজেট করা টাকার আড়ালে তিনি ঘুমিয়ে থাকেন। আর আমরা যারা মিরপুরে বাস করি—তারা একটু বৃষ্টিতেই জমে

এই আর কি!

www.MurchOna.com

ওঠা রাস্তার পানিতে সাঁতার কাটি, নৌকা চালাই, ভ্রাম্যমাণ মাছ চাষ করি। তারপর আরও একদিন, আরও একদিন বৃষ্টি, আমাদের ঘুম ভাঙা এবং ভেঙেই আমাদের স্মরণ করা—খোকা, ওরে খোকা!

আব্বা, আমি জেলে যাব

নিলয় তার বাবাকে খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, 'বাবা, আজ অফিস থেকে বাসায় ফেরার সময় ভালো ভালো অনেক ইফতারি নিয়ে এসো। দ্রব্যমূল্যের এই চরম বাজারে নিলয়ের বাবা অফিস থেকে ফিরলেন দু-তিন পদের ইফতারি নিয়ে। প্রচণ্ড মন খারাপ হয়ে গেল নিলয়ের। সে বেশ রেগে গিয়ে বলল, 'আব্বা, আমি জেলে যাব।'

নিলয়ের বাবা চোখ বড় বড় করে বললেন, 'কেন, জেলে যাবে কেন?'

নিলয় সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আলো পত্রিকাটা এনে বাবার সামনে মেলে ধরল। নিলয়ের বাবা পড়তে লাগলেন খবরটা—বিশেষ কারাগারে আটক দুই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার জন্য বিশেষ ইফতারও সেহরির ব্যবস্থা করেছে কারা কর্তৃপক্ষ। তাঁদের ইফতারির তালিকায় রয়েছে বুট, পেঁয়াজু, বেগুনি, আলুর চপ, কপির চপ, মুড়ি, খেজুর, পাকা পেঁপে, আপেল নাশপাতি, আঙুর, জিলাপি, শরবত, ফিরনি। সেহরিতেও থাকবে বিশেষ খাবার।

নিলয়ের বাবা পেপার থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার নিলয়ের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে নিলয় আবার বলল, 'আব্বা, আমি জেলে যাব, মজার মজার খাবার খাব!'

একটি রচনা লেখো : একজন নির্লজ্জ

সাইফুর রহমান নামে একজন অর্থমন্ত্রী ছিলেন বাংলাদেশে। বড় বড় কথা বলতেন তিনি। ছোট বাচ্চাদের টিফিনে নুডুলস দেওয়ার দরকার কী, আলু দিলেই ভালো; অতিথি পাখিদের কি আমরা দাওয়াত দিয়ে এনেছি, তাদের ধরে ধরে রান্না করে খেলে দোষ কোথায়—আরও কত কথা বলেছেন তিনি। অথচ তিনি কর দিতেন না, সরকারি টাকায় খামার করেছেন, দুই ছেলেকে বানিয়েছেন দুর্নীতিবাজ আর তাঁর এলাকা এবং আশপাশ এলাকার সবকিছু করেছেন নিজের নামে, স্ত্রীর নামে।

www.MurchOna.com

অবশেষে...

তুখোড় এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন এক সন্ত্রাসীর, 'আচ্ছা, আপনি ঘুষ খান?'

'জি, খাই।'

'ছিনতাই করেন?'

'সুযোগ পেলে মাঝে মাঝে করি।'

'কেউ আপনার সাহায্য চাইলে তাকে কি আপনি বিপদে ফেলেন?'

'হ্যাঁ, এভাবে বিপদে ফেলে তার কাছ থেকে কিছু আদায় করি আর কি।'

'রাতে রাস্তায় যে মেয়েদের দেখা যায় তাদের কি ব্যবহার করেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'কখনো কোনো মানুষকে উপকার করেছেন আপনি?'

'প্রশ্নই আসে না।'

'গুড। শেষ প্রশ্ন—রাজনীতি করেন?'

'না।' সন্ত্রাসীটি ঘৃণাভরা চেহারায় বলে, 'অতটা খারাপ হইনি এখনো!'

www.MurchOna.com

যদি আপনি প্রথম আলো বন্ধুসভার কোনো সদস্য হতেন অথবা বানের জলে ভেসে যাওয়া মানুষদের সহমর্মী হতেন কিংবা কেবল মমতাময় একজন মানুষ হতেন, তাহলে ৬ আগস্ট '০৭-এর সকালবেলায় আপনার ঘুম ভাঙত এক কর্তব্যবোধের তাড়নায়। তারপর আপনি সিরাজগঞ্জ জেলার রহমতগঞ্জ গ্রামের বুক চিরে যে খালটা গেছে, যে খালের ওপর কাজীপুরগামী রাস্তায় একটা পুল আছে, তার পাশে এসে দাঁড়াতেন। দেখতেন, শত শত নৌকার মাঝে একটা ব্যতিক্রমী নৌকা, যে নৌকায় কোনো মানুষ নেই, কেবল সৌন্দর্যমণ্ডিত ড্রইংরুমে সাজানো পুতুলের মতো থরে থরে অনেক প্যাকেট সাজানো আছে সে নৌকাতে। আপনি একটু ভালো করে তাকাতেই আরও দেখতে পেতেন—সে প্যাকেটগুলোতে চিঁড়া আছে, গুড় আছে, একটা গ্যাস লাইট আছে, একটা মোমও আছে।

নৌকাতে পা রাখলেন আপনি। সামান্য দুলে উঠল নৌকাটা। আপনার পেছনে আরও কয়েকজন উঠলেন। উঠলেন নৌকার মাঝিও। যন্ত্রচালিত সে নৌকার যন্ত্রটা চালু করতেই ভট ভট শব্দ করে চলতে লাগল সেটা অজানা অভিমুখে, যেখানে পানি ঘেরা মানুষেরা তাকিয়ে আছে আপনার দিকে, পানির প্রচণ্ড শব্দ ভেদ করে তারা কান পেতে আছে আপনার আগমনী শব্দ শোনার জন্য।

একটি বন্যার্ত নৌকা ভ্রমণ

কিছুদূর যাওয়ার পর বাঁধের মতো জায়গায় একটা ত্রাণ বিতরণের নৌকা দেখলেন আপনি। তার কাছ দিয়ে যেতেই হঠাৎ নৌকার মাঝখানে উঁকি দিতেই হাসি পেল আপনার—নৌকার মাঝখানে ত্রাণের প্যাকেটের সংখ্যার চেয়ে ত্রাণ বিতরণকারীর সংখ্যা বেশি, তার চেয়ে বেশি

www.MurchOna.com

উপস্থিতি জানাচ্ছে তাদের গায়ের টি-শার্ট, যে টি-শার্টভর্তি বর্ণিল কালিতে লেখা আছে কোনো এক এনজিওর নাম!

এত কাছে আপনি ত্রাণ বিতরণ করবেন না, কারণ শহর থেকে অদূরবর্তী এসব স্থানে অনেকেই দায়সারা ত্রাণ বিতরণ তরে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে তুলতে ফিরে যায় নিজ আবাসে। আপনি বিতরণ করবেন এমন এক জায়গায়, যেখানে সাধারণত কেউ যায় না—অনেক দূরে, যেখানে যেতে অনেকেই ভয় পায়।

তর তর করে এগিয়ে চলছে নৌকাটা। আর আপনি তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। আস্তে আস্তে চোখ দুটো বড় হয়ে যাচ্ছে আপনার। কোথাও কোনো মানুষ নেই, চারদিকে কেবল পানি আর পানি। সে পানিতে ডুবে আছে ঘরের চাল, লাইটপোস্ট, বড় বড় গাছের গলা, লাউয়ের মাচা। হঠাৎ কিছুটা জেগে থাকা ঘরের চালের দিকে তাকাতেই মনটা একটু অন্য রকম হয়ে গেল আপনার। দুই-তিনটি মুরগি বসে আছে সে চালে, মনোযোগ দিয়ে তারা আপনাদের দেখছে, খুব কাছ দিয়ে যেতেই তারা নির্ভয়ে মিষ্টি স্বরে কক কক করে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছে—পানির জগতে, ভেসে থাকা প্রাণীদের ভুবনে।

বেশ এগিয়ে গেছে নৌকাটা। আপনিও বেশ উদাস হয়ে গেছেন। চোখ দুটো একটু বাঁ দিকে ঘুরতেই চমকেও উঠলেন বেশ। একটা কুকুর ভেসে যাচ্ছে, মৃত। প্রাণহীন প্রাণীরা সম্ভবত উপুড় হয়ে ভেসে থাকে, এটা ভেসে আছে চিৎ হয়ে। চার পা টান টান করে ওপরের দিকে দিয়ে ভেসে যেতে দেখে আপনার মনে হতে পারে অবোধ এ প্রাণীটা হাত তুলে ফরিয়াদ জানাচ্ছে স্রষ্টার কাছে—প্রভু, তুমি আমাকে এভাবে না মারলেই পারতে! কেন মারলে, তাও আবার পানিতে ডুবিয়ে!

মৃত কুকুরটা অনেক দূর ভেসে গেছে, আপনি তবুও তাকিয়ে আছেন ঘোলাটে পানির দিকে। ভাঙা বাঁশ ভেসে যাচ্ছে, উপুড় হয়ে ছোট্ট একটা মাটির পাতিল ভেসে যাচ্ছে, দুলতে দুলতে চার পাতার একটা কচুরি পানা ভেসে যাচ্ছে, একটা নারকেলের খোসা ভেসে যাচ্ছে, লাল টকটকে কার যেন একটা জামা ভেসে যাচ্ছে, একটা প্লাস্টিকের পুতুল ভেসে যাচ্ছে, একটা চুড়িও ভেসে যাচ্ছে প্লাস্টিকের। একসময় চোখ দুটো আটকে গেল আপনার। একটা মস্ত বড় লাল রঙের কাঁঠালপাতা কাছ দিয়ে ভেসে যেতে একটু নিচু হয়ে পাতাটা তুলে নিলেন হাতে। তাকালেন ভালো করে সে পাতাটির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে আপনার বুকের ভেতরটা। সামান্য একটা পাতার জন্য আপনার এই মন খারাপ করার পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন—না, কেবল এই

www.MurchOna.com

ভেসে যাওয়া পাতার জন্য মন খারাপ না আপনার। সবকিছুর জন্যই মনটা খারাপ হয়ে গেছে আপনার—যারা কেবলই ভেসে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে দূর অজানায়, যারা একসঙ্গে ছিল পরম আত্মীয়তায়, যারা মুখোমুখি হবে না আর কোনো দিন, কোনো এক মগ্নতায়।

চোখ দুটো তুলে সামনের দিকে তাকালেন এবার এবং সঙ্গে সঙ্গে দেড় থেকে দুই সেকেন্ডের জন্য বুকের ভেতরটা বন্ধ গেল আপনার। নদীর যে জায়গাটার বাঁধ ভেঙে সিরাজগঞ্জ শহরে পানি ঢুকেছে সেখানে পৌঁছে গেছেন আপনি। ভয়ার্ত চাহনিতে এ সময় দেখতে পেলেন—কোথাও এক টুকরো সবুজ নেই, সোঁদাগন্ধের মাটি নেই, প্রাণের কোনো উপস্থিতি নেই, কেবল পানি আর পানি। 'কূল নাই, কিনার নাই।'

ভয়টা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে এবার আপনার বুকের ভেতর। নৌকা চলছে, স্রোতের বিপরীতে সেটা প্রাণপণে চলছে, একটু একটু করে চলছে।

নৌকা চলছেই। অনেকক্ষণ, অনেক সময় পর আপনি দেখতে পেলেন স্কুলঘরের মতো জায়গা। তার পাশ দিয়ে একটু জেগে থাকা বাঁশঝাড়, তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে নৌকাটা। নৌকার শব্দ বাঁশের ঝাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে আসছে আবার আপনার কাছে, ছন্দের তালে, ছন্দ মিলিয়ে।

সামনে কিছুটা দ্বীপের মতো জায়গা চোখে পড়ল আপনার। নৌকা এগোচ্ছে, একটু একটু করে বড় হচ্ছে জায়গাটা এবং একসময় চোখে পড়ল, প্রায় কয়েক শ মানুষ তাকিয়ে আছে আপনার এবং আপনার সঙ্গীদের দিকে। তারা হাত নাড়ছে, তারা ডাকছে, তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে টিনের কিংবা প্লাস্টিকের পাত্র। আপনি নৌকা থামালেন সে দ্বীপটাতে। তারপর যা দেখলেন, সেগুলো মানুষ নয়, মানুষের কঙ্কাল। খোসা ছাড়া লিচুর মতো ঘোলাটে চোখ, বিদ্যুতের তারে ঝুলে থাকা কোনো ছেঁড়া কাপড়ের মতো ঝুলে যাওয়া চামড়ায় ঢাকা শরীর, চৈত্রের মাঠের মতো খটখটে ঠোঁট আর ভেঙে যাওয়া পাখির বাসার মতো চুল।

নৌকাটা সিরাজগঞ্জ থেকে এখানে পৌঁছাতে যতটুকু সময় লাগল, তার বিশ ভাগের এক ভাগ সময়ও লাগল না আপনার নৌকাটা খালি করতে। অভাবী হাতগুলোতে একটা করে পোঁটলা তুলে দিতে দিতে আপনার চোখ দুটো স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। আশি-ঊর্ধ্ব এক বৃদ্ধা এই মাত্র পাওয়া পোঁটলাটা এমনভাবে তাঁর বুকের সঙ্গে চেপে ধরেছেন, আমি নিশ্চিত—পৃথিবীর সব সম্পত্তি আপনাকে কিংবা আমাকে দিলেও এত মমতা, এত আনন্দ, এত আন্তরিকতায় চেপে ধরতাম না বুকের সঙ্গে। বাজি!

। সিরাজগঞ্জে ত্রাণ বিতরণ শেষে ফিরে।

www.MurchOna.com

কুণ্ডলী পাকানো তিনটে কুকুর, অলস বসে থাকা এক জোড়া বিড়াল, ঠুকরে বেড়ানো গোটা আটেক মুরগি, কাদা-পানিতে ভিজে থাকা জনা-চারেক ন্যাংটো বাচ্চা পেরিয়ে পাটখড়ির ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে যাঁকে দেখা যাচ্ছে, তিনি একজন মানুষ। দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা গুঁজে বসে আছেন তিনি। দূর থেকে মনে হচ্ছে নিটোল কোনো ভাস্কর্য, স্থির হয়ে কেটে যায় যার প্রতিটি প্রহর—ক্ষুধা লাগে না, পানি খায় না, পলক নড়ে না চোখের।

খুব কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চাচি, কেমন আছেন?'

শত ভাঁজের মুখ তুলে তিনি বলেন, 'আল্লায় জানে।'

'সকালে খেয়েছেন?'

'খাইছি।'

'কী খেয়েছেন?'

'পান্তা।'

'কী দিয়ে খেয়েছেন?'

'নুন দিয়া।'

'পেটভরে খেয়েছেন?'

জবাব দেন না তিনি, একটু লজ্জা পান। আঁচলটা টেনে নিয়ে নিজেকে আড়াল করতেই পাশে বসে বলি, 'চাল লাগবে?'

কোনো কথা বলেন না তিনি এবারও। কেবল নাকে লাগানো পিতলের নাকফুলের মতো কিছুটা চকচক করে ওঠে তাঁর চোখ দুটো। আমরা তাঁর নাম লিখে নিই—রাহেলা বেগম।

মানুষের খোঁজে

২

বন্যার পানি নেমে গেছে বেশ কয়েক দিন হলো। আমরা বের হয়েছি মানুষ খুঁজতে। সিরাজগঞ্জের তেলকুপি এলাকায় এসে থমকে যাই। বন্যার

www.MurchOna.com

পানি রেখে গেছে সদর্প চিহ্ন—কদিন আগে যে ঘরগুলো দাঁড়ানো ছিল, সেগুলো এখন শুয়ে আছে। প্রতিটি ঘরের চালে পলি মাটির হালকা আবরণ; ক্ষেতের ছোট ছোট গাছগুলো পচে গেছে, সেগুলো এখন সার হওয়ার অপেক্ষায়; সারিবাঁধা বেশ কয়েকটা গাছ মরে গেছে, পাতাগুলো ঝরে পড়ছে টুপটাপ করে; পানিগুলো জমাট বেঁধে আছে, গন্ধ ছড়াচ্ছে সেগুলো থেকে; চারদিকে কেবল ধ্বংস আর ধ্বংস!

অনেক মানুষ জমা হয়ে গেছে। তারা জেনে গেছে তাদের একটা করে স্লিপ দেওয়া হবে। একটু দূরে একটা মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে যাই, তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াই। কোনো পরিবর্তন হয় না তাঁর, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি সামনের দিকে।

'কী দেখছেন?'

ডান হাতটা সামনের দিকে একটু বাড়িয়ে দেন মহিলাটি। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাই যাই তিনি অন্ধ।

বাড়ানো হাতটা একটু ছুঁয়ে বলি, 'ঘরে আর কে আছে আপনার?'

কিছুটা অস্ফুট স্বরে মহিলাটি বলেন, 'কেউ নাই।'

'আপনি একা?'

মাথা ওপর-নিচ করেন তিনি।

'খাবার-দাবার দেয় কে?'

পরম ভক্তি নিয়ে তিনি বলেন, 'আল্লায় দেয়।'

মহিলাটি আগের মতোই তাকিয়ে আছেন। যাঁর সামনে কেবল অন্ধকার, যে অন্ধকার ভেদ করে কোনো আলো এসে পৌঁছায় না তাঁর চোখে, আলোয় ভরে ওঠে না তাঁর মন, জীবন। আমরা তাঁর নামটিও লিখে নিই—অহিতন নেসা।

৩

রতনগঞ্জ এলাকার ১৬৭টি পরিবারের মধ্যে ১৪৩টি পরিবারই চলে রিকশার ওপর। এসব পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা রিকশা চালায়। পুরো ১৯ দিন সমগ্র সিরাজগঞ্জ ছিল পানির নিচে, নৌকার দখলে ছিল সমস্ত রাস্তাঘাট। ১৯ দিনের রোজগারহীনতা, তার ওপর জলেভেজা আশ্রয়—সব মিলিয়ে সবাই এখন শূন্য। শূন্য তাদের ঘর, শূন্য তাদের ভাতের পাতিল, শূন্য তাদের পেট।

'আপনারা এর আগে কোনো সাহায্য পাননি?'

'পাইছি।' লিকলিকে এক বৃদ্ধ এসে সামনে দাঁড়ান।

'কয় দিন চলেছে সে সাহায্য পেয়ে?'

www.MurchOna.com

'যা পাইছিলাম, তা দিয়ে চলছে কয়েক দিন। ছওয়ালপান বেশি তো?'
'ছওয়ালপান বেশি কেন?'
অপরাধী হাসি হেসে বৃদ্ধটি বলেন, 'আল্লায় দিছে।'
'আপনি বলতে পারবেন, এ মুহূর্তে কার কার সাহায্য দরকার?'
'অনেকেরই তো দরকার। তবে অর একটু বেশি দিলে ভালো হয়।' বৃদ্ধলোকটি একটু দূরে দাঁড়ানো আরেকটি বৃদ্ধকে দেখিয়ে বলেন, 'আমরা অনেকেই তো চাইতে পারি, ও না খেয়ে থাকে, তবু কারও কাছে হাত পাতে না।'

মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমরা। দুই বৃদ্ধকে দেখেই। আমরা এ দুজনের নামও লিখে নিলাম—ছলিম শেখ, মফিজ খান।

৪

শবেবরাতের সকাল। ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ২০৫ জন মানুষ, আশেপাশে আরও কয়েকজন। সিরাজগঞ্জের নয়টি গ্রাম থেকে এসেছেন তাঁরা। অপেক্ষা করছেন—একটা প্যাকেটের, যাতে চাল আছে, ডাল আছে।

তাঁরা প্রথম আলো চেনেন না, বন্ধুসভা চেনেন না। চেনেন না সংসদ ভবন, বঙ্গভবন, ক্যান্টনমেন্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, নভো থিয়েটার, আহসান মঞ্জিল কিংবা স্মৃতিসৌধ। তাঁরা চেনেন ক্ষুধা, আর সে ক্ষুধা মেটাতে ডাল আর চাল। ভাগ্য পরিবর্তনের সকালে তাঁরা বসে আছেন সে চাল এবং ডালের জন্য। রাহেলা বেগমের 'আল্লায় জানে', অহিতন নেসার 'আল্লায় দেয়', ছলিম শেখের 'আল্লায় দিছে'তে আমরা জেনে যাই আল্লার প্রতি তাঁদের অপার অনুভব, অপরিসীম ভক্তি, নিঃসীম শ্রদ্ধা। যে আল্লাহ সব পারেন, সব করেন—তিনি রাস্তার কাউকে মন্ত্রী করেন, টাকায় ভাসিয়ে দেন; তিনি কোনো মূর্খকে দেশের ক্ষমতাবান করেন, প্রাচুর্যে ডুবিয়ে দেন তাঁকে; তিনি কোনো লম্পটকে বসান শ্রদ্ধার আসনে, ভাগ্য পরিবর্তন করেন যেমন খুশি তেমন ভাবে। কেবল ভাগ্য পরিবর্তন হয় না রাহেলা বেগম, অহিতন নেসা, ছলিম শেখদের। প্রতিবছর বানের জলে তাঁরা ভেসে যান, খরায় তাঁদের ফসল পোড়ে, ঝড়ে তাঁদের ঘর ভেঙে যায়। তবুও তাঁরা আল্লাকে ভোলেন না, কখনো মন খারাপ করেন না, অভিমান করেন না তাঁর পক্ষপাতিত্ব দেখে। মাটির মানুষ হয়ে মাটির মতোই তাঁরা সবকিছু সয়ে যান নীরবে—চুপচাপ, একদম চুপচাপ, যেন তাঁদের প্রিয় আল্লার ঘুম না ভেঙ্গে যায়!

[সিরাজগঞ্জ ত্রাণ বিতরণ শেষে ফিরে]

www.MurchOna.com

কুকুরটাকে এতক্ষণ আমার চোখেই পড়েনি, পড়ার কথাও না। ঘোরলাগা মুহূর্ত নিয়ে আমি চারপাশটা দেখছি। দেখছি—রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে পানি, বাড়িতে ঢুকেছে পানি, বাড়ির উঠোনে পানি, বারান্দায় পানি, ঘরের মেঝে ডুবে গেছে পানিতে। চারদিকে কেবল পানি আর পানি, বন্যার পানি। সিরাজগঞ্জ শহরসহ সব এলাকা ডুবে গেছে সে পানির নিচে।

পানিতে কলকল শব্দ করে যখন বাড়ির গেটের কাছে পৌঁছালাম, একটা লিকলিকে সাপ আমাকে স্বাগত জানিয়ে উঠোনের মাঝখান দিয়ে চলে গেল স্রোতের সঙ্গে। বাড়ির ভেতর ঢুকতেই বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছিল—মাটিবিহীন কনক্রিট ঢাকা শহর থেকে বাড়িতে গেলেই উঠোনের যে মাটিতে পা ডুবিয়ে রাখতাম সুযোগ পেলেই, সে মাটি ঢেকে গেছে ঘোলাটে জলে, কোথাও জেগে নেই একটুও। এই তো কয়েক দিন আগে ঢাকা থেকে একটা অপরাজিতা এনে লাগিয়েছিলাম উঠোনের ডান কোনায়, প্রজাপতির মতো নীল ফুলও ফুটেছিল দু-তিনটা। সে গাছটা উধাও, সেখানে কুলকুল শব্দ করছে স্রোতধারার পানি। উঁচু বেদির মতো জায়গাটায় আম্রপালি আমগাছটার গোড়ার একটু ওপরে বেশ কয়েকটা লাল পিঁপড়ে কী নিয়ে যেন ভীষণ ব্যস্ত। নারকেলগাছের গা বেয়ে একটা কেঁচো ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে ঘরের চালের ওপর চারটা বিড়াল বসে আছে একসঙ্গে, তারা খুব মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

কুকুরোত্তম!

www.MurchOna.com

ঘরে ঢুকলাম আমি। মেঝের আল্পনাগুলো অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে মেঝেতে ঠাঁই নেওয়া পানি সত্ত্বেও। খাটটা দুটো করে ইটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ার আর টেবিলটাও খাটের মতো। একটা ব্যাঙ লাফ মেরে ঘরের একপাশ থেকে আরেক পাশে চলে গেল। ভ্যাপসা গন্ধ হয়ে গেছে সম্পূর্ণ ঘরটা। পশ্চিম পাশের বন্ধ করে রাখা জানালাটা খুলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কান্নার মতো শব্দ করে একটা কুকুর ডেকে উঠল। ভালো করে তাকিয়ে দেখি বাঁশঝাড়ের ফাঁকে উঁচু মতো একটু শুকনো জায়গায় গুটিসুটি মেরে একটা কুকুর বসে আছে, অদ্ভুত মায়ালাগা চোখে তাকিয়ে আছে সে আমার দিকে। যা বোঝার তা বুঝে গেলাম আমি মুহূর্তেই। অতর্কিত পানি আসায় কুকুরটা আর কোথাও যেতে পারেনি, বাড়ির লোকজনও জিনিসপত্র গোছানো এবং অন্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য কোনো দিকে নজর দিতে পারেনি। পানি এসে ভরে গেছে দুই দিন আগে, সুতরাং এ দুই দিন ধরে না খেয়ে আছে কুকুরটা।

কুকুরটার দিকে ভালো করে তাকালাম আমি, কুকুরটাও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কেমন যেন মায়া লেগে গেল বোবা প্রাণীটির জন্য। দ্রুত রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বলে এক প্লেট ভাত আর কী একটা তরকারি মিশিয়ে নিয়ে কোমর পানিতে নেমে কুকুরটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। আমাকে আসতে দেখে কুকুরটা একটু উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু বাঁশের ঘন কঞ্চির কারণে তা সম্ভব হলো না। আগের মতোই বসে রইল সে।

পানির ভেতর দিয়ে আমি একটু একটু করে যত এগিয়ে যাচ্ছি কুকুরটার দিকে, কুকুরটার চাহনিও তত করুণ হয়ে আসছে। কেমন যেন গলে যাওয়ার মতো মিইয়ে যাচ্ছে সে, অস্পষ্ট কুঁই কুঁই শব্দ করছে। একেবারে কাছে গিয়ে পাশে একটা শক্ত জায়গায় ভাতগুলো ঢেলে দিতেই সেখানে মুখ দিয়ে হামলে পড়ল কুকুরটা। মাত্র দুই মিনিট, পুরো এক প্লেট ভাত সাবাড়। তারপরই পৃথিবীর সেরা জিনিসটা আমি দেখলাম। কুকুরটা মুখের আশপাশ চাটতে চাটতে আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল, অনেক দৃষ্টি দেখেছি আমি, কিন্তু এমন কৃতজ্ঞদৃষ্টি দেখিনি কখনো। পশুর তো নয়ই, মানুষেরও না।

পাশের বাসার দুটো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে, বেশ কায়দা-কসরত করে, খড়ির ঘরের একটা ফাঁকা জায়গায় এনে কুকুরটাকে রাখলাম। দ্বিতীয়বারের মতো কুকুরটা আগের মতো করে তাকাল।

www.MurchOna.com

সকালে ঘুম থেকে উঠে সারা বাড়ি মানুষজনে ভর্তি, ত্রাণের জন্য এসেছে সবাই। মাত্র ৫০ প্যাকেট বরাদ্দ করা হয়েছে এদের জন্য, বাকি ২৩০ প্যাকেট যাবে চর এলাকায়, যেখানে সাধারণত ত্রাণ দিতে যায় না কেউ। পঞ্চাশ প্যাকেট বিতরণ করতে গিয়ে বুঝলাম, এ নিতান্তই নগণ্য, অনবরত না খেয়ে থাকা একজন মানুষের সামনে যেন এক মুঠো ভাত!

চর এলাকায় ত্রাণ বিতরণ শেষ করে ক্লান্ত হয়ে বেশ রাত করে বিছানায় গিয়েছি। ঘুমটা তেমন আসতে চাচ্ছিল না। চোখের সামনে কেবল পানি নাচানাচি করছিল। সম্ভবত তখন মাঝরাত, ঘুমটা কেবল আসি আসি করছিল। হঠাৎ কুকুরটার বিকট চিৎকার। ঘুমটা ছুটে গেল, কিন্তু প্রথমে কিছু বুঝতে পারছিলাম না। কুকুরটা আবার চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় উঠে বসলাম। কুকুরটা চিৎকার করেই যাচ্ছে। কেমন যেন করে উঠল বুকের ভেতরটা। লাফ দিয়ে উঠে বারান্দায় এসে দ্রুত লাইটটা জ্বালাতেই চমকে উঠি। একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছে কুকুরটা।

আস্তে আস্তে এগিয়ে লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। মাথা নিচু করে আছে লোকটা। লুঙ্গি কাছা মারা, খালি গা, মাথায় একটা গামচা পেঁচানো। তার দিকে আরও একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখি, তার কাঁধে একটা মস্ত বড় পলিথিনের ব্যাগ, তার ভেতর আমাদের রান্নাঘরের বেশ কিছু জিনিসপত্র।

লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি, যেন দৌড়ে পালিয়ে যেতে না পারে। যদিও সহজে পালানো সম্ভব নয়। কারণ তাকে আট ফুট উঁচু একটা দেয়ালে উঠতে হবে, তারপর ওপাশে নামতে হবে।

আরও একটু সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম লোকটার। বারান্দার আলো-আঁধারীতে তাকে তেমন চেনা যাচ্ছে না, চেহারাটাও দেখা যাচ্ছে না তার। লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে বললাম, 'কে আপনি?'

কোনো কথা বলে না লোকটা, মাথা নিচু করে থাকে আগের মতোই। আমি আরও একটু শব্দ করে বললাম, 'কথা বলছেন না কেন, কে আপনি?'

এবারও কথা বলে না লোকটা, মাথা নিচু করে থাকে আগে মতোই। আমি আরও একটু শব্দ করে বললাম, 'কথা বলছেন না কেন কে আপনি?'

www.MurchOna.com

এবারও কথা বলে না লোকটি। আমি একটু ধমক দিয়ে বললাম, 'কথা না বললে কিন্তু আমি সবাইকে ডেকে উঠাব। তখন কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে যাবে।'

মাথা তুলে তাকাল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম আমি, তার চেয়েও বেশি পেলাম লজ্জা। লোকটার দিকে আরও একটু ভালো করে তাকালাম। না, আমি ঠিকই দেখছি। সকালের সেই লোকটা, যাকে এক প্যাকেট ত্রাণ তো দিয়েছিলামই, তার আকুতিতে সঙ্গে ১০০ টাকাও দিয়েছিলাম!

লোকটা আবার মাথা নিচু করে ফেলেছে, এবার আমিও মাথা নিচু করে ফেললাম। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কুকুরটা আমার দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে। গতকালের কৃতজ্ঞ চাহনিটা ফেরত দিলাম আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে। কুকুরটা লেজ নাড়াচ্ছে। তার লেজ নাড়া দেখতে আমার কষ্টটাও নড়ে-চড়ে ওঠে—হায়! আমারও যদি একটা লেজ থাকত, মানুষ না হয়ে আমি যদি একটা কুকুর হতাম!

ভালোবাসায় সিক্ত পথ হেঁটে যারা সামনে এগিয়ে যায়, তাদের কেউ কেউ পেছনটা ভুলে যায় অবলীলায়, কেউ কেউ ভোলে না কখনো। যারা ভোলে না, তাদের দলেই সুমন্ত, আমাদের সুমন্ত আসলাম।

দীর্ঘদেহী এই মানুষটা হেঁটে গেলে শব্দ হয় মাটিতে। কেউ কেউ একে বলে ঔদ্ধত্য। নিজের ছোট্ট জগৎ আর লেখালেখি নিয়েই দিনমান পড়ে থাকে সুমন্ত। কেউ কেউ একে অহংকার ভেবে ভুল করে। অথচ কী আশ্চর্য, এসব কিছুই ভাবায় না ওকে। ক্রোধ নয়, হিংসা নয়, শুধু একবুক অভিমান নিয়ে সুমন্ত পাড়ি দেয় বন্ধুর পথগুলো।

যারা সুমন্তকে কাছ থেকে দেখেছে তারাই জানে সুমন্ত তার লেখার মতই সরল। অন্যের দুঃখে যার চোখে পানি আসে; রিক্ত, নিঃস্ব আর বঞ্চিতদের নিয়ে দুর্গম সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন দেখে যে সুমন্ত; তার কি এত সহজ সরল হলে চলে? সব শুনে হাসে সুমন্ত। 'সরলতা দিয়েই একদিন জয় করব সবকিছু'–তার এই আত্মবিশ্বাসে একটুও চিড় ধরাতে পারি না আমরা, স্রষ্টার প্রতি অসীম নির্ভরতায় সে থাকে অবিচল।

পৃথিবীর যাবতীয় শুভবোধগুলো জাগিয়ে তোলার দায়ভার তার হাতে তুলে দিয়ে আমরা যারা নিশ্চিন্তে বসে আছি, তাদের অবাক করে দিয়ে প্রতিদিন একটু একটু করে এগিয়ে যায় সুমন্ত কখনও কখনও আকাশ কালো করে মেঘ জমে, ঝড় ওঠে–নির্ভীক কান্ডারী সে, হাল ধরে রাখে শক্ত হাতে।

আমরা যারা ভুল করি, ভুল বুঝি তাকে–তারাও একসময় ফিরে আসি সুমন্তের কাছে, ফিরে যে আসতেই হয়। পরম মমতায় সে হাত রাখে আমাদের পিঠে। আমাদের সাথে নিয়েই হেঁটে যায় দীর্ঘ পথ। বন্ধু তো!

–কাছের বন্ধুরা

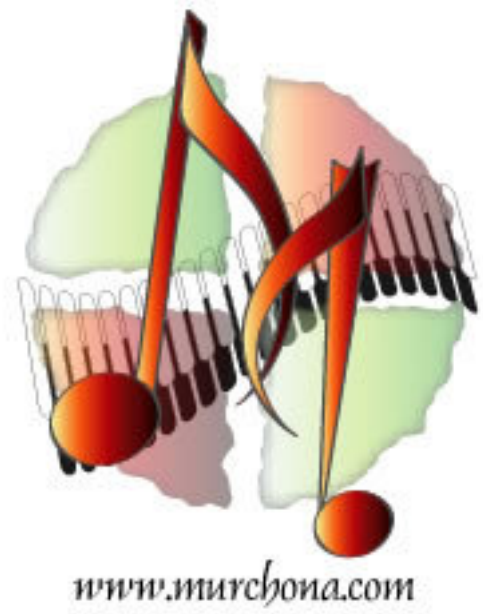

Baunduley.7 by Sumanta Aslam

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com